ভ্যাট বিষয়ক প্রশ্নোত্তর
Frequently Asked Questions (FAQs)

(বিঃ দ্রঃ এই ডকুমেন্টে প্রদত্ত মতামত এই ওয়েবসাইটের স্বত্ত্বাধিকারীর ব্যক্তিগত মতামত। ইহা তার অফিসিয়াল মতামত নয়। তবে, বর্তমানে প্রচলিত আইন-কানুন, বিধি-বিধানের আলোকে, বিচার-বিশেষণ করে, উক্ত মতামত প্রদান করা হয়েছে। এই মতামতের কোনো অংশ যদি আইন-কানুন, বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রাধান্য পাবে। আবার, কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যা আইন-কানুন, বিধি-বিধানে সুস্পষ্টভাবে উলেখ নেই। এরূপক্ষেত্রে সামগ্রিক বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় নিয়ে, ভ্যাটের মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মতামত প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এসকল বিষয়ে কারো কোনো ভিন্নরূপ মতামত থাকলে তা অবহিত করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো। E-Mail: roufcus@yahoo.com).

প্রশ্ন-১: চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীন পোল্ট্রি রিসার্স এন্ড ট্রেণিং সেন্টার-এ একটি টেস্টিং ল্যাব আছে। সেখানে পোল্ট্রি, ফিশারীজ ও জীবজন্তুর বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয় এবং ফী নেয়া হয়। উক্ত ফী-এর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। (মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এ্যাকাউন্টস অফিসার, পোল্ট্রি রিসার্স এন্ড ট্রেণিং সেন্টার, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম।)

উত্তরঃ এই সেবাটিকে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোন প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি। তাই, এই সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এই সেবাটি মূল্য সংযোজন কর আইনের বিধানাবলী অনুসারে "জরিপ সংস্থা" সেবার আওতাভুক্ত হবে। কারণ, জরিপ সংস্থার সেবার সংজ্ঞায় 'রাসায়নিক পরীাসম্পাদনকারী' অন্তর্ভুক্ত আছে। এই সেবার বিপরীতে ভ্যাট ১৫ (পনের) শতাংশ। তাই, টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করতে হবে। ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২: চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীন পোল্ট্রি রিসার্স এন্ড ট্রেণিং সেন্টার-এর বিভিন্ন কক্ষ দু/এক দিনের জন্য ভাড়া দেয়া হয়। ভাড়া গ্রহণকারীগণ এখানে ট্রেণিং, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করেন। উক্ত ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। (মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এ্যাকাউন্টস অফিসার, পোল্ট্রি রিসার্স এন্ড ট্রেণিং সেন্টার, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এন্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম।)

উত্তরঃ বর্ণিত ভাড়ার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোয্য হবে কি-না তা জানার জন্যে প্রথমে দেখতে হবে যে, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর প্রথম তফসিলে উক্ত সেবাকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কি-না। এরপর দেখতে হবে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উক্ত সেবাকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কি-না। যদি অব্যাহতি দেয়া না থাকে তখন দেখতে হবে যে, বর্ণিত সেবাটি ভ্যাটের কোন্ সেবার কোডের আওতায় পড়বে। কোন ট্রেণিং সেন্টারের কক্ষ দু/এক দিনের জন্য ভাড়া দেয়া সেবাটি ভ্যাটের ৩ (তিন)টি সেবার বর্ণনার কাছাকাছি। প্রথমতঃ হোটেল, দ্বিতীয়তঃ কম্যুনিটি সেন্টার; এবং তৃতীয়তঃ স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী। এই তিনটি সেবার কোডের বিপরীতে প্রদর্শিত বর্ণনা বিশেষণ করলে দেখা যায় যে, আপনার

বর্ণিত সেবাটি কমিউনিটি সেন্টার সেবার বর্ণনার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত সেবার বর্ণনায় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য সাময়িকভাবে ভাড়া নেয়া অন্তর্ভুক্ত আছে। কম্যুনিটি সেন্টারের ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। উক্ত হারে আলোচ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩: ইপিজেড-এ অবস্থিত একটি বিদেশী কোম্পানী সেবা আমদানি করে। সাধারণ ক্ষেত্রে সেবা আমদানি করা হলে ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। এক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত কোম্পানী কর্তৃক সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন (জাহেদুর রহমান, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স, প্যাক্সার বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা ইপিজেড)।

উত্তর: ইপিজেড এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। তারা কী কী উপকরণ শুল্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি বা ক্রয় করতে পারবে তা বন্ড লাইসেন্সে উলেখ থাকে। বন্ড লাইসেন্সে উলিখিত উক্ত উপকরণসমূহ তারা শুল্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি করে থাকে। উক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করে। যেহেতু এসকল উপকরণ শুল্ক-করাদিমুক্ত, সেহেতু রপ্তানি করার পর আর রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়ার কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু যে সকল উপকরণ রপ্তানিকারকের বন্ড লাইসেন্সে উলেখ নেই সে সকল উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শুল্ক-করাদি পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য চুড়ান্তভাবে রপ্তানির পর উপকরণের ওপর ইতোপূর্বে পরিশোধিত শুল্ক-করাদি রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়া যায়। এক্ষেত্রে ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত রপ্তানিকারক সেবা আমদানি করেছে। সেবা তার রপ্তানির উপকরণ। উক্ত সেবা তার বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত আছে কি-না দেখতে হবে। অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না এবং ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে না। আর বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। তবে, উক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরী পণ্য চূড়ান্তভাবে রপ্তানির পর ইতোপূর্বে ব্যাংক কর্তৃক কর্তিত ও সরকারী কোষাগারে পরিশোধিত ভ্যাট রপ্তানিকারক রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন। উলেখ্য যে, প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে আবেদন করতে হয়। আরো উলেখ্য যে, কোন শতভাগ রপ্তানিকারকের বন্ড লাইসেন্সে কী কী উপকরণ উলেখ থাকবে এবং তা কত পরিমাণ উলেখ থাকবে তা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট রপ্তানিকারকের পূর্বের রপ্তানির রেকর্ড বিবেচনা করে নির্ধারণ করে থাকে।

প্রশ্ন-৪: প্যাক্সার দুবাই ক্রয়াদেশ প্রেরণ করেছে। ক্রেতা সুইডেনে। সরবরাহ দিবে প্যাক্সার বাংলাদেশ। প্যাক্সার দুবাইকে বিক্রয় কমিশন দিতে হবে। কমিশনের ওপর সাধারণভাবে ভ্যাট আরোপিত আছে। এক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত কোম্পানি রপ্তানি করেছে বিধায় ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন (জাহেদুর রহমান, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স, প্যাক্সার বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা ইপিজেড)।

উত্তর: উত্তর: ইপিজেড এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। বন্ড লাইসেন্সে উলেখ থাকে যে, তারা কী কী উপকরণ শুল্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি বা ক্রয় করতে পারবেন। বন্ড লাইসেন্সে উলিখিত উক্ত উপকরণসমূহ তারা শুল্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি করে, তা ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করবে। যেহেতু এসকল উপকরণ শুল্ক-করাদিমুক্ত, সেহেতু রপ্তানি করার পর আর রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়ার কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু যে সকল উপকরণ রপ্তানিকারকের বন্ড লাইসেন্সে উলেখ নেই সে সকল উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শুল্ক-করাদি ইত্যাদি পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্তভাবে রপ্তানির পর উপকরণের ওপর

ইতোপূর্বে পরিশোধিত শুল্ক-করাদি রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত রপ্তানিকারক প্যারার, দুবাই-কে কমিশন প্রদান করছে। অর্থাৎ রপ্তানিকারক প্যারার, দুবাই-এর সেবা গ্রহণ করচে। উক্ত সেবা তার রপ্তানির উপকরণ। উক্ত সেবা তার বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত আছে কি-না দেখতে হবে। অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না এবং ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে না। আর বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। তবে, উক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরী পণ্য চূড়ান্তভাবে রপ্তানির পর ইতোপূর্বে ব্যাংক কর্তৃক কর্তিত ও সরকারী কোষাগারে পরিশোধিত ভ্যাট রপ্তানিকারক রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন।

প্রশ্ন-৫: ইউএনডিপি'র এক কর্মকর্তার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট এর ওপর ৬০০ টাকা এ্যাকাউন্ট চার্জ এবং ৯০ টাকা ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মতে তিনি ইউএনডিপি'র কর্মকর্তা হিসেবে ভ্যাটমুক্ত। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন (মো: নজরুল ইসলাম, এ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার, ব্র্যাক ব্যাংক লি:, সদর দপ্তর, ঢাকা)।

উত্তর: এখানে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ইউএনডিপি'র কর্মচারী হিসেবে ভ্যাট অব্যাহতি নেই। বিদেশী দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কোন্ কোন্ সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি পাবে তা সুনির্দিষ্টভাবে এস.আর.ও জারি করে বলা আছে। তাছাড়া, ইউএসএআইডি'র প্রকল্পের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ভ্যাট কুপন ইস্যু করার বিধান আছে। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। ভ্যাট সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত যে সকল বিধি-বিধান রয়েছে, সে অনুসারে আলোচ্য এ্যাকাউন্ট হোল্ডারের বক্তব্য সঠিক হয়। তাকে প্রযোজ্য ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-৬: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২ তারিখ: ৭ জুন, ২০১২ কোন্ তারিখ থেকে কার্যকর হবে?

উত্তর: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২ তারিখ: ৭ জুন, ২০১২ কত তারিখ থেকে কার্যকর হবে তা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে বেশ অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ হলো, একই তারিখে জারিকৃত অন্যান্য সাধারণ আদেশের মতো এই সাধারণ আদেশটিতে কার্যকর হওয়ার তারিখ উলেখ নেই। আইনগত বিধানের সাধারণ ব্যাখ্যা অনুসারে, কোনো প্রজ্ঞাপনে বা আদেশে যদি কার্যকর হওয়ার তারিখ উলেখ থাকে তাহলে উলিখিত তারিখে উহা কার্যকর হয় - জারি যে তারিখেই হোক না কেন। আর যদি কার্যকর হওয়ার তারিখ উলেখ না থাকে, তাহলে প্রজ্ঞাপন বা আদেশটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হয়। সে অনুযায়ী সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২ তারিখ: ৭ জুন, ২০১২ এ কার্যকর হওয়ার তারিখ উলেখ না থাকায় উহা গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ অর্থাৎ ৭ জুন, ২০১২ তারিখে কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু আদেশটি প্রকৃত অর্থে ১ জুলাই, ২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

সাধারণ আদেশটিতে যেহেতু কার্যকর হওয়ার তারিখ উলেখ নেই, সেহেতু অনেকে মতামত দিচ্ছেন যে, উহা আদেশটি জারির তারিখ অর্থাৎ ৭ জুন, ২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। ইহা সঠিক নয়। কারণ, উক্ত আদেশের মাধ্যমে ইতোপুর্বের উৎসে মূসক কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধন করে ১০ (দশ)টি সেবার বিপরীতে উৎসে মূসক কর্তনের হার বৃদ্ধি করে কর্তন করার জন্য বলা হয়েছে। উলেখ্য, যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই ১০ (দশ)টি সেবার বিপরীতে মূসকের হার কার্যত: বৃদ্ধি করা হয়েছে, উক্ত প্রজ্ঞাপনটি ১ জুলাই, ২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। উক্ত প্রজ্ঞাপন নং-১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক, তারিখ: ৭ জুন, ২০১২

খ্রিষ্টাব্দ। যেহেতু ৭ জুন, ২০১২ তারিখে উক্ত ১০ (দশ)টি সেবার বিপরীতে মূসকের হার বর্ধিত করাই হয়নি, সেহেতু ৭ জুন, ২০১২ তারিখ থেকে বর্ধিত হারে উৎসে মূসক কর্তন করার প্রশ্ন আসে না। প্রজ্ঞাপন এবং সাধারণ আদেশের মধ্যে বিরোধপূর্ণ কোনো বক্তব্য থাকলে আইনের বিধান ব্যাখ্যা করার সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রজ্ঞাপন প্রাধান্য পাবে। কারণ, প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় আইনের ধারা অনুযায়ী। আর, সাধারণ আদেশ জারি করা হয় বিধি অনুযায়ী। বিধির তুলনায় আইন প্রাধান্য পাবে। তাই, সাধারণ আদেশের তুলনায় প্রজ্ঞাপন প্রাধান্য পাবে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২ তারিখঃ ৭ জুন, ২০১২ জুলাই ১, ২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে তার অর্থ এই নয় যে, উক্ত আদেশে উলিখিত ১০ (দশ)টি সেবার ক্ষেত্রে ১ জুলাই, ২০১২ তারিখ থেকেই আদেশে উলিখিত বর্ধিত হারে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) অনুসারে, সেবার মূল্য পরিশোধকালে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক মূসক উৎসে কর্তন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যখন সেবা প্রদান করা হয়, তার অনেকদিন পরে মূল্য পরিশোধ করা হয়। মূল্য পরিশোধ করার সময় মূসক উৎসে কর্তন করা হয়।

কিন্তু উৎসে মূসক কর্তন করার সময় কোন্ হারে কর্তন করতে হবে তা বিবেচনার দাবি রাখে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪ এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে। সে অনুসারে, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলীর মধ্যে যে কাজটি সর্বাগ্রে ঘটবে, সে কাজ সংঘটিত হওয়ার সময় ভ্যাটের যে হার ছিল সে হার অনুযায়ী ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কার্যাবলীসমূহ নিম্নরূপঃ
(ক) যখন সেবা প্রদান করা হয়;
(খ) যখন সেবা প্রদান সংশিষ্টচালানপত্র প্রদান করা হয়;
(গ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়;

তাই, কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী যখন কোনো সেবা সরবরাহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করবেন, তখন তিনি বিবেচনা করবেন যে, উক্ত তিনটি কাজের মধ্যে কোন কাজটি সর্বাগ্রে ঘটেছে। যে কাজটি সর্বগ্রে ঘটেছে, সে কাজটি যে সময়ে ঘটেছে সে সময়ে উক্ত সেবার ওপর ভ্যাটের যে হার ছিল সে হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। সাধারণতঃ সেবা প্রদানের কাজটি প্রথমে ঘটে থাকে। অতঃপর চালানপত্র প্রদান করা হয়। আর মূল্য পরিশোধ করা হয় অনেকদিন পর। তাই, সাধারণতঃ যে সময়ে সেবা প্রদান করা হয়েছে, সে সময়ে ভ্যাটের যে হার ছিল সে হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয়।

সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২ তারিখঃ ৭ জুন, ২০১২ যদিও ১ জুলাই, ২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে, তবুও উক্ত তারিখ থেকেই বর্ণিত ১০ (দশ)টি সেবার বিপরীতে বর্ধিত হার প্রযোজ্য হবে না। উক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কাজটি সর্বাগ্রে ঘটেছে তা বিচেনা করে বর্ধিত হার প্রয়োগ করতে হবে। তবে, দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সকল সেবা ১ জুলাই, ২০১২ তারিখের পর প্রদান করা হবে, সে সকল ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন হবে।

প্রশ্ন-৭ঃ হোটেল বা রেস্তোরাঁ যদি ইসিআর মেশিনে প্রস্তুতকৃত চালান ইস্যু করে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি? (আশিক মাহমুদ, একাউন্টস অফিসার, Helpage International Bangladesh, ৩৫/ডি, বনানী, ঢাকা।)

উত্তরঃ হোটেল বা রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ তারিখ ১২ অক্টোবর, ২০১১ অনুসারে সর্বমোট ৩৪টি সেবার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উক্ত তালিকার মধ্যে হোটেল-রেস্তোরাঁ অন্তর্ভূক্ত নেই। তাই, হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা প্রদানকারী নিজে যথাযথ নিয়মে তার নিজস্ব সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবে। তবে, উৎসে কর্তনকারী কোনো কর্তৃপক্ষ হোটেল-রেস্তোরাঁর সেবা গ্রহণ করলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হবে যে, প্রদত্ত সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। যথাযথ ভ্যাট চালান থাকলে এটা ধরে নেয়া যাবে যে, প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। ইসিআর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চালান ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। সেক্ষেত্রে চালানে সেবাদাতার নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পণ্য/সেবার নাম, মূল্য, ভ্যাটের পরিমাণ ইত্যাদি উলেখ থাকতে হয়। এরূপ যথাযথ ইসিআর চালান থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ যদি না থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৮ঃ ৬০% বাণিজ্য বাটা (**trade discount**) দেয়ার সময়, ভ্যাটের নিয়মানুসারে ১৫% বাণিজ্য বাটা প্রদান করা হয়। অতঃপর মূল্য থেকে অবশিষ্ট বাণিজ্য বাটা প্রদান করা হয়। এখানে ক্রেতা কোন্ মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করবে। ১৫% বাণিজ্য বাটা দেয়ার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকবে সে মূল্যের ওপর না-কি তার ক্রয় মূল্যের ওপর যা আরো কম। (খান মহসিনুস-সোবহান, অফিসার, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ৪০, শহীদ তাজ উদ্দীন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও বা/এ, ঢাকা।)

উত্তরঃ ১৫% বাণিজ্য বাটা হিসাব করার পর পণ্যের যে মূল্য দাঁড়াবে সে মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এরপর পণ্য মূল্য থেকে বিক্রেতা আরো ডিসকাউন্ট দিতে পারেন, তা বিক্রেতা এবং ক্রেতার ব্যবসায়ীক সম্পর্কের বিষয়। ভ্যাট বিভাগের দেখার বিষয় নয়। ভ্যাট এর বিধান হলো ডিসকাউন্ট দেয়া যাবে অনুমোদিত মূল্যের সর্বোচ্চ ১৫%। তাই, অনুমোদিত মূল্য থেকে ১৫% মূল্য বাদ দেয়ার পর যদি ভ্যাট পরিশোধ করা হয়, তাহলে ভ্যাট দপ্তরের আর কিছু করণীয় থাকে না। উলেখ্য, এ শর্তটি ছাড়াও ডিসকাউন্ট দেয়ার জন্য আরও দুটি শর্ত রয়েছে। তা হলোঃ (১) জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার পূর্বক ভ্যাটের বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে উলেখ করতে হবে যে, কোন্ কোন্ বিক্রয়কেন্দ্রে কোন্ কোন্ তারিখে এবং শতকরা কতভাগ ডিসকাউন্ট প্রদান করা হবে; এবং (২) যে কোনো বারো মাস সময়ে ৩০ দিনের বেশি ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে না। অর্থাৎ বারো মাস সময়ের মধ্যে একাদিক্রমে বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) দিন ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে।

প্রশ্ন-৯ঃ ট্রাভেল এজেন্সীর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন। (আলফ্রেড চৌধুরী, এনজিওকর্মী।)

উত্তরঃ ট্রাভেল এজেন্সীর ওপর আমাদের দেশে বর্তমানে ভ্যাট প্রযোজ্য নেই। এসআরও নং-১৮০-আইন/২০১২/৬৩৮-মূসক, তারিখঃ ০৭ জুন, ২০১২ এর টেবিল-৪ এর মাধ্যমে ট্রাভেল এজেন্সীর ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে। উলেখ্য, ইতোপূর্বে ট্রাভেল এজেন্সীর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য ছিল। গত কয়েক বছর পূর্বে ট্রাভেল এজেন্সীকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। উলেখ্য, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ট্রাভেল এজেন্সীর সংজ্ঞা হলো, "ট্রাভেল এজেন্সী অর্থ কমিশনভিত্তিতে কোনো যাত্রী পরিবহন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাত্রী সাধারণের নিকট একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের জন্য টিকিট বিক্রয়কার্যে নিয়োজিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা"। অর্থাৎ ট্রাভেল এজেন্ট হলো যে প্রতিষ্ঠান কমিশনের ভিত্তিতে

টিকিট বিক্রি করে। টিকিট বিক্রির কমিশনের ওপর ইতোপূর্বে ভ্যাট প্রযোজ্য ছিল যা বর্তমানে অব্যাহতি দেয়া আছে। তবে, অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার বিমান টিকিটের ওপর বর্তমানে আবগারী শুল্ক আরোপিত আছে। আবগারী শুল্ক বর্তমানে টিকিটের সাথে আদায় করে নেয়া হয়। পরবর্তীতে আবগারী শুল্ক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হয়।

এখানে আরো উলেখ্য যে, সমজাতীয় আরো একটা সেবা আছে যা হলো ট্যুর অপারেটর। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্তমানে ট্যুর অপারেটর সেবাটির ওপরও ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে। ট্যুর অপারেটর এর সংজ্ঞা হলো, "ট্যুর অপারেটর অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহারা, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দেশে বা বিদেশে যেকোনো ধরনের ভ্রমণ আয়োজনে সহায়তা করে থাকেন।" অর্থাৎ কমিশনের বিনিময়ে টিকিট বিক্রয়কারী (ট্রাভেল এজেন্ট) এবং ভ্রমণকার্যে সহায়তাকারী (ট্যুর অপারেটর) এর ওপর ভ্যাট আরোপিত নেই। তাই, আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান যদি এরূপ সেবা গ্রহণ করে, তাহলে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না বা এরূপ প্রতিষ্ঠানের বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-১০: একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাবীকৃত বিলের ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত মূল্য ২,৭১,২৫০/- টাকা। বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে ২,৭১,২৫০/-X১৫%=৪০,৬৮৮/- টাকা। আয়কর কর্তন করা হয়েছে ২,৭১,২৫০/-X১%=২,৭১৩/- টাকা। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট কর্তনের দাবী (২,৭১,২৫০/-/১১৫)X১০০=২,৩৫,৮৭০/-X১৫%=৩৫,৩৮০/- টাকা এবং আয়কর কর্তনের দাবী ২,৩৫,৮৭০/-X ১%=২,৩৫৮/- টাকা। উপরের কোন হিসাবটি সঠিক? (মোঃ শফিকুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক, রুরাল পাওয়ার কোং লিঃ।)

উত্তর: সঠিক হিসাব হলো ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত মূল্য ২,৭১,২৫০/- টাকাকে ভ্যাট ফ্যাক্টর (৭.৬৬৬৬) দিয়ে ভাগ করলে ১৫% ভ্যাট পাওয়া যাবে ৩৫,৩৮১/-টাকা। ইহা উৎসে কর্তন করতে হবে। ২,৭১,২৫০/- টাকার ১% হবে ২,৭১৩/- টাকা। ইহা উৎসে আয়কর হিসাবে কর্তন করতে হবে। অর্থাৎ ভ্যাট এবং আয়কর কর্তনের জন্য হিসাব করতে হবে ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত সর্বমোট মূল্যের ওপর। ভ্যাট কর্তন করার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সে মূল্যের ওপর আয়কর কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-১১: একটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রয় করে। উক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়া আছে ১০ টাকা প্রতি পিছ। এখন এই পণ্য রপ্তানি করবে। প্রতি পিসের রপ্তানি মূল্য ২০ টাকা। রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ টাকার ওপর মূল্য ঘোষণা দিতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন। (মো: রফিকুল ইসলাম, সিয়াম বাংলা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, বাংলামোটর, ঢাকা)।

উত্তর: শতভাগ রপ্তানিকারক বা শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের জন্য মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান রহিত করা হয়েছে। তবে, যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে পণ্য বিক্রয় করে, আবার কিছু অংশ রপ্তানি করে অর্থাৎ যে সকল প্রতিষ্ঠান আংশিক রপ্তানিকারক সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান আছে। উলেখ্য, এ বিধান বেশ সহজ। আংশিক রপ্তানিকারকের জন্য মূল্য ঘোষণা প্রদানের ফরম হলো "মূসক-১গ"। এ ফরমে মোট ৭টি কলাম রয়েছে। ফরমটি www.vatbd.com ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। এখানে মূলত: উৎপাদিত পণ্যে উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ, অবচয়ের পরিমাণ, ব্যবহৃত উপকরণের মূল্য ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হয়। পণ্যটির রপ্তানি মূল্য কত তা প্রদর্শন করতে হয় না।

প্রশ্ন-১২: আমাদের অফিসের ভাড়ার পরিমাণ হলো ৫৫,০০০/- টাকা। অন্যান্য চার্জ ১০,০০০/- টাকা (লিফট এবং সিকিউরিটি)। ভাড়ার ওপর আমরা ৯% কর্তন করি, অন্যান্য সেবার ওপর ২.২৫% কর্তন করি। সঠিক আছে কি? (মাহমুদ ফয়সাল, এক্সিকিউটিভ, বসুন্ধরা গ্রুপ)।

উত্তর: ভাড়ার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন নয়। ভাড়াগ্রহীতা নিজে এই ভ্যাট প্রদান করবেন। ভাড়াগ্রহীতা বাড়ির মালিকের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছেন, সে চুক্তিতে মাসিক যে ভাড়া উলেখ আছে; সে ভাড়ার ওপর ৯% হারে ভ্যাট ভাড়াগ্রহীতা সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করবেন। ট্রেজারী চালান স্থানীয় ভ্যাট অফিসে দাখিল করবেন। ভ্যাটের পরিমাণ হিসাব করার সময় লিফ্ট, সিকিউরিটি ইত্যাদি আলাদা করে হিসাব করতে হবে না। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপের ভিত্তি হলো "সর্বমোট প্রাপ্তি"। এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তি হলো ৬৫,০০০/- টাকা। এর ওপর ৯% হলো ৫,৮৫০/- টাকা। অর্থাৎ বাড়ির মালিককে ভাড়া বাবদ পরিশোধ করতে হবে ৬৫,০০০/- টাকা। সরকারী খাতে ভ্যাট বাবদ জমা প্রদান করতে হবে ৫,৮৫০/- টাকা। এখানে কোনো উৎসে কর্তনের বিধান নেই।

প্রশ্ন-১৩: আমাদের প্রতিষ্ঠান সিরামিক সামগ্রী প্রস্তুত করে। "মূসক-১১" চালানপত্রসহ একটি প্রতিষ্ঠানে সিরামিক সামগ্রী সরবরাহ দেয়া হয়েছে। উক্ত সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন হবে কি-না এবং যদি কর্তন হয়, তাহলে রেয়াত পাওয়া যাবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন। [আশরাফুল হক, এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার, (ভ্যাট), শাইনপুকুর সিরামিকস লি:, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, কাশিমপুর, গাজীপুর)।

উত্তর: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর উপানুচ্ছেদ নং-(ঙ) তে উলেখ আছে যে, "মূসক-১১" চালানপত্র বা "মূসক-১১" চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ "যোগানদার" হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তনের আবশ্যকতা নেই। যেহেতু আপনার প্রতিষ্ঠান একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং "মূসক-১১" চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেছে, সেহেতু এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন এবং রেয়াত দুটি আলাদা বিষয়। রেয়াতের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। এখানে রেয়াত বলতে আপনি যদি উৎসে কর্তিত অর্থ সমন্বয় করাকে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমার অভিমত হলো, যেহেতু এখানে উৎসে কর্তনের সুযোগ নেই; সেহেতু সমন্বয় করারও কোনো সুযোগ নেই। যদি উৎসে কর্তন করা হয়ে থাকে, তাহলে তা ভুল হয়েছে। ভুলক্রমে সরকারী খাতে অর্থ জমা হলে রিফান্ড নেয়ার বিধান রয়েছে।

প্রশ্ন-১৪: আমাদের কোম্পানী একটি পণ্য ক্রয় করে। বিক্রেতা আমাদের নামে "মূসক-১১" চালান ইস্যু করে। আমাদের নির্দেশানুযায়ী বিক্রেতা উক্ত পণ্য আমাদের কোনো ডিলার বা কমিশন এজেন্টকে প্রদান করে। আমাদের কোম্পানী এই ক্রয়ের ওপর রেয়াত পাবে কি-না, অনুগ্রহ করে রেফারেন্সসহ জানাবেন। [আশেক আল ফারাব্বী, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, (ভ্যাট), এ্যাপেক্সএডেলচী লি:, ইউনিট-২, গুলশান, ঢাকা]।

উত্তর: বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যাট ব্যবস্থার বিধান হলো "মূসক-১১" চালানপত্রে পণ্যের ক্রেতার নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর উলেখ থাকতে হবে। উক্ত মূসক চালানপত্র পণ্যের সাথে পণ্যের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাবে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর পর নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসারে ক্রেতা রেয়াত নিতে পারবেন। এই

চালানপত্রের বিপরীতে চালানপত্রে উলিখিত ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর ছাড়া অন্য কোনো ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বরসম্বলিত প্রতিষ্ঠানে রেয়াত নেয়া যাবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) তে উলেখ আছে যে, পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীর মূসক নিবন্ধন সংখ্যা ব্যতীত অন্যকোনো নিবন্ধন সংখ্যা সম্বলিত বিল-অব-এন্ট্রি বা চালানপত্রে উলিখিত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে না। আইনের বর্তমান কাঠামোতে এই ধরণের ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত নেই। তবে, দিনে দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচেছ। তাই, ব্যবসা কার্যক্রম সহজ করা লক্ষ্যে এ ধরণের বিষয় আইনের কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক বলে আমার অভিমত। এ বিষয়ে আপনার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের এ্যাসোসিয়েশন বা এফবিসিসিআই-এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব পাঠানো যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৫: ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট উপকরণ নিস্পত্তির বিধান কি?

উত্তর: উপকরণ ক্রয় করার পর, রেয়াত নেয়ার পর, কোনো কারণে যদি উহা বিনষ্ট হয়ে যায়: যেমন ব্যবহারের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যেতে পারে অথবা রোদে পুড়ে বা বৃষ্টিতে ভিজে বিনষ্ট হতে পারে; অথবা ইদুরে কেটে বিনষ্ট করতে পারে; ইত্যাদি ক্ষেত্রে উক্ত উপকরণ নিস্পত্তি করার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। অনেকেই এই বিধান না জানার ফলে, উহা স্বেচ্ছায় ডাম্পিং করে বা বিক্রি করে দেয়। পরবর্তীতে অডিট আপত্তির সম্মুখিন হতে হয়। মূসক বিধিমালার বিধি-৪০ এ এর বিধান বর্ণিত আছে।

(ক) প্রথমে ফরম 'মুসক-২৬' এ আবেদনপত্র সার্কেল অফিসে দাখিল করতে হয়।

(খ) সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তা ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত করে তার সুপারিশসহ বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবে।

(গ) বিভাগীয় কর্মকর্তা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিস্পত্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(ঘ) উহা কোনোভাবেই ব্যবহার উপযোগী না হলে, তা ধ্বংস করতে হবে। ধ্বংস করতে হলে ভ্যাট অফিসার এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিসারের উপস্থিতিতে পরিবেশ আইনের বিধান মেনে ধ্বংস করতে হবে। উহা ধ্বংস করা হলে, পূর্বে গৃহীত রেয়াত বাতিল করতে হবে।

(ঙ) উহা বিক্রয়যোগ্য হলে, রাজস্ব কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের মুল্য অনুমোদন করবেন। উক্ত মূল্য অনুসারে ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করতে হবে। পূর্বে গৃহীত রেয়াত থেকে বর্তমানে প্রদত্ত ভ্যাট বিয়োগ করে অবশিষ্ট রেয়াত বাতিল করতে হবে।

প্রশ্ন-১৬: ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট হওয়া উৎপাদিত পণ্যের নিস্পত্তির বিধান কি?

উত্তর: পণ্য উৎপাদন করার পরে যদি কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে যায়; যেমন: মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে অথবা রোদে পুড়ে বা বৃষ্টিতে ভিজে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা ইদুরে কেটে নষ্ট করতে পারে। এরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট হওয়া উৎপাদিত পণ্য নিস্পত্তির বিধান উপরের বর্ণনার মতই। তা মূসক বিধিমালার বিধি-৪১ এ লিপিবদ্ধ করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিতে অনুরোধ করছি।

প্রশ্ন-১৭: বর্জ্য (Waste) এবং উপজাত (Byproduct) কিভাবে নিস্পত্তি করতে হয়?

উত্তর: কোনো পণ্য উৎপাদন করতে হলে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-output coefficient) ঘোষণা করতে হয়। এই ঘোষণায় কতটুকু উপকরণ ব্যবহার করে কতটুকু পণ্য উৎপাদিত হবে এবং কতটুকু উপকরণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়ে যাবে তার হিসাব থাকে। এই হিসাব বিভাগীয় কর্মকর্তা অনুমোদন করেন। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উপকরণ বিনষ্ট হয়ে যে অবশিষ্ট থাকে (গুড়া,

ছেড়া, তরল, পাউডার বা অন্য যে কোনো ফরমে) তা যদি বিক্রয়যোগ্য না হয়, তাহলে ইহা বর্জ্য হিসেবে বিবেচিত। আর ইহা যদি বিক্রয়যোগ্য হয় তাহলে ইহা উপজাত হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্জ্য এবং উপজাত নিষ্পত্তির বিধান উপরে বর্ণিত বিধানের মতই। মূসক বিধিমালার বিধি-৪১(ক) তে উহা বর্ণিত আছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিতে অনুরোধ করছি। তবে, এখানে একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে তা হলো, এখানে পূর্বে গৃহীত রেয়াত বাতিল করতে হয় না। কারণ, যে বর্জ্য বা উপজাত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে তা ভ্যাট কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষিত এবং ভ্যাট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত উপকরণের অংশ।

প্রশ্ন-১৮: প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার ডিভিলপমেন্ট কোম্পানীর সকল শুল্ক-করাদি সরকার মওকূফ করেছে। তবে, স্থানীয় প্রকিউরমেন্ট-এর ওপর মূসক মওকূফ হবে কি-না সে বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন।

উত্তর: Small Power Plant (SPP) এবং Captive Power Plant (CPP) কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ একই মালিকানাধিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিতরণ পর্যায়ে ৫.০০২৫% প্রযোজ্য ভ্যাট এসআরও নং-৩৫১-আইন/২০১০/৫৭৮-মূসক, তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১০ এর মাধ্যমে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। উলেখ্য, বর্তমানে এই সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হলো ৫ (পাঁচ) শতাংশ। একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বলতে অন্যূন শতকরা ৭৫ ভাগ মালিকানা বিদ্যুৎ উৎপাদক/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের থাকতে হবে। উক্ত যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-করাদি মওকুফ করা আছে। তবে, এসকল প্রতিষ্ঠান অনেক সময় স্থানীয়ভাবে পণ্য/সেবা ক্রয় করে থাকে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী হিসেবে (যদি প্রযোজ্য হয়) ভ্যাট উৎসে কর্তনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, এসকল প্রতিষ্ঠানের কোনো পর্যায়েই ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এরূপ ধারণা সঠিক নয়। উৎসে কর্তনকারী হিসেবে প্রযোজ্য হলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন-১৯: ক্লিনিক, হাসপাতাল, প্যাথোলোজিক্যাল ল্যাবেরটরী, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্তমানে ভ্যাট সম্পর্কিত বিধান কি?

উত্তর: এই সেবামসূহের ওপর ইতোপূর্বে ভ্যাট আরোপিত ছিল। এ বিষয়টি নিয়ে মামলা হয়। সুপ্রীম কোর্টের আপীলাত ডিভিশনের প্রেক্ষিতে ক্লিনিক, হাসপাতাল, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও প্যাথোলোজিক্যাল ল্যাবের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাই, বর্তমানে এসকল সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান করতে হবে না।

প্রশ্ন-২০: Fiscal Printer কেন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?

উত্তর: শুধুমাত্র যারা Point of Sales (POS) System ব্যবহার করছে তাদের জন্য Fiscal Printer বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। POS System এ একাধিক পয়েন্ট থেকে বিক্রয় করা হয়। তাই, ডাটা মুছে ফেলা বা অন্যবিধভাবে ম্যানিপুলেট করার সম্ভাবনা বেশি থেকে যায়। তাই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১৭/মুসক/২০০৮ তারিখ: ১৫/০৫/২০০৮ এর মাধ্যমে Point of Sales (POS) System এর জন্য Fiscal Printer বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২১: কেন্দ্রীয় নিবন্ধন এবং অভিন্ন মূল্য কি?

উত্তর:

কেন্দ্রীয় নিবন্ধন কি?

কোনো প্রতিষ্ঠানের একাধিক কেন্দ্র থেকে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে একস্থান (সদর দপ্তর) থেকে ভ্যাট পরিশোধ করার পদ্ধতিকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন বলে। এ যাবৎ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রদান করা হতো। বর্তমানে এই ক্ষমতা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নিবন্ধন নেয়ার জন্য সকল বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্যাদিসহ আবেদন করতে হয়। মূল্য সংযোজন কর এর আওতায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ও কর পরিশোধ পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে বর্তমানে তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পেতে পারে। (১) উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রসহ; (২) ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রসহ; এবং (৩) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তার সকল সেবা প্রদানকেন্দ্রসহ।

অভিন্ন মূল্য কি ও কেন?
উত্তরঃ কোন পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার জন্য এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট না দিয়ে প্রথমেই সব ভ্যাট পরিশোধ করার জন্য অনেক সময় ব্যবসায়ীগণ অনুরোধ করেন। এ সকল পণ্য নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র বা পরিবেশক বা ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি কর হয়। সে প্রেক্ষিতে সারাদেশে একই মূল্যে ভ্যাট পরিশোধিত পণ্য বিক্রির নিয়ম করা হয়েছে। অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন নিতে হয়। বোর্ড অনুমতি দিলে, সংশিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয় । মূল্য ঘোষণায় পাইকারী ও খুচরা পর্যায় পর্যন্ত মূল্য অন্তর্ভূক্ত করতে হয়। পণ্যের গায়ে বা প্যাকেটে লিখে সারা দেশে কোন প্রতিষ্ঠান যদি একই মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে চায় তাহলে এরূপ মূল্যকে অভিন্ন মূল্য বলে। উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে এবং আমদানিকারক কর্তৃক সরবরাহ পর্যায়ে বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে সমূদয় ভ্যাট পরিশোধ করে (খুচরা পর্যায় পর্যন্ত) অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা যায়।

কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশন এবং অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য কি?
উত্তরঃ কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয় উৎপাদককে, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ের বিক্রেতাকে এবং সেবা প্রদানকারীকে। কোন পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা যদি অনেকগুলো বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করেন, তাহলে একস্থান থেকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধের জন্য তার ব্যবসার সদর দপ্তরকে কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় [ধারা-১৫(২)]। অপরদিকে, অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহের সুবিধা দেয়া হয়, উৎপাদনকারী এবং বাণিজ্যক আমদানিকারককে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী বা বাণিজ্যিক আমদানিকারক খুচরা পর্যায় পর্যন্ত সকল ভ্যাট পরিশোধ করে দেন।

বিধি-৩(খ)ঃ অভিন্ন মূল্যে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য সরবরাহ পদ্ধতিঃ
কোন উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে বা আমদানিকারক কর্তৃক সরবরাহ পর্যায়ে পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত আকারে কোন পণ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যথাঃ
(ক) করযোগ্য পণ্য সরবরাহের পূর্বে উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক উৎপাদিত বা সরবরাহযোগ্য পণ্যের ওপর প্রদেয় ভ্যাট বা সম্পূরক শুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্যে বিধি-৩ মোতাবেক মূল্য ঘোষণা দাখিল করবে। উক্ত ঘোষণার মধ্যে উৎপাদন পর্যায়ের ঘোষণা এবং পণ্যের চূড়ান্ত সরবরাহ পর্যায়ের যাবতীয় ব্যয়, মুনাফা ও কমিশন পৃথকভাবে ফরম 'মূসক-১' বা 'মূসক-১খ' এ প্রদর্শন করতে হবে।
(খ) উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক বোর্ডে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করবে যে, ঘোষিত অভিন্ন মূল্য পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটের দৃশ্যমান স্থানে অনপনীয় কালিতে মুদ্রিত থাকবে এবং দেশের সর্বত্র উক্ত অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হবে।

(গ) উক্তরূপ অঙ্গীকারনামা বোর্ডে দাখিলের সময় অঙ্গীকারনামার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।
(ঘ) উক্ত কাগজপত্র দাখিলের সময় পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যের পাশে বা নীচে বা উপরে 'মূসক পরিশোধিত' বা 'VAT Paid' মুদ্রণ সংবলিত পণ্যের নমুনা দাখিল করতে হবে।
(ঙ) বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কর্মকর্তা সংশিষ্ট উৎপাদনকারী বা আমদানিকারককে উহা অবহিত করবেন এবং তৎকর্তৃক (বিভাগীয় কর্মকর্তা) নির্দিষ্টকৃত তারিখ হতে উলিখিত পণ্য সরবরাহ করা যাবে।
(চ) নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র বা পরিবেশক বা ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে 'মূসক-১১' চালানে 'উৎসে সমূদয় মূসক পরিশোধিত' মর্মে সীল প্রদান করে পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয় করতে হবে [বিধি-৩(খ)]।

এ ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত হবে না। মূল্য অনুমোদনে ১৫ কার্যদিবসের বাধ্যবাধকতা এবং আবেদনের তারিখ হতে তা কার্যকার করার বাধ্যবাধকতা নেই। বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ থেকে অনুমোদতি মূল্য কার্যকর হবে।

প্রশ্ন-২২: কুটির শিল্পে মূসক নেই। তাহলে কুটির শিল্প সুবিধা পাওয়ার উপায় কি?

উত্তর: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করার জন্যে কুটির শিল্পের ওপর থেকে মূসক আদায় করা হয় না। তবে, কুটির শিল্প বিষয়ক প্রজ্ঞাপনে কিছু পণ্যের তালিকা দেয়া আছে সে সকল পণ্য কুটির শিল্প সুবিধা পাবে না। প্রজ্ঞাপনটি এই পুস্তকের শেষাংশে দেয়া আছে। উক্ত পণ্যসমূহ ছাড়া যে কোনো পণ্য যদি নিম্নে বর্ণিত ৩টি শর্ত পূরণ করে তবে কুটির শিল্প সুবিধা প্রাপ্য হবে।
(১) উৎপাদনকারী লিমিটেড কোম্পানী হতে পারবে না। স্বত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান হতে হবে।
(২) উৎপাদনে ব্যবহৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য বছরের কোন সময়ে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না। এবং
(৩) বার্ষিক উৎপাদন ৪০ (চলিস্নশ) লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না।

প্রশ্ন-২৩: বাজার থেকে কোন কারণে পণ্য ফেরৎ আনলে করণীয় কি? সেই পণ্যের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে কি?

উত্তর: মূসক বিধিমালার বিধি-১৭ক তে এ বিষয়ে বিধান বর্ণিত আছে। পণ্যের গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হলে এবং/অথবা পণ্য সরবরাহের ৯০ (নব্বই) দিন পর পণ্য ফেরৎ নেয়া হলে পরিশোধিত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে না। এ দুটি পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোন কারণে পণ্য ফেরৎ আনলে পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে।

প্রশ্ন-২৪: নতুন ট্রেজারী কোডে কিভাবে কমিশনারেট প্রদর্শন করতে হয়?

উত্তর: ট্রেজারী চালানের ৩য় লেভেলে এখন থেকে কমিশনারেটের কোড লিখতে হবে। তা না হলে কমিশনারেটের রাজস্ব বিবরণীতে উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদর্শন করা যাবে না।
কমিশনারেটসমূহের কোড নিম্নরূপ:

ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট	০০১৫

ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট	০০১০
ঢাকা (পূর্ব) কমিশনারেট	০০৩০
ঢাকা (পশ্চিম) কমিশনারেট	০০৩৫
চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেট	০০২৫
কুমিলস্না কমিশনারেট	০০৪০
সিলেট ভ্যাট কমিশনারেট	০০১৮
রাজশাহী ভ্যাট কমিশনারেট	০০২০
রংপুর কমিশনারেট	০০৪৫
যশোর ভ্যাট কমিশনারেট	০০০৫
খুলনা ভ্যাট কমিশনারেট	০০০১
এলটিইউ কমিশনারেট	০০১০ ১/১১৪৫/০০১০/০৩১১

মূসক কোড: ১/১১৩৩/০০০০/০৩১১
সম্পূরক (পণ্য): ১/১১৩৩/০০০০/০৭১১
সম্পূরক (সেবা): ১/১১৩৩/০০০০/৭২১
টার্নওভার কর: ১/১১৩৩/০০০০/০৩১৩
আবগারী শুল্ক: ১/১১৩৩/০০০০/০৬০১
অর্থদন্ড ও জরিমানা: ১/১১৩৩/০০০০/১৯০১

প্রশ্ন-২৫: সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্ট, ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ এবং মূসক দাখিলপত্রের টার্ণওভারের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আছে কি-না।

উত্তর: মূসক অডিট করতে গেলে মূসক কর্মকর্তাগণ সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্ট এবং আয়কর রিটার্ণ চান। পায়শঃই দেখা যায় যে, এ তিনটির মধ্যে গরমিল রয়েছে। বিশেষ করে সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্টে অনেক সময় বার্ষিক টার্নওভার বেশি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে, মূসক কর্মকর্তাগণ মূসক ফাঁকির আপত্তি উত্থাপন করেন। তাই, এই তিনটি তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন-২৬: অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক চালান ইস্যু করার প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর: যে প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠানের জন্য মূসক চালান ইস্যু করার প্রয়োজন নেই বা তার মূসক সংক্রান্ত কোন বিধি-বিধান পরিপারন করার প্রয়োজন নেই। তবে, যে প্রতিষ্ঠান করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য/সেবা সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠানের জন্য উভয় পণ্য/সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক চালান ইস্যু করতে হবে। এতে হিসাবে স্বচ্ছতা থাকবে, রেয়াত ও প্রদেয় হিসাব সঠিকভাবে নির্ণয় করা সহজ হবে। একইসাথে করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উভয়বিধ পণ্যের মূল্য ঘোষণার বিধান আছে। তাই, মূসক চালান ইস্যু করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন-২৭: আমদানিস্তরে কিভাবে **Advance Trade VAT (ATV)** হিসাব করা হয়?

উত্তরঃ ATV: Assessable Value + CD + SD (যদি থাকে) + RD (যদি থাকে) = যা হয় এর ওপর X 26.67% হিসাব করে পূর্বের এ্যামাউন্টের সাথে যোগ করতে হবে। এর ওপর X 4% = ATV

Tk 10,000.00 + 2,000.00 (CD) + 3,600.00 (SD) + RD (নাই) = 15,600.00 X 26.67% = 4,160.52.

15,600.00 + 4,160.52 = 19,760.52 X 4% = 790.42 ATV.

(বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে পণ্য আমদানি করার পর কোনো রকম আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করে বিক্রি করা হয় সেরূপ পণ্যের ওপর ATV আদায়যোগ্য)।

প্রশ্ন-২৮ঃ শিপিং এজেন্ট এর ওপর থেকে মূসক আদায় সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-১০/মূসক/৯৬ তারিখঃ ২৬/১১/১৯৯৬ এবারে বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে শিপিং এজেন্টের ওপর মূসক কি পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে?

উত্তরঃ উক্ত আদেশে কোন শিপিং এজেন্ট কত টাকা কমিশনের ওপর মূসক প্রদান করবে (সংকূচিত মূল্যভিত্তি) তা বলা ছিল। এবারে উক্ত আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। তাই, শিপিং এজেন্টগণ এখন প্রাপ্ত কমিশনের ওপর ১৫% মূসক প্রদান করবে। অর্থাৎ সংকূচিত মূল্যভিত্তি থাকবে না। উক্ত আদেশে বলা ছিল রেয়াত পাবে না। এখন থেকে রেয়াত পাবে। উলেখ্য, মূসক-১১ তে কমিশন উলেখ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৯ঃ উৎসে ভ্যাট কর্তন করে জমা দেয়ার সময় কোন কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে?

উত্তরঃ উৎসে মূসক কর্তনকারী যে কমিশনারেটের আওতাধীন সে কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে। কারণ, উৎসে কর্তিত মূসক উৎসে কর্তনকারী জমা দিবেন। তিনি তার মূসক সার্কেলে ট্রেজারি চালান এবং "মূসক-১২খ" ফরমে প্রত্যয়নপত্র পাঠিয়ে দেবেন। তিনি মূসক নিবন্ধিত হলে,তার দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত মূসক প্রদর্শন করবেন। উৎসে কর্তিত মূসক উৎসে কর্তনকারী যে কমিশনারেটের আওতাধীন সে কমিশনারের রাজস্ব বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ প্রশ্ন নম্বও ২৪-এ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩০ঃ বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে কত পারসেন্ট উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে?

উত্তরঃ বাড়ি ভাড়া সেবার কিরোনামা হলো 'স্থান বা স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী'। অর্থাৎ ভাড়া গ্রহণকারীকে মূসকের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করতে হবে। এখানে কোন উৎসে কর্তন নেই। যিনি ভাড়া নিয়েছেন, তিনি মূসকদাতা। তিনিই মূসক ট্রেজারীতে জমা প্রদান করবেন এবং সার্কেলে ট্রেজারী চালান বা দাখিলপত্র জমা দেবেন। বাড়ির মালিকের এখানে কোন দায়িত্ব নেই। তাই, বাড়ি ভাড়ার ওপর প্রদেয় ভ্যাট উৎসে কর্তন নয়। ভাড়া গ্রহীতা তার নিজের ভ্যাট নিজেই প্রদান করেন।

প্রশ্ন-৩১ঃ রয়্যালটি বিদেশে প্রেরণ করা হলে মূসক আরোপ করা হবে কি-না।

উত্তরঃ মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার বিধি-১৮(ঙ) অনুসারে বিবিধ ফি, রয়্যালটি, চার্জ, লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন সংযোগ ইত্যাদির ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে যা উৎসে কর্তন করার বিধান করা রয়েছে। তাই, রয়্যালটি যদি বিদেশে প্রেরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। রয়্যালটি সাধারণতঃ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

সেক্ষেত্রে ব্যাংক রয়্যালটির অর্থ প্রেরণ করার সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে এবং যথানিয়মে কর্তনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারী কোষাগাওে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করবে। রয়্যালটি দেশের মধ্যে প্রদান করা হলে ভ্যাট আরোপিত হবে। এ বিষয়ে জনমনে কোনো বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু রয়্যালটির অর্থ বিদেশে প্রেরণ করা হলে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে কি-না সে বিষয়ে জনমনে কিঞ্চিত বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, বৈদেশিক মুদ্রায় কোনো মূল্য পরিশোধিত হলে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হয় না। এ ধারণা সঠিক নয়। রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করলে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না সত্য কিন্তু কোনো পণ্য বা সেবার মূল্য যদি বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়, তাহলে তার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে। বিদেশী কোনো প্রতিষ্ঠানের বা পণ্যের রয়্যালটি প্রদান করা, অন্য কথায় বলতে গেলে আমদানিকৃত সেবার মূল্য পরিশোধ করা। তাই, এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩২: মূসক অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করলে কি হবে?

উত্তর: মূসক অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করলে রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩৭(২)(ছ) অনুযায়ী অপরাধ সংঘটিত হবে। সে মোতাবেক ক্রেতার বিরুদ্ধেও মূসক আইনে মামলা দায়ের করা যাবে। তাই, মূসকের আওতায় নিবন্ধিত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্রয় না করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন-৩৩: ইন্টারনেট ও টেলিকমিউনিকেশন্স সেবার জন্য পালনীয় বিষয়সমূহ কি কি?

উত্তর: ইহা একটি সেবা। অন্যান্য সেবার মত এখানে সকল বিধি-বিধান পালন করতে হবে। তবে, টেলিফোন সেবাটি একটি বিশেষ ধরণের সেবা। এখানে বিদেশ থেকে কল আসলে বিদেশে পেমেন্ট হয় এবং রেভেন্যু শেয়ারিং হয়। তাই, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কয়েকটি বিশেষ আদেশ রয়েছে। উক্ত আদেশসমূহ অনুগ্রহ করে দেখুন।

প্রশ্ন-৩৪: নন-ভ্যাটেবল যন্ত্রপাতি যাহা সেবা প্রদানের কাজে ব্যবহার করা হয় উহা বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে অন্যত্র রাখলে কি ভ্যাট কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন আছে?

উত্তর: বিধি-৯(৫) অনুসারে 'মূসক-৭' ফরমে অঙ্গন, পান্ট, যন্ত্রপাতি, ফিটিংস, উৎপাদিত পণ্য ও উপকরণের ঘোষণা প্রদান করতে হয়। তবে, ঘোষিত অঙ্গনের বাইরে কোন স্থানে সাময়িকভাবে যন্ত্রপাতি রাখার বিষয়ে কোন বিধান সরাসরি বর্ণনা করা হয়নি। তাই, সার্কেল বা বিভাগীয় দপ্তরকে অবহিত করে এরূপ সাময়িক স্থানান্তর করা যায় মর্মে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-৩৫: কিভাবে সঠিকভাবে দাখিলপত্র পূরণ করা যায়?

উত্তর: দাখিলপত্র পূরণের একটি নির্দেশিকা রয়েছে। উক্ত নির্দেশিক দালিখপত্র ফরমের পরবর্তীতে এই পুস্তকের দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন। আমার পরবর্তী পুস্তকে (ভ্যাট প্র্যাকটিক্যাল হ্যান্ডবুক) ইনশাআলাহ্ এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে।

প্রশ্ন-৩৬: আমদানির ওপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর কিভাবে রেয়াত নেয়া যায়?

উত্তরঃ রেয়াত নেয়ার যে স্বাভাবিক পদ্ধতি সে পদ্ধতি অনুসারে চলতি হিসাবে স্থিতির সাথে যোগ করে রেয়াত নিতে হবে। আমদানিকৃত উপকরণ নিবন্ধিত প্রাঙ্গনে নিয়ে আসতে হবে। এরপর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক) এন্ট্রি দিতে হবে। এরপর চলতি হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিতে হবে। চলতি হিসাবের রেয়াত কলামে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ভ্যাটের পরিমাণ (কলাম-৭) লিখে ব্যালান্সের সাথে যোগ করতে হবে। উলেখ্য যে, পণ্য আমদানির পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার পর দুই করমেয়াদেও মধ্যে রেয়াত নিতে হয়। অন্যথায়, রেয়াত তামাদি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩৭ঃ সেবা প্রদানকারীর মূল্য ঘোষণা প্রদানের পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ সেবা প্রদানকারীর জন্য মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান এযাবৎ ছিল না। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রমের সময় ২৫ (পঁচিশ)টি সেবার ত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান কওে সাধারণ আদেশ নম্বর-০৬/মূসক/২০১২ তারিখঃ ০৭/০৬/২০১২ জারী করা হয়। পরবর্তীতে একটি সেবা বিলুপ্ত করা হয়। অর্থাৎ বর্তমানে ২৪ (চব্বিশ)টি সেবার ওপর মূল্য ঘোষণা প্রদানের বিধান বলবৎ আছে। তবে, মাঠ পর্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে বেশ জটিলতা হচ্ছে। কোন্ ফরমে, কিভাবে মূল্য সেবার ত্রে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে এখনো কোন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। তাই, উক্ত সেবাসমূহের যে মূল্য তালিকা আছে সে মূল্য তালিকা ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তওে ঘোষণা হিসেবে দাখিল করা যায় বলে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-৩৮ঃ উৎপাদিত পণ্য সি-গ্রেডে মুল্য অনুমোদন না করায়, সি-গ্রেড পণ্য বি-গ্রেড হিসাবে ভ্যাট দিতে হয়। তাই, সি-গ্রেড পণ্যকে সি-গ্রেড হিসাবে মূল্য অনুমোদন নেয়ার নিয়ম কি?

উত্তরঃ আপনার বিভাগীয় দপ্তরে যোগাযোগ করন্নন। কোনো টেকনিক্যাল কারণ না থাকলে কোনো পণ্য তার গ্রেড অনুযায়ী মূল্য ঘোষণা অনুমোদন করতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব হলো পণ্যটিকে সঠিক গ্রেডে শ্রেণীবিন্যাস কওে মূল্য অনুমোদন করা। বিভাগীয় কর্মকর্তা সঠিকভাবে করেনি বলে আপনি মনে করলে মূল্য অনুমোদনের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি তার কমিশনারের কাছে এবিষয়ে আপীল করতে পারেন।

প্রশ্ন-৩৯ঃ বর্তমানে গ্যাসের প্রেসার লো হওয়ার কারণে উৎপাদিত টাইলস বেশি নষ্ট হচ্ছে, যার কারণে ওয়েস্টেজের পরিমাণ বেশি হচ্ছে। কাজেই, ওয়েস্টেজ ১০% হতে ৩০% এ বর্ধিত করার নিয়ম কি?

উত্তরঃ উৎপাদিতে পণ্য বিনষ্ট হলে বিধি-৪১ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা যায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হলে বিধি-৪১ক অনুযায়ী উপকরণ নিষ্পত্তি করা য়ায়। গ্যাসের প্রেসারের বিষয়টি যেহেতু স্থায়ী ব্যাপার নয়, তাই ওয়েস্টেজের হার বর্ধিত করে অনুমোদন না করাই শ্রেয়। তবে, আপনি চাইলে আপনার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট নতুন মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে পারেন। সরেজমিনে পরীাকওে যদি তিনি নিশ্চিত হন যে, আপনার আসলে ওয়েস্টেজের হার ৩০ শতাংশ, তাহলে তা অনুমোদন দেয়া তার দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৪০ঃ রপ্তানির পণ্য ওয়েস্টেজ হলে তা নিষ্পত্তির বিধান কি?

উত্তরঃ এ বিষয়ে কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস সংক্রান্ত বিধি-বিধান জানা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প-প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি) বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুসারে এ বিষয়গুলো ব্যবস্থিত হয়। আমি ভ্যাট বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকি, কাস্টমস বিষয়ের প্রশ্নের জবাব নিয়ে আমি স্টাডি করি না।

প্রশ্ন-৪১: ট্রান্সফরমার উৎপাদন করে মূসক পরিশোধ করে বিক্রি করেছে। বিক্রয়ের বেশ কিছুদিন পর ট্রান্সফরমারটিতে ত্রুটি দেখা দিলে ক্রেতা কমমূল্যে ট্রান্সফরমারটি উৎপাদনকারীর নিকট বিক্রি করে দেয়। উৎপাদনকারী ট্রান্সফরমারটি রিপেয়ার করে অন্যত্র বিক্রি করবে। এখানে কিভাবে মূসক প্রযোজ্য হবে?

উত্তর: কেনার সময় ভ্যাট পরিশোধ করে কিনবে। তার ওপর কাজ করবে। এই কাজ হবে মূল্য সংযোজন। বিক্রি করার সময় সর্বমোট মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করবে। পূর্বের ভ্যাট অর্থাৎ কেনার সময় যে ভ্যাট দিয়েছে, তা রেয়াত পাবে। অর্থাৎ ভ্যাট ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।

প্রশ্ন-৪২: একটি প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। মডেম আমদানি করে সেবাগ্রহীতাদের নিকট বিক্রি করে। মডেমের ওপর ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদান করে। তবে, কিছু মডেম লাইন পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। এ মডেমগুলো নিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হয়। এ মডেমগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে ভ্যাট পরিশোধিত হবে। যাতে পথিমধ্যে মডেমগুলো মূসক কর্মকর্তাগণ আটক না করেন।

উত্তর: এ মডেমগুলো নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। তাই, মূসক প্রদান করে মূসক চালান সাথে রাখতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবা নিজে ভোগ করলেও ভ্যাট দিতে হয়। তাই, এক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৪৩: শিল্প চালু হয় নি। উপকরণ আমদানি হয়েছে। মূল্য ঘোষণা এখনও দেয়া হয়নি। রেয়াত পাবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।

উত্তর: রেয়াত পাবে। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (দুই কর মেয়াদ) রেয়াত নেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই সময় অতিক্রম করার আগেই রেয়াত নিতে হবে। মূল্য ঘোষণা পরবর্তীতে প্রদান করলে সমস্যা নেই। মূল্য ঘোষণায় উপকরণ অন্তর্ভূক্ত থাকলেই চলবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার সময় এই সুবিধাটুকু দেয়াই বাঞ্চনীয়। তবে, মূল্য ঘোষণা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রদান করা সমীচীন। আর রেয়াত নিতে হবে দুই কর মেয়াদ শেষ হওয়ার শেষদিকে।

প্রশ্ন-৪৪: একটি পণ্যে ৩টি উপকরণ প্রয়োজন। দুটি উপকরণ আমদানি করা হয়েছে। একটি উপকরণ এখনো আমদানি করা হয়নি। মূল্য ঘোষণা দেয়া হয়নি। আমদানিকৃত উক্ত দুটি উপকরণের ওপর রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তর: উক্ত দুটি উপকরণের ওপর রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। পরে মূল্য ঘোষণা দিলে অন্তর্ভূক্ত করবে। রেয়াতের সময় যেহেতু শেষ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র সম্ভব মূল্য ঘোষণা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর রেয়াত নিতে হবে দুই কর মেয়াদ শেষ হওয়ার শেষদিকে।

প্রশ্ন-৪৫: একটি প্রতিষ্ঠান কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক সরবরাহ নেই অফিসের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার জন্য। কেউ সুইপারের কাজ করে, কেউ ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ করে, কেউ নিরাপত্তার কাজ করে ইত্যাদি। অফিস কন্ট্রাক্টরকে বিল পেমেন্ট করে। এই সেবাটি কোন কোডের আওতাভুক্ত হবে? মানবসম্পদ সরবরাহকারী না-কি যোগানদার? এখানে কি পদ্ধতিতে এবং কত হারে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে?।

উত্তরঃ একজন কনট্রাক্টর সেবাগুলো সরবরাহ করলেও এখানে একাধিক সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই, একাধিক সেবা হিসেবে বিবেচনা করে, যে সেবার ওপর যে হার এবং বিধান সে হার এবং বিধান অনুসারে ভ্যাটের বিষয় নিষ্পত্তি করতে হবে। এতগুলো সেবাকে একটি সেবা হিসাবে (যোগানদার) বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন-৪৬ঃ কোন প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন সেবা সরবরাহ দিলে তা রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে কি-না অনুগ্রহ কওে জানাবেন।

উত্তরঃ মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩১ক অনুযায়ী কোন প্রকল্পে স্থানীয় বা আন্তর্জার্তিক দরপত্রের বিপরীতে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে তা রপ্তানি হিসেবে গণ্য হবে। তবে, উক্ত প্রকল্পের অর্থায়ন হতে হবে বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান দ্বারা।

প্রশ্ন-৪৭ঃ হোটেলে ফরেণ কারেন্সীতে যে পেমেন্ট পায় তার ওপর মূসক প্রযোজ্য হয় কি?

উত্তরঃ এ সকল ফরেণ কারেন্সী বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যাবসিত হয় না। রপ্তানি হতে হলে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত হতে হয়। এ বিষয়টি নিয়ে ইতোপূর্বে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। বর্তমানে হোটেলগুলো এ ধরণের ফরেণ কারেন্সীতে বিক্রির বিপরীতে ভ্যাট প্রদান করছে বলে জেনেছিলাম।

প্রশ্ন-৪৮ঃ মডেম বিক্রির সময় মূসক দিতে হবে কি?

উত্তরঃ অবশ্যই মূসক পরিশোধ করতে হবে। ব্যবসায়ী হিসেবে মূসক পরিশোধ করতে হবে। অনেক সময় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডারগণ তাদেও গ্রাহকদেরকে মডেম সরবরাহ কওে থাকে। এখানে মডেম সরবরাহ ইন্টারনেট সেবা সরবরাহের আওতায় পড়বে না। মডেম সরবরাহ ব্যবসায়ীর সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই, ব্যবসায়ী হিসেবে মডেমের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর ভ্যাট রেজিস্টেশনপত্রে Service Renderer এর পাশাপাশি Supplier (Trader) উলেখ করতে হবে।

প্রশ্ন-৪৯ঃ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন বলতে আমরা কি বুঝি?

উত্তরঃ বিজ্ঞাপনী সংস্থা মূসকযোগ্য একটি সেবা। কিন্তু ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনকে মূসক অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু মূসক আইনে ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। সাধারণতঃ পাত্রী চাই, বাড়ি ভাড়া, পড়াইতে চাই, ক্রয়-বিক্রয়, হারাইয়াছে, এফিডেভিট, লক্ষ্য করুন, শিখুন, হোম সার্ভিস, জন্মদিন ইত্যাদি ধরনের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনকে ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন বলে।

প্রশ্ন-৫০ঃ ফার্স্ট ফুড-এর সেবার কোড কি?

উত্তরঃ ফার্স্ট ফুড এর আলাদা কোন কোড নেই। যে সেবার আলাদা কোন কোড নেই সে সেবা কাছাকাছি বর্ণনার সেবার কোডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফার্স্ট ফুড-এর কাছাকাছি সেবা হলো রেস্তোরাঁ। তাই, ফার্স্ট ফুড সেবা রেস্তোরাঁর কোডের অন্তর্ভূক্ত হবে। রেস্তোরাঁর কোড হলো এস০০০১.২০।

প্রশ্ন-৫১: একটি প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার সরবরাহ দিয়েছে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটকে। সফটওয়্যারটি আমদানিকৃত। আমদানির সময় এটিভি কর্তন করেছে। এরপর রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট সর্বমোট মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন করেছে। ভ্যাট দুবার কেন দিতে হলো?

উত্তর: টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য যদি কেউ আমদানি করে তাহলে উক্ত পণ্য শুল্কায়ন করার সময় আমদানি পর্যায়ে অন্যান্য ডকুমেন্টের সাথে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। টেন্ডার ডকুমেন্ট আমদানি পর্যায়ে দাখিল করলে এটিভি কর্তন করবে না। সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন হবে। আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করেনি তাই, এটিভি কর্তন করেছে। আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার দাখিল করলে শুধুমাত্র একবার কর্তন হতো। সরবরাহ গ্রহণকারী উৎসে কর্তন করতো। এ বিষয়টি জানা না থাকার কারণে আবার অনেক সময় দ্রুত শুল্কায়ন করার প্রয়োজনে অনেকে আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করে না। ফলে, আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় করা হয়।

প্রশ্ন-৫২: বাজার থেকে বা উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে বিধান কি?

উত্তর: প্রথমে রপ্তানির সাধারণ পদ্ধতি জানা দরকার। তারপর অউৎপাদক রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানি পদ্ধতি জানতে হবে। এই বিধান মূসক বিধিমালার বিধি ২৭ এ বর্ণনা করা হয়েছে। বাজার থেকে বা উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে রপ্তানি করার পদ্ধতি একই রকমের। বাজার থেকে বা উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে যিনি রপ্তানি করেন তাকে আমরা বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক বলি। বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য ক্রয় করে রপ্তানি করবে। রপ্তানির পর তিনি প্রত্যর্পণ নিবেন। শুধুমাত্র সিগারেটের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক রপ্তানি করা হলে ক্রয়ের সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এরূপ একটি আদেশ আছে।

প্রশ্ন-৫৩: বাংলালায়ন ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস-এর নিকট থেকে ব্যান্ডউইথ ক্রয় করে। ম্যাংগো টেলিসার্ভিস ১৫ শতাংশ মূসক আরোপ করে 'মূসক-১১' প্রদান করে। উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না।

উত্তর: এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তনের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ দেখুন। বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এমন ৩৪টি সেবার মধ্যে এই সেবাটি অন্তর্ভূক্ত নেই। তবে, ভ্যাট প্রদানের প্রমাণ থাকতে হবে। যেমন: মূসক-১১ চালান থাকতে হবে।

প্রশ্ন-৫৪: মূসকের আওতায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি?

উত্তর: মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য/সেবা সরবরাহ নিতে হবে। টেন্ডার, কোটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডারদাতার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্রের ফটোকপি নিতে হবে। ইহা আইনের বাধ্যবাধকতা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৯ক-তে এরূপ বিধান আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক প্রতিষ্ঠান অনিবন্ধিত রয়ে গেছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রয় করার প্রয়োজন হয়। এভাবে যদি অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সরবরাহ নেয়া হয়, স্বাভাবিক নিয়মে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৫৫: টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত এবং কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?

উত্তরঃ টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমো ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সাধারণ আদেশ নং-৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ঙ)-তে এ বিষয়টি উলেখ আছে। প্রতিষ্ঠানটি টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত কি-না তা জানার উপায় হলো প্রতিষ্ঠানটির তালিকাভুক্তপত্রে ১১ (এগার) ডিজিটের তালিকাভুক্তি নম্বর। ১১ ডিজিটের ৫ম ডিজিট যদি ১ হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত। যদি ২ হয় তাহলে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত। আর যদি ৩ হয় তাহলে কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত।

প্রশ্ন-৫৬ঃ প্রেস থেকে ভিজিটিং কার্ড ছাপানো হয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?

উত্তরঃ প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনকারী হিসেবে নিবন্ধিত হলে এবং "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আমরা জানি যে, কোন উৎপাদক যদি "মূসক-১১" চালানসহ পণ্য সরবরাহ দেয়, তাহলে উক্ত উৎপাদক যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং-ঙ-তে এ বিধান বর্ণীত আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদি সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য ৩৪টি সেবার তালিকায় ছাপাখানা অন্তর্ভূক্ত আছে। মূসক চালানপত্র ইস্যু করা সকল ভ্যাটযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানকারীর আইনী দায়িত্ব। তবে, বাস্তবে অনেকে মূসক চালানপাত্র ছাড়া সেবা প্রদান করে। তাই, বিধান করা হয়েছে যে, সেক্ষেত্রে "মূসক-১১" চালানপত্র থাকলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। আবার, চালানপত্র না থাকলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৫৭ঃ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) রাখা কি বাধ্যতামূলক?

উত্তরঃ না বাধ্যতামূলক নয়। তবে, যে সকল সেবা প্রদানকারী রেয়াত গ্রহণ করেন, সে সকল সেবা প্রদানকারীকে চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) সংরক্ষণ করতে হবে। তবে, অধিকাংশ সেবার ক্ষেত্রে সংকূচিত ভিত্তিমূল্য রয়েছে বিধায় তারা রেয়াত পায় না, তাই তারা চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করে না। আরো উলেখ্য যে, সংকূচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা প্রদানকারী যদি রেয়াত নিতে চান তাহলে তাকে সংকূচিত ভিত্তিমূল্যের পরিবর্তে শতভাগ ভিত্তির উপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে। তিনিও চলতি হিসাব পুস্তক সংরক্ষণ করবেন।

প্রশ্ন-৫৮ঃ যোগানদার সেবার মধ্যে ছোট ছোট ক্রয় অন্তর্ভূক্ত হবে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, অন্তর্ভূক্ত হবে। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় বলা আছে যে, টেন্ডার, কার্যাদেশ বা অন্যবিধভাবে ক্রয়। এই অন্যবিধভাবে শব্দের অর্থ হলো নগদে ক্রয়, ছোট ছোট ক্রয় ইত্যাদি। নগদে বা ছোট ছোট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্যের সাথে ৪ শতাংশ যোগ করে নিজস্ব তহবিল থেকে বিল অনুমোদন করতে হবে। অত:পর উক্ত ৪ শতাংশ অর্থ যোগানদার সেবার ওপর ভ্যাট হিসেবে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

প্রশ্ন-৫৯ঃ টেন্ডারের মাধ্যমে সিমেন্ট বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা ব্যাগ। এর মূল্য অনুমোদন আছে ২৩৫ টাকা ব্যাগ। উৎসে কর্তন হবে কোন টাকার উপরে।

উত্তরঃ "মূসক-১১" চালানপত্র দিলে এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তনের প্রয়োজন নেই। কারণ, উৎপাদনকারী "মূসক-১১" চালানপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করলে তিনি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না। সাধারণ আদেশ নং-৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ঙ)-তে ইহা উলেখ আছে। তবে, অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি মূল্যে যদি টেন্ডার পাওয়া যায় তাহলে উহা বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। এবং টেন্ডারে উলিখিত পরিমাণ পণ্য টেন্ডার মূল্যে সরবরাহ দিতে হবে।

প্রশ্ন-৬০ঃ ব্যাংক গ্যারান্টি নিস্পত্তির পর কত দিনের মধ্যে রেয়াত নেয়া যাবে?

উত্তরঃ ব্যাংক গ্যারান্টি নিস্পত্তির পর ২ (দুই) কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-৬১ঃ এলটিইউ 'মূসক-১ঘ' তে মূল্য অনুমোদন দিচ্ছে না ঔষুধের ক্ষেত্রে। এখন করণীয় কি?

উত্তরঃ ঔষধের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মূল্য অনুমোদন দিয়ে থাকে। উক্ত অনুমোদিত মূল্যই ভ্যাট দপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে। তাই, ঔষধের ক্ষেত্রে "মূসক-১ঘ" ফরমে মূল্য অনুমোদন না দেয়াই সমীচীন। "মূসক-১ঘ" ফরমে মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান করা হয়েছে মূল্য ঘোষণার পদ্ধতি সহজ করার জন্য। যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে "মূসক-১" ফরমে অনেক হিসাব-নিকাশ করে মূল্য ঘোষণা দিতে হয়, তারা অনেক হিসাব-নিকাশ করার পরিবর্তে "মূসক-১ঘ" ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে পারেন। ঔষুধের ক্ষেত্রে যেহেতু এমনিতেই সহজ পদ্ধতি আছে, সেহেতু "মূসক-১ঘ" ফরম ব্যবহার না করাই সমীচীন।

প্রশ্ন-৬২ঃ মূলধনী যন্ত্রপাতি স্থাপনের ১০/১২ বছর পর নিজস্ব গ্রুপের অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখানে ভ্যাটের বিধান কি?

উত্তরঃ এরূপক্ষেত্রে মূলধনী যন্ত্রপাতির সরবরাহ একটি স্বাভাবিক সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত হবে বিধায় ভ্যাট প্রদান করতে হবে। সাধারণ সরবরাহ হিসেবে ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ। নিজস্ব গ্রুপের কাছে বিনামূল্যে কোন কিছু দিয়ে দেয়া ভ্যাট ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ভ্যাট ব্যবস্থায় বিনামূল্যে কোন কিছু সরবরাহ করা হলেও তা ভ্যাটযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে ভ্যাট চালান ইস্যু করে মূলধনী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে।

প্রশ্ন-৬৩ঃ "মূসক-১১" চালান ইস্যু করার ২/৩ দিন পর খাতায় এন্ট্রি দেয়া যাবে কি?

উত্তরঃ না, যাবে না। "মূসক-১১" চালান ইস্যু করার পর তা বিক্রয় হিসাব রেজিষ্টারে (মূসক-১৭) এন্ট্রি দিতে হবে। তারপর চলতি হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিতে হবে। একদিনে অনেক "মূসক-১১" চালান ইস্যু হলে দিনের শেষে সবগুলো চালান একবারে একটি এন্ট্রির মাধ্যমে চলতি হিসাবে এন্ট্রি দেয়া যায়। তবে, তা কোনোভাবেই ঐ দিনের পরে হবে না। বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে প্রতিটি চালান আলাদা আলাদা ভাবে এন্ট্রি দিতে হবে।

প্রশ্ন-৬৪ঃ উৎপাদক ট্রেডিং করতে চান। সম্ভব কি-না।

উত্তরঃ হ্যা সম্ভব। তাকে মূসক নিবন্ধন নং সংশোধন করে কার্যক্রম কোডে Supplier (Trade) অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ট্রেডিং করার জন্য আলাদা হিসাবপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। নিজ উৎপাদিত পণ্য

উৎপাদকের অঙ্গন থেকে ট্রেডিং করা যাবে না। উৎপাদকের অঙ্গন থেকে মূসক চালান ইস্যু কওে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে উক্ত পণ্য সরবরাহ প্রদান করতে হবে। অত:পর যে স্থানে সরবরাহ প্রদান করা হলো সে স্থান থেকে ট্রেডিং করা যাবে।

প্রশ্ন-৬৫: ফ্লোর স্পেস-এর ওপর মূসক আরোপিত হয়েছে ২০০৯ এর বাজেটে। বাজেট পেশ হয়েছে ১১ জুন, ২০০৯। ১১ জুন, ২০০৯ থেকে মূসক গণনা করতে হবে, না-কি ১ জুন, ২০০৯ থেকে মূসক গণনা করতে হবে।

উত্তর: ১১ জুন থেকে মূসক প্রযোজ্য হবে। কারণ, ইমিডিয়েট ইফেক্ট দেয়া হয়েছে। যদি তফসিল থেকে বাদ দিয়ে মূসকের আওতায় আনা হয়, তাহলে তা সাধারণত: ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়। অর্থাৎ অর্থ আইন জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যকর হয়। কারণ, তফসিল হলো আইনের অংশ। আর প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ভ্যাটে আনা হয়ে থাকলে প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেবার সংজ্ঞা ও পরিধি নির্ধারণ করার ফলে ফ্লোর স্পেস এর ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হয়। প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হয়।

প্রশ্ন-৬৬: একটি গার্মেন্টস-এ শ্রমিকদের খাবার দেয়া হয়। খাবার সরবরাহের জন্য একজনকে কনট্রাক্ট দেয়া হয়েছে। কন্ট্রাক্টর ৩০ (ত্রিশ) টাকা মিল হিসেবে খাবার সরবরাহ করেন। কন্ট্রাক্টর চাল, ডাল ইত্যাদি কিনে এনে গার্মেন্টেসের ভিতরে রান্না করে খাবার সরবরাহ করেন। কনট্রাক্টরকে বিল পরিশোধ করার সময় উৎসে কত পারসেন্ট হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

উত্তর: বর্ণিত সেবাটি বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ক্যাটারার্স সেবার আওতাভুক্ত। উলেখ্য, কোথাও যেয়ে খাবার ক্রয় করে খেলে এ ধরনের সেবা 'রেস্তোরাঁ' হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু খাবার যদি কেউ সরবরাহ দিয়ে যায়, তাহলে এ ধরনের সেবা 'ক্যাটারার্স' সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। ক্যাটারার্স সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫%। সেবাটি আবার উৎসে ভ্যাট কর্তনের তালিকায় রয়েছে। অর্থাৎ ক্যাটারার্স সেবা গ্রহণ করলে উৎসে ১৫% ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ক্যাটারার্স খাদ্য সরবরাহ দেয়ার সময় তার মূল্যের সাথে ১৫% ভ্যাট যোগ করে বিল দাখিল করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ৩০ টাকার মধ্যে ১৫% ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত আছে বলে বিবেচনা করতে হবে। উক্ত মূল্যকে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পাওয়া যাবে। ৩০ টাকার মধ্যে ভ্যাটের পরিমাণ হবে ৩.৯১ টাকা। খাবার সরবরাহকারীকে ২৬.০৯ টাকা হিসেবে বিল পরিশোধ করতে হবে। ৩.৯১ টাকা ভ্যাট হিসেবে উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৬৭: । বাড়ি ভাড়ার ওপর উৎসে মূসক কর্তন হবে কি?

উত্তর: বাড়ি ভাড়া গ্রহণকারী নিজে মূসক প্রদান করবেন। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া নেয়া বাড়ি, ফ্লোর স্পেস, ছাদ, গ্যারেজ, অঙ্গন ইত্যাদির ওপর ভ্যাটের হার ৯%। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া আছে। ভাড়া গ্রহীতা মালিককে চুক্তি অনুসারে ভাড়া পরিশোধ করবেন। তিনি সরকারী ট্রেজারীতে মূসকের অর্থ জমা প্রদান করে সার্কেল অফিসে ট্রেজারী চালান পাঠিয়ে দেবেন উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৬৮: সেবা প্রদানকারী নিজে ব্যবহারের জন্য উপকরণ আমদানি করলে এটিভি আরোপিত হবে কি-না। যেমন: মিষ্টি উৎপাদনকারী যদি ফ্লেভার আমদানি করে।

উত্তরঃ বর্তমানে মিষ্টান্ন ভান্ডারের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। মূল্য ঘোষণায় আমদানিকৃত উপকরণ উলেখ থাকলে আমদানিস্তরে এটিভি আরোপিত হবে না। আবার, সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রতি ফরম "মূসক-৭" এ ঘোষণা প্রদানের বিধান করা হয়েছে। ইতোপূর্বে এরূপ বিধান ছিল না। ফরম "মূসক-৭" এ ঘোষিত থাকলে এটিভি প্রদান করতে হবে না। কারণ, উহা তার বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য আমদানিকৃত পণ্য নয়।

প্রশ্ন-৬৯ঃ ছোট ছোট দোকানের ভ্যাট কত?

উত্তরঃ যে সকল ছোট ছোট দোকান প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় থাকবে, তারা ভ্যাট দিবে নিম্নের হারে।
(ক) ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ছোট ছোট দোকান বছরে ৯,০০০/- (নয় হাজার টাকা মাত্র)।
(খ) দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ছোট ছোট দোকান বছরে ৭,২০০/- (সাত হাজার দুইশত টাকা মাত্র)।
(গ) জেলা শহরের পৌর এলাকায় অবস্থিত ছোট ছোট দোকান বছরে ৫,৪০০/- (পাঁচ হাজার চারশত টাকা মাত্র)।
(ঘ) উক্ত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ছোট ছোট দোকান বছরে ২,৭০০/- (দুই হাজার সাতশত টাকা মাত্র)।
উলেখ্য, কোন্ কোন্ দোকান প্যাকেজ ভ্যাট প্রদান করবে তা স্থানীয় দোকান মালিক সমিতির নের্তৃবৃন্দ এবং স্থানীয় ভ্যাট অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ মিলে অর্থবছরের প্রারম্ভে নির্ধারণ করেন।

প্রশ্ন-৭০ঃ পিকনিক স্পটের ব্যাখ্যায় বলা আছে 'অন্য কোন সেবা প্রদান করা হোক বা না হোক'। অনেকে এর ব্যাখ্যা এভাবে করছে যে, অন্য কোন সেবা দেয়া হলে তাও পিকনিক স্পট হবে। ৪.৫% মূসক আরোপিত হবে। ইহা ঠিক আছে কি?

উত্তরঃ এ ধরনের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। তাহলে রেস্তোরাঁর ব্যাখ্যায়ও বলা আছে 'অন্য কোন সেবা প্রদান করা হোক বা না হোক' সে মোতাবেক পিকনিক স্পটের সকল সেবা রেস্তোরাঁ হিসাবে ১৫/৬% মূসক প্রযোজ্য হবে না কেন? প্রকৃতঅর্থে 'অন্য কোন সেবা প্রদান করা হোক বা না হোক' এর অর্থ হলো যে, অন্য সেবা প্রদান করলে তা স্ব স্ব কোডের আওতায় মূসকযোগ্য হবে। পিকনিট স্পটের কার্যক্রমটুকু পিকনিক স্পট হিসেবে মূসকযোগ্য হবে। ভ্যাট এর আওতায় একাধিক সেবা কোন ব্যক্তি একস্থান থেকে সরবরাহ প্রদান করতে পারেন। সেত্রে স্ব স্ব কোডে সেবাসমূহ সংজ্ঞায়িত হবে এবং উক্ত সেবার বিপরীতে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৭১ঃ মামলা হওয়ার পর অর্থ পরিশোধ করে দিলেও কি জরিমানা আরোপ করা হবে?

উত্তরঃ হ্যা, জরিমানা আরোপ করা হবে। জরিমানা না করলে যদি সকলেই অর্থ (কর) পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকে মামলা না করা পর্যন্ত, তাহলে ভ্যাট ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে না। মামলা দাখিল হয়ে গেলে ফাঁকিকৃত রাজস্বসহ অর্থদণ্ড, জরিমানা আরোপ করা হলে তা পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৭২ঃ সি এন্ড এফ এজেন্ট কিভাবে মূসক দিবে?

উত্তরঃ সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশনের ওপর ভ্যাট আমদানি পর্যায়ে বিল-অব-এন্ট্রির সাথে আদায় করে নেয়া হয়। তারা আলাদা কোনো ভ্যাট দিবে না। সিএন্ডএফ যখন পণ্য খালাস করে দেয়ার পর

আমদানিকারকের কাছে বিল দাখিল করে, তখন আমদানিকারক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। কারণ, একদিকে সিএন্ডএফ সেবার বিপরীতে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। অপরদিকে, সিএন্ডএফ সেবার ওপর আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করে নেয়া হয়। এ্যাসেসমেন্ট নোটিশে উহা উলেখ থাকে।

প্রশ্ন-৭৩: বিনামূল্যে স্যাম্পুল (নমুনা) দিলে কি ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর: হ্যা। নমুনা বিনামূল্যে সরবরাহ দিলেও ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় স্যাম্পুলের ওপর ভ্যাট মওকুফের বিধান নেই। বিশেষ করে ঔষধ ফ্যাক্টরী প্রচুর নমুনা বিনামূল্যে ডাক্তারদের কাছে সরবরাহ দিয়ে থাকে। ভ্যাট পরিশোধ করে এসব নমুনা সরবরাহ দিতে হবে।

প্রশ্ন-৭৪: একই স্থানে আমদানি করে ট্রেড করে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে ট্রেড করে। দুভাবে হিসাব রাখতে হবে কি?

উত্তর: না, হিসাব একটি রাখতে হবে। এখানে যেহেতু কোন উৎপাদন নেই শুধু ট্রেডিং আছে তাই ট্রেডিং এর জন্য একটি হিসাব রাখতে হবে। আমদানিকৃত হোক বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত হোক একটি ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে। বিভিন্ন পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা পৃষ্ঠা রাখতে হবে। বিক্রয় হিসাব পুস্তকে একই সিরিয়ালে সকল বিক্রয় এন্ট্রি দিতে হবে। একটি দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে।

প্রশ্ন-৭৫: তেজগাঁও হেড অফিস। পণ্যাগার গাজীপুর। গাজীপুরে পণ্যাগার মূসক প্রদান করে। হেড অফিসে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করে। রেয়াত নিতে পারে না। করণীয় কি?

উত্তর: রেয়াত নেয়ার সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। প্রথমে উহা উপকরণ হতে হবে। উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। তবে, ধারা-৯ এ বর্ণিত বিষয়সমূহের ওপর রেয়াত নেয়া যাবে না। মূল্য ঘোষণা প্রদান করে, মূসক চালান ইস্যু করে ১৫ শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করলে রেয়াত নেয়া যায়। এক্ষেত্রে ট্রেডিং পয়েন্টে রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য ঘোষণা প্রদান, মূসক চালান ইস্যু এবং ১৫ শতাংশ হাওে ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-৭৬: একটি প্রতিষ্ঠান প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল ক্রয় করেছে। "মূসক-১১" আছে। রেয়াত নিচ্ছে। সঠিক আছে কি?

উত্তর: প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল উপকরণ। ধারা ২ এর দফা (গ)-তে প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালকে উপকরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। তাই, "মূসক-১১" চালানপত্র থাকলে প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল ক্রয়ের ক্ষেত্রে রেয়াত নিতে পারবে।

প্রশ্ন-৭৭: পণ্য সরবরাহ পাওয়া গেছে আজ। পেমেন্ট হবে এক মাস পর। এখন রেয়াত নিতে পারবে কি-না।

উত্তর: রেয়াত নিতে পারবে। কারণ, পেমেন্টের সাথে রেয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। রেয়াতের সম্পর্ক হলো উপকরণ উৎপাদনস্থলে প্রবেশ করেছে কি-না সে বিষয়ের সাথে। উপকরণ যদি উৎপাদনস্থলে প্রবেশ করে থাকে এবং উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে দলিল (বিল-অব-এন্ট্রি বা মূসক-১১) যদি হস্তগত হয় তাহলে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-৭৮: ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরীতে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে। মূল্যে পরিবর্তন হয় না। অনেক ওয়ার্ক অর্ডার পায়। বার বার মূল্য ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন আছে কি-না জানাবেন।

উত্তর: প্রতিটি টেন্ডার বা ওয়ার্কঅর্ডারের জন্য আলাদা আলাদা মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। মূল্য পরিবর্তন না হলেও ঘোষণা প্রদান করতে হবে। তবে, অনুমোদন নিতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং-৬/মূসক/৯২ তারিখ: ২১/০১/১৯৯২ অনুসারে টেন্ডারমূল্য প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে। অনুমোদন নিতে হবে না। তাই, টেন্ডার বা ওয়ার্ক অর্ডার পেলে তা বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করে উক্ত টেন্ডার বা ওয়ার্ক অর্ডারে উলিখিত পরিমাণ পণ্য উক্ত মূল্যে সরবরাহ দেয়া যাবে।

প্রশ্ন-৭৯: মূসক নিবন্ধন নিতে গেলে আইআরসি চায়। আইআরসি নিতে গেলে মূসক নিবন্ধন চায়। করণীয় কি?

উত্তর: মূসক নিবন্ধন আগে নিতে হবে। বিধিতে তা বলা আছে। মূসক দপ্তরে এই মর্মে অংগিকারনামা দিতে হবে যে, আমি এত দিনের মধ্যে আইআরসি এনে দাখিল করবো। অত:পর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্র নিয়ে যেয়ে আইআরসি ইস্যু করাতে হবে। অত:পর আইআরসি'র কপি ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তওে দিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন-৮০: বাংলাদেশ ব্যাংকে চেক পাঠালে ২০ দিন প্রয়োজন হয় ক্লিয়ার হতে। ট্রেজারীতে জমা হতে দেরী হয়ে যায়। করণীয় কি?

উত্তর: বাংলাদেশ ব্যাংকে বা ট্রেজারীতে অর্থ জমা দেয়ার তারিখ থেকে হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ ট্রেজারী চালানে যে তারিখ উলেখ থাকে সেই তারিখে অর্থ জমা করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। তবে, চেক জমা দিলে তা ক্লিয়ার হতে ২০ দিন সময় দরকার হয় এমনটি সঠিক বলে মনে হয়না। সাদারণত: ৪/৫ দিনের মধ্যেই চেক ক্লিয়ার হয়ে ট্রেজারী চালান ইস্যু হয়ে যায়। যেহেতু চেক দিলে সময় একটু বেশি প্রয়োজন হয়, সেহেতু যথেষ্ট পূর্ব থেকে চেক দাখিল করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন-৮১: রয়্যালটি পূর্বে পেমেন্ট করেনি। এখন পেন্ডিং বিলের ওপর রয়্যালটি দিতে হবে কি?

উত্তর: পূর্বে পেমেন্ট না করলে বকেয়া হয়ে গেছে। অবশ্যই বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। বকেয়া পরিশোধ করতে হলে ২ শতাংশ মাসিক সরল সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধ কওে দেয়াই শ্রেয়। অন্যথায়, মামলা বা অডিট আপত্তি হতে পারে।

প্রশ্ন-৮২: ৮০% রপ্তানী করে স্পিনিং মিল। কিছু স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে, মূসক পরিশোধ করে। কিছু স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে। রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তর: রেয়াত পাবে। রপ্তানির অংশটুকু রেয়াত বা প্রত্যর্পন নিতে পারবে। স্থানীয় বিক্রয়ের অংশটুকু রেয়াত নিতে পারবে যেহেতু ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করে। এ ধরনের ক্ষেত্রে উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের পর সমুদয় উপকরণের ওপর ভ্যাট রেয়াত নিয়ে নিতে হয়। রপ্তানি হলে ভ্যাটসহ আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদি রেয়াত বা প্রত্যর্পন পাওয়া যায়। স্থানীয় বাজারে বিক্রি করলে রেয়াত পাবে, ভ্যাট পরিশোধ করবে। তাই, যেহেতু ভ্যাট পরিশোধ কওে, পূর্বে রেয়াত নেয়া সঠিক আছে।

প্রশ্ন-৮৩: নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে ১০ জুনের পূর্বে কাজ শেষ হয়েছে। এখন বিল দিতে যেয়ে ৫.৫% মূসক কাটতে চায়। কত % কাটতে হবে? ৪.৫% না-কি ৫.৫%?

উত্তর: যখন সেবা প্রদান করা হয়, যখন সেবা প্রদান সংশিষ্ট চালানপত্র প্রদান করা হয়, যখন আংশিক বা পূর্ণ মুল্য পাওয়া যায়। এসকল কার্যক্রমের মধ্যে যা সর্বাগ্রে ঘটে তখনকার করহার প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে সেবা প্রদান করার কাজটি ১০ জুনের পূর্বে শেষ হয়েছে বিধায় ১০ জুন তারিখে ভ্যাটের হার পরিবর্তন হয়ে গেলে ১০ জুনের পূর্বের হার প্রযোজ্য হবে। বিল পরে পরিশোধিত হলে ১০ জুনের পরের করহার কার্যকর হবে না।

প্রশ্ন-৮৪: টেলিকমিউনিকেশন্স কো: বিদেশ থেকে এক্সপার্ট এনে মেশিনারীজ ইনস্টল করছে। তাদের পেমেন্ট দিচ্ছে। ইহা কোন ধরনের সেবা। মূসক প্রযোজ্য হবে কি?

উত্তর: এই সেবাটিকে দুটি সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একটি হলো কনসালটেন্সী সেবা, অপরটি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা। এ দুটি সেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে সেবাটি আমদানি করা হয়েছে। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-৮৫: বাইয়িং হাউস কমিশনের ওপর মূসক দিচ্ছে না। তারা বলে তারা রপ্তানী করছে। সঠিক আছে কি?

উত্তর: এই সেবাটি ইন্ডেন্টিং সংস্থা সেবার কোডের আওতাভুক্ত হবে। ইন্ডেন্টিং সংস্থা সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায়যোগ্য হবে।

প্রশ্ন-৮৬: আমদানি করার পর মূল্য ঘোষণা দিয়ে উৎপদান করে পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এখন আমদানি পর্যায়ে পুন:শুল্কায়ন করে মূসক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন রেয়াত পাবে কি?

উত্তর: এখানে রেয়াত পাবে। রেয়াত পাওয়ার ক্ষেত্রে পুন:শুল্কায়নের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। রেয়াত নেয়ার ক্ষেত্রে দুই কর মেয়াদ এক্ষেত্রে আমদানির সময় থেকে গণনা করতে হবে না। সাময়িক শুল্কায়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শুল্কায়নের তারিখ থেকে হিসাব করে রেয়াত নিতে হয়। পার্ট শিপমেন্টের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পার্ট রপ্তানির তারিখকে রপ্তানির তারিখ হিসেবে বিবেচনা করে প্রত্যর্পন আবেদন দাখিল করা যায়। অতএব, বর্তমান ক্ষেত্রে পুন:শুল্কায়নের তারিখ হতে দুই কর মেয়াদ হিসাব করে রেয়াত গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে আমার অভিমত।

প্রশ্ন-৮৭: বিজ্ঞাপন খরচ উপকরণ কি-না? রেয়াত পাবে কি-না। বিধি-১৯ এ উলেখ নেই। পণ্যের উৎপাদনের পর পণ্যের বিজ্ঞাপনে এই খরচ প্রয়োজন হয়। তাই, 'মূসক-১' এ 'মূল্য সংযোজন' কলামে লেখা উচিৎ। কিন্তু 'উপকরণ' কলামে লিখে রেয়াত নিচ্ছে।

উত্তর: বিজ্ঞাপন একটি সেবা। এই সেবাটি সরাসরি পণ্যের মার্কেটিং এর সাথে জড়িত। পণ্যের উৎপাদনের পর যে খরচ হবে তা উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবেনা একথা সঠিক নয়। উক্ত পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় যা উৎপাদক কর্তৃক পরিশোধ করা হয়, তা মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। বিজ্ঞাপন সেবা মূল্য ঘোষণায় উপকরণ অংশে লিখতে হবে। এই উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-৮৮: গ্যাস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ওয়াসার বিল থেকে উৎসে কর্তন হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর: এসকল পরিসেবার (utilities) বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২/১০/২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং ৭ এর উপানুচ্ছেদ (খ) অনুগ্রহ করে দেখুন।

প্রশ্ন-৮৯: ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর: ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হলো: সরকারী দপ্তর, আধা-সরকারী দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর, এনজিও, ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী এবং শিা প্রতিষ্ঠান। ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তনকারীর আওতাভুক্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৯০: ছোট ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দিলে 'মূসক-১১' ইস্যু করে না। এই ক্ষেত্রে কিভাবে মূসক পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর: ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন ছাড়া সকল বিজ্ঞাপনের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। যদি ম্যাগাজিন 'মূসক-১১' চালান ইস্যু না করোহলে নিজেরা মূসকের অংশটুকু ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

প্রশ্ন-৯১: একটি সফটওয়্যার কোম্পানী অন্য একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিল দাখিল করেছে। এই বিল থেকে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করেতামত দিন।

উত্তর: মূসক আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই, বেসরকারী প্রশিক্ষণের ওপর মূসক প্রযোজ্য হবে। সেবার কোনো কোডে যেহেতু প্রশিক্ষণ সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সেহেতু এস০৯৯.০০ বিবিধ কোডে ১৫% হারে মূসক প্রযোজ্য হবে। সেবা প্রদানকারী "মূসক-১১" চালান ইস্যু করলে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে না। "মূসক-১১" চালান ইস্যু না করলে ১৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৯২: ট্রেড ভ্যাট বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: তিনটি পর্যায়ে ভ্যাট আদায় করা হয়। যথা: ১. আমদানি পর্যায়; ২. উৎপাদন পর্যায়; এবং ৩. ব্যাবসায়ী পর্যায়। ট্রেডিং বা ব্যবসায়ী পর্যায় হলো আমদানি করার পর বা উৎপাদকের নিকট থেকে বা বাজার থেকে ক্রয় করার পর যখন বিক্রি করা হয়, তখন এই বিক্রয়কে ব্যবসায়ী পর্যায়ের বিক্রয় বলে। ব্যবসায়ী পর্যায়ে পণ্যেও আকৃতি, প্রকৃতি, গুণগত মান বা বৈশিষ্ট্যে কোন পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র মূল্য সংযোজন হয়। বর্তমানে আমাদেও দেশের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পদ্ধতি, ৪ শতাংশ ভ্যাট পদ্ধতি এবং প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি চালু আছে।

প্রশ্ন-৯৩: উপকরণ আমদানি করে রেয়াত নেয়া হয়েছে। পূর্বের মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভূক্ত ছিল না। পরের মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভূক্ত করেছে। রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তরঃ রেয়াত পাবে। যে উপকরণ প্রথম আমদানি করা হচ্ছে অর্থাৎ ইতোপূর্বে আমদানি করা হয়নি, সে উপকরণ মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা নয়। যেহেতু উপকরণটি প্রথম আমদানিকৃত সেহেতু রেয়াত পাবে। যথাশীঘ্র সম্ভব মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে রেয়াত নেয়ার সময়সীমার শেষদিকে অর্থাৎ দুই কর মেয়াদেও শেষদিকে রেয়াত নেয়াই শ্রেয়। এই উপকরণ পরবর্তী মূল্য ঘোষণায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। না করলে রেয়াত বাতিল করা যাবে।

প্রশ্ন-৯৪ঃ পণ্যের মূল্য ১০০ টাকা। মূসক প্রদান করা হয়েছে ১৫ টাকা। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ১০০ টাকার ওপর ২৬.৬৭ শতাংশ যোগ করতে হবে নাকি ১১৫ টাকার ওপর ২৬.৬৭ শতাংশ যোগ করতে হবে। ১০০ টাকার ওপর ২৬.৬৭ শতাংশ যোগ করলে বিক্রয়মূল্যের সাথে ১৫ টাকা পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট কিভাবে মূল্যের সাথে করতে হবে।

উত্তরঃ আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে ২৬.৬৭ শতাংশ মূল্য সংযোজন করতে হবে। মূল্য সংযোজন করতে হবে ১০০ টাকার ওপর। অতঃপর পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট যোগ করতে হবে। সর্বমোট মূল্যেও ওপর ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ কওে পণ্য বিক্রয় করতে হবে। ট্রেড ভ্যাটের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করার চেয়ে রেয়াত নিয়ে মূল্য ঘোষণা দিয়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করা শ্রেয়। তাহলে প্রকৃতঅর্থে কম ভ্যাট পরিশোধ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদেও দেশে ট্রেডারগণকে হিসাবপত্র রাখার জটিলতা ইত্যাদি কারণে রেয়াত নেয়ার পরিবর্তে ৪ শতাংশ ট্রেড ভ্যাট দেয়ার বিধান করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৯৫ঃ একটি প্রতিষ্ঠান কয়েকটি উপকরণ দিয়ে রিক্লেইম রাবার তৈরী করে। রিক্লেইম রাবার বিক্রি করে। আবার, কিছু রিক্লেইম রাবার ব্যবাহার করে অটোমোবাইল টায়ার তৈরী করে। তার পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ প্রতিষ্ঠানটি রিক্লেইম রাবার-এর জন্য একটি মূল্য ঘোষণা দিবে। আবার, অটোমোবাইল টায়ারের জন্য একটি মূল্য ঘোষণা দিবে। অটোমোবাইল টায়ারের মূল্য ঘোষণায় প্রাথমিক উপকরণসমূহ উলেখ করবে - রিক্লেইম রাবার উলেখ করবে না। প্রথমেই সকল রেয়াত নিয়ে নিবে। রিক্লেইম রাবার বিক্রি করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করবে। অটোমোবাইল টায়ার বিক্রি করার সময় ভ্যাট পরিশোধ করবে।

প্রশ্ন-৯৬ঃ নতুন উপকরণ আমদানি হয়েছে। পূর্বের উপকরণের সাথে কেমিক্যাল স্পেসিফিকেশন একই রকম। তবে, পূর্বের উপকরণ পাউডার ফরমে, বর্তমান উপকরণ হার্ড ফরমে। দুটি উপকরণের কাজ এক। এইচ্এস কোড এক নয়। মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত নেয়া যাবে কি-না।

উত্তরঃ মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। যেহেতু এইচএস কোড এক নয় এবং পূর্বেও পণ্য পাওডার ফরমে ছিল। বর্তমান পণ্য হার্ড ফরমে। তাই, পণ্য দুটি আলাদা পণ্য। তাছাড়া, পণ্যেও মূল্যও এক থাকার কথা নয়। তাই, মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-৯৭ঃ গুদাম ফ্যাক্টরীর একটু দুরে। নিজস্ব গুদাম। পণ্যের মধ্যে সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত আছে। এখন আবার শ্রমিক, পরিবহন, ইউটিলিটি ইত্যাদির ওপর মূসক দিতে হবে কেন?

উত্তরঃ উপকরণ অন্য গুদামে রাখা যাবে। পণ্যের মূল্য ঘোষণার সময় এ সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য অন্য গুদামে রাখা যাবে না। উৎপাদনস্থল থেকে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে পণ্য অপসারণ করতে হবে। পণ্য উৎপাদন স্থল থেকে অপসারণ কওে অন্যত্র নিয়ে গেলেই মূল্য সংযোজন হয় এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রযোজ্য হয়। উৎপাদনস্থলের বস্নুপ্রিন্টে উৎপাদনস্থলের যে চিত্র দেয়া আছে তার বাইওে কোন অংশ উৎপাদনস্থলের অংশ নয়।

প্রশ্ন-৯৮: অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য স্বেচ্ছানিবন্ধন নিতে পারবে কি-না।

উত্তর: অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য এবং টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান রেয়াত নেয়ার সুবিধার জন্য স্বেচ্ছায় মূসকের আওতায় নিবন্ধিত হতে পারবে।

প্রশ্ন-৯৯: ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ওপর ক্রেডিট এ্যাকাউন্টে এক্সাইজ ডিউটি কর্তন করতে হবে কি?

উত্তর: এসআরও নং-২৫৬-আইন/২০১০ তারিখ: ৩০ জুন, ২০১০ এ উলেখ আছে যে, ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় ব্যালান্সের ক্ষেত্রেই আবগারী শুল্ক আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-১০০: একই অঙ্গনে একাধিক পণ্য বা সেবা প্রদান করলে কিভাবে নথিপত্র রাখতে হবে? চলতি হিসাব দুটি না একটি হবে। ক্রয় রেজিস্ট্রার দুটি না একটি হবে।

উত্তর: সকল রেজিষ্টার একটি করে হবে। শুধুমাত্র চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন করলে উক্ত হিসাব আলাদা রাখতে হবে। তাছাড়া, কোন উৎপাদক যদি পণ্য ক্রয় বা আমদানি কওে ট্রেডিং কওে তাহলে ট্রেডিং অংশ এবং উৎপাদন অংশের হিসাব আলাদা রাখতে হবে। বিধিতে বলা আছে যে, হিসাবপত্র এমনভাবে সংরক্ষাণ করতে হবে যেন উহা সহজে নিরীক্ষা করা যায়। প্রয়োজনে নিজস্ব ফরম্যাটে অতিরিক্ত রেজিস্টার রাখা যাবে। তবে, ফরম্যাট ভ্যাট অফিসে দাখিল করতে হবে। অনুমোদন নিতে হবে না।

প্রশ্ন-১০১: কোন পণ্য আটকের পর ১৫% মূসক এবং ২% ব্যবসায়ী মূসকসহ জরিমানা, বিমোচন জরিমানা আদায় করে ন্যায়-নির্ণয়ন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই পণ্য তিনি আবার বিক্রি করলে যে ক্রয় করবে সে মূসক রেয়াত নিতে পারবে কি-না।

উত্তর: অবশ্যই রেয়াত নিতে পারবে। বিক্রির সময় মূসক চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। মূসক চালানপত্রবলে ক্রেতা রেয়াত নেবেন। পণ্য চালানটি ন্যায়-নির্ণয়নকৃত চালান না-কি ফ্রেশ চালান তা মূখ্য বিষয় নয়। রেয়াত নেয়ার জন্য মূখ্য বিষয় হলো ক্রয়ের স্বপক্ষে মূসক চালান আছে কি-না।

প্রশ্ন-১০২: উৎপাদনকারী এটিভি রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তর: উৎপাদনকারীকে এটিভি পরিশোধ করার প্রয়োজন নেয়, যদি মূল্য ঘোষণা, তথা 'মূসক-১' বা পান্টের ঘোষণা, তথা 'মূসক-৭' এ আমদানিকৃত উপকরণ উলেখ থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, ইতোপূর্বে মূল্য ঘোষণা ফরমে বা পান্টের ঘোষণা ফরমে উলেখ ছিল না এমন একটি উপকরণ আমদানি করা হয়েছে। ঘোষণা অনুমোদন করাতে সময়ের প্রয়োজন। উপকরণটি দ্রুত খালাস নেয়া দরকার। এমতপরিস্থিতিতে এটিভি পরিশোধ করে উক্ত উপকরণ খালাস নেয়া হয়। এরূপে পরিশোধিত এটিভি রেয়াত নেয়া যাবে। মনে রাখতে হবে যে, কোন উপকরণের ওপর ভ্যাট এবং এটিভি পরিশোধ করলে এবং যথাযথ ডকুমেন্ট থাকলে তা রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১০৩: বাড়ি ভাড়া নিয়ে যদি পূনরায় ভাড়া দেয়া হয় তাহলে কে মূসক প্রদান করবে?

উত্তর: যিনি প্রথম ভাড়া নিবেন তিনি সর্বমোট ভাড়ার ওপর ভ্যাট প্রদান করবেন। পুনরায় ভাড়া দেয়ার সময় যে পরিমাণ বেশি মূল্যে ভাড়া দেয়া হবে তার ওপর ভাড়া গ্রহীতা ভ্যাট প্রদান করবে। উলেখ্য, এ

বিষয়ে স্পষ্ট বিধি-বিধান নেই। তাই, এবিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা নেয়া প্রয়োজন। আপনাকে অনুগ্রহ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করছি।

প্রশ্ন-১০৪: সুপার কম্পিউটার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য ক্যাপিটাল মেশিনারী। এর ওপর তারা রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তর: ক্যাপিট্যাল মেশিনারী হতে হলে ক্যাপিট্যাল মেশিনারী সংক্রান্ত এসআরও-তে উহা উলেখ থাকতে হবে। তাছাড়া, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের "মূসক-৭" ঘোষণাপত্রে উহা উলেখ থাকতে হবে। উলেখ্য, বর্তমানে সেবা প্রদানকারীগণও "মূসক-৭" ফরমে ঘোষণা প্রদান করতে পারেন। ক্যাপিট্যাল মেশিনারী সংক্রান্ত এসআরও-তে উলেখ থাকলে উহা এবং উহার যন্ত্রাংশ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। ভ্যাট পরিশোধ করা হলে তা রেয়াত নেয়া যাবে। "মূসক-৭" ফরমের ঘোষণায় উলেখ থাকলে আমদানি পর্যায়ে এটিভি পরিশোধ করতে হবে না। এটিভি পরিশোধ করলে তা রেয়াত নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-১০৫: সংকুচিত মূল্যভিত্তির সেবা ক্রয় করে কেউ যদি ১৫% ভ্যাট এর পণ্য উৎপাদন করে সে রেয়াত নিতে পারবে কি?

উত্তর: পারবে। সংকুচিত মূল্যভিত্তির সেবা যিনি প্রদান করেন তিনি রেয়াত পাবেন না। উক্ত সেবা যিনি ক্রয় করেন তিনি রেয়াত পাবেন যদি রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত অন্যান্য সবকিছু সঠিক থাকে। একইভাবে ট্যারিফ মূল্যের পণ্য যিনি সরবরাহ দেন তিনি রেয়াত পাবেন না। এই পণ্য যিনি ক্রয় করেন তিনি রেয়াত পাবেন, যদি রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত অন্যান্য সবকিছু সঠিক থাকে।

প্রশ্ন-১০৬: একটি স্পিনিং মিলে হাই টেনশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইচ গিয়ার প্রয়োজন। এই সুইচ গিয়ার নির্মাণে ৫০ টি উপকরণ প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৪৫ টি উপকরণ আমদানি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইলেকট্রিক কোম্পানীকে কার্যাদেশ দিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইলেকট্রিক কোম্পানী আরো ৫ টি উপকরণ ব্যবহার করেছে। তারা সকল উপকরণ দিয়ে হাই টেনশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইচ গিয়ার নির্মাণ করে স্পিনিং মিলে স্থাপন করেছে। এ ক্ষেত্রে মূসক প্রদানের বিধান কি?

উত্তর: আলোচ্য কাজটি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বলে বিবেচিত হবে না কারণ, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যিনি উৎপাদন করাবেন তার ব্র্যান্ডেড পণ্য হতে হয়। কাজটি কার্যাদেশের বিপরীতে সুইচ গিয়ার নির্মাণ, সরবরাহ ও স্থাপন হওয়াই অধিকতর যুক্তিসংগত। এখানে স্পিনিং মিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইলেকট্রিক কোম্পানীর বিল থেকে নির্মাণ সংস্থা হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে।

প্রশ্ন-১০৭: বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট পেলে রপ্তানী হবে কি? ম্যাক্রো কেবলস ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার এর বিপরীতে পিডিবি-কে পণ্য সরবরাহ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট পেলে রপ্তানি হয়। এসএমসি ওরস্যালাইন তৈরী করে ইউনিসেফ এর নিকট বিক্রি করে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে। এ কার্যক্রম রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে কি?

উত্তর: ম্যাক্রো কেবলস ইন্টারন্যাশনাল-এর রপ্তানি মূসক বিধিমালার বিধি ৩১ক এর আওতায় রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে কতিপয় শর্ত রয়েছে। কাজটি আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় হতে হবে। অনুদান বা ঋণ হিসেবে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে হতে হবে। স্থানীয় বা আন্ত

র্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে সরবরাহ দিতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেতে হবে। এসএমসি কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহটি যদি এরূপ সরবরাহ হয়, তাহলে রপ্তানি বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-১০৮: ট্যারিফ মূল্যের পণ্য টার্নওভার কর দিতে পারবে কি-না?

উত্তর: পারবে না। ট্যারিফ মূল্য সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১২ তারিখ: ০৭/০৬/২০১২ এর শর্ত (১) এ বলা আছে যে, ট্যারিফ মূল্য কেবল মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক নিরূপনের জন্য নির্ধারিত মূল্য। তাই, টার্নওভার কর নির্ধারনের জন্য ট্যারিফ মূল্য নয়।

প্রশ্ন-১০৯: টার্নওভার করের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না।

উত্তর: টার্নওভার করের তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোসহ সরবরাহ প্রদান করা হয়ে থাকলে উৎসে কর্তন প্রযোজ্য হবে না। উৎসে কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং ০৩ এর উপানুচ্ছেদ (ঙ) এর শেষাংশে তা উলেখ আছে।

প্রশ্ন-১১০: "মূসক-৭" ফরমে উলেখ নেই এমন উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। পূর্বের মূল্য ঘোষণায় উলেখ নেই। রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তর: রেয়াত পাবে যদি উপকরণটি প্রথম আমদানি হয়। পরবর্তী মূল্য ঘোষণায় অবশ্যই উলেখ করতে হবে। "মূসক-৭" এর সাথে আমদানি পর্যায়ে এটিভি সম্পর্কিত। রেয়াত সম্পর্কিত নয়। যে উপকরণ পূর্বে আমদানি করা হয়নি তা মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভূক্ত না থাকাই স্বাভাবিক। তাই, পরবর্তী মূল্য ঘোষণায় উলেখ করতে হবে। তবে, দুই কর মেয়াদের মধ্যে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে রেয়াত নেয়া উত্তম।

প্রশ্ন-১১১: পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। ডিজাইনের কারণে ফেরৎ এসেছে ৯০ দিন পর। কি করতে হবে?

উত্তর: এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না এবং পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট সমন্বয় করা যাবে না। দুটি কারণে পণ্য ফেরৎ এলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যায় না এবং পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট সমন্বয় করা যায় না। ১. যদি ৯০ (নব্বই) দিন পর ফেরত আসে। ২. যদি পণ্যে কোন ত্রুটির কারণে ফেরৎ আসে। এখানে ডিজাইনের কারণে ফেরৎ এসেছে। অর্থাৎ ত্রুটির কারণে ফেরৎ এসেছে বিধায় ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না। ডিজাইন ঠিক করে পুনরায় ভ্যাট দিয়ে বিক্রি করতে হবে।

প্রশ্ন-১১২: এলসি কমিশনের ওপর প্রদত্ত মূসক রেয়াত পাওয়া যাবে কি?

উত্তর: যাবে। এলসি কমিশন ব্যাংকিং সেবার আওতায় পড়ে। উৎপাদন ও সরবরাহ বা সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত সকল সেবা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। তাই, এলসি কমিশনের ওপর প্রদত্ত ভাট রেয়াত নেয়অ যাবে।

প্রশ্ন-১১৩: স্ক্র্যাচ কার্ড কি পদ্ধতিতে বিক্রি করতে হবে?

উত্তর: আমদানি বা উৎপাদন পর্যায়ে পণ্যের মত ভ্যাট দিতে হবে। ডিস্ট্রিবিউটর পর্যায়ে ইহা টাকার সমান। তাই, আর ভ্যাট দিতে হবে না। স্ক্র্যাচ কার্ড কেনার অর্থ হলো টক টাইম কেনা। টক টাইমের ওপর সরকার ভ্যাট পায়।

প্রশ্ন-১১৪: অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য কোন প্রতিষ্ঠানে 'মুসক-১১' ইস্যু করে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। কিভাবে উৎসে কর্তন করতে হবে?

উত্তর: যদি কোন অঙ্গনে শুধুমাত্র ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট সংক্রান্ত কোন নিয়ম-কানুন পরিপালন করতে হবে না। এরূপ প্রতিষ্ঠান 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করবে না। এরূপ সরবরাহ থেকে উৎসে যোগানদার হিসেবে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যদি কোন অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় পণ্য প্রস্তুত হয়, তাহলে 'মূসক-১১' ইস্যু করে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ দেয়া যাবে। সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং ঙ অনুসারে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-১১৫: পুরাতন ট্রান্সফরমার ক্রয় করেছে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। মেরামতের পর বিক্রি করবে। কিভাবে মূসক প্রদান করবে।

উত্তর: ক্রয় হবে উপকরণ হিসেবে। "মূসক-১১" চালান থাকতে হবে। রেয়াত নিতে পারবে। ক্রয় হিসাব রেজিষ্টারে এন্ট্রি দিতে হবে। মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। মেরামতের পর বিক্রির সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১১৬: মানবসম্পদ সরবরাহকারীর ওপর কোন মূল্যের ভিত্তিতে উৎসে কর্তন করতে হবে? সর্বমোট প্রাপ্ত মূল্যের ওপর না-কি শুধু প্রাপ্ত কমিশনের ওপর উৎসে কর্তন প্রযোজ্য?

উত্তর: মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তমানে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য নেই। সাধারণ সেবা হিসেবে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য। উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ অনুসারে ৩৪টি সেবার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। সেবা প্রদানকারী সরাসরি যে মূল্য পাবে তার ওপর ১৫ শতাংশ হারে মূসক প্রযোজ্য হবে। সেবা প্রদানকারী "মূসক-১১" চালান ইস্যু করবে। সেবা গ্রহণকারী যদি সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মচারীদেরকে বেতন প্রদান করে এবং তাদের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে শুধু কমিশন প্রদান করে, তাহলে শুধু কমিশনের ওপর মূসক প্রযোজ্য হবে। আর সেবা গ্রহণকারী যদি বেতন, কমিশন একসাথে মানবসম্পদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে, তাহলে সর্বমোট মূল্যের ওপর মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে। মোটকথা, "মূসক-১১" চালানে উলিখিত সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। উক্ত পরিমাণ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১১৭: কোন প্রতিষ্ঠানে আনসার ও ভিডিপি নিয়োগ দিলে মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে কি?

উত্তর: আনসার ও ভিডিপি যে প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠান 'সিকিউরিটি সার্ভিস' বা 'মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে নিবন্ধিত নয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ সরকারী, আধা-সামরিক সংস্থা। তবে, সেবাটি উক্ত যে কোন একটি সেবার ব্যাখ্যার আওতায় পড়বে। উক্ত দুটির সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। দুটি সেবার ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে। অতএব, এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১১৮: একটি প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম থেকে রড কিনে 'মূসক-১১' চালানসহ সরাসরি যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার নির্মাণকারী কন্ট্রাক্টরকে সরবরাহ করে। কনট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান উৎসে মূসক কর্তন করবে কি-না?

উত্তর: বিএসআরএম 'মূসক-১১' চালান দিবে। রড ক্রেতা একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে মূসক প্রদানের যে কোন পদ্ধতিতে তিনি মূসক প্রদান করতে পারেন। তবে, তার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট পদ্ধতি সুবিধাজনক। তিনি ক্রয়কৃত রডের ওপর মূল্য সংযোজন করে, মূল্য ঘোষণা দিয়ে, ঘোষিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মুসক পরিশোধ করবেন। পূর্বে প্রদত্ত মূসক রেয়াত নেবেন। তিনি "মূসক-১১" চালান ইস্যু করে কন্ট্রাক্টরকে রড সরবরাহ করবেন। কন্ট্রাক্টর উৎসে কর্তন করবে না। অথবা তিনি ৪ শতাংশ ব্যবসায়ী মূসক প্রদান করে "মূসক-১১" চালানসহ কন্ট্রাক্টরকে রড সরবরাহ করবেন। কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং ঙ এর শেষাংশ অনুসারে কোন ব্যবসায়ী "মূসক-১১" চালানপত্রসহ সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-১১৯: উপরকণ ক্রয় করা হয়েছে। মূল্য ১ (এক) লক্ষ টাকার বেশি। উপকরণের মূল্য পরিশোধ করা হবে ৬ মাস পর। রেয়াত নিলে সার্কেল থেকে নন-ক্যাশ পেমেন্টের প্রমাণ চায়। আবার, রেয়াত না নিলে রেয়াত নেয়ার মেয়াদ পার হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর: নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে। কারণ, রেয়াত না নিলে দুই কর মেয়াদ পর রেয়াত তামাদি হয়ে যাবে। পরবর্তীতে যে নন-ক্যাশ ট্রানজ্যাকশানের মাধ্যমে পেমেন্ট হবে সে বিষয়ে প্রমাণাদি, চিঠি-পত্র, চুক্তি, চেক, পে-অর্ডারের ফটোকপি ইত্যাদি সার্কেলে দাখিল করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১২০: পণ্য আমদানি হয়েছে বিদেশ থেকে। রপ্তানিকারক ডকুমেন্ট প্রেরণ করেছেন। ডকুমেন্টে ডিসক্রিপ্যান্সি আছে। এলসিতে শর্ত ছিল যে, ডকুমেন্টে ডিসক্রিপ্যান্সি থাকলে মা:ড: ৩০ কর্তন করা হবে। এখন মা:ড: ৩০ কর্তন করা হয়েছে। এই কর্তনের নাম ডিসক্রিপ্যান্সি ফি। প্রশ্ন হলো এই ডিসক্রিপ্যান্সি ফি'র ওপর মূসক প্রদান করতে হবে কি-না। প্রদান করতে হলে কে প্রদান করবে?

উত্তর: সেবার কোড এস০৫৬.০০ (ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী) অনুসারে ডিসক্রিপ্যান্সি ফি'র ওপর মূসক প্রদান করতে হবে। মূসক আইনের ধারা-৩(৩)(ঘ) সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমদানিকারক মূসক প্রদান করবেন।

প্রশ্ন-১২১: উৎসে ভ্যাট কর্তন করার ক্ষেত্রে সকল সরবরাহকারী "মূসক-১২খ" ফরমে প্রত্যয়নপত্র চাই না। কারণ কি?

উত্তর: প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা উৎসে কর্তনকারীর দায়িত্ব। সরবরাহ প্রদানকারী প্রত্যয়নপত্র না চাইলেও সরবরাহগ্রহীতা প্রত্যয়নপত্র ইস্যু ও জারী করবে। প্রত্যয়নপত্র না থাকলে সেবা প্রদানকারী উৎসে কর্তিত অর্থ তার দাখিলপত্রে সমন্বয় করতে পারে না। অনেকে এ বিধান জানা না থাকার কারণে দাখিলপত্রে সমন্বয় করে না। তাই, তারা প্রত্যয়নপত্র চাই না।

প্রশ্ন-১২২: বাণিজ্যিক পণ্য (মডেম) "মূসক-১১" চালানসহ কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করা হয়েছে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে চায়। সমাাধান কি?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করা হয়েছে। তাই, সরবরাহগ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না।

প্রশ্ন-১২৩ঃ একটি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনযোগ্য পণ্য নিজ অঙ্গনে প্রলেপ করে। এরপর আবার অন্য অঙ্গনে তার নিজস্ব মালিকানার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে কাটিং করে। কাটিং করার জন্যে কোন চালানপত্র ব্যবহার করে নিয়ে যাবে।

উত্তরঃ 'মূসক-১১গ' ব্যবহার করে কাটিং করতে নিয়ে যেতে হবে। দু'টি প্রতিষ্ঠান এক মালিকানায় হলেও ইহা আলাদা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান আলাদা স্বত্তা। এখানে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের সকল নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে। একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-১২৪ঃ একজন ভাড়া নিয়েছেন। তিনি মূসক পরিশোধ করেছেন। তিনি আর একজনের কাছে কিয়দংশ ভাড়া দিয়েছেন - পূর্বের হারে। দ্বিতীয় ভাড়া গ্রহীতা মূসক দিবে কি?

উত্তরঃ না। যেহেতু ভাড়ার পরিমাণ বর্ধিত হয়নি, সেহেতু আর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না।

প্রশ্ন-১২৫ঃ একটি দপ্তর তার কর্মকর্তাদের জন্য বিমানের টিকিট ক্রয় করেছে। টিকিটের বিল পরিশোধের সময় উৎসে কর্তন করবে কি? করলে কত পারসেন্ট?

উত্তরঃ বিমান টিকেট আবগারী করের আওতাভুক্ত। মূসক আইনের আওতাভুক্ত নয়। তাই, উৎসে কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-১২৬ঃ ট্যারিফ মূল্যের পণ্য যদি টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ করা হয়, তাহলে কোন্ মূল্যের ওপর মূসক পরিশোধ করতে হবে?

উত্তরঃ ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে মূসক পরিশোধ করতে হবে। ট্যারিফ মূল্যের পণ্য যে মূল্যেই বিক্রি হোক না কেন ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। যদি ট্যারিফ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা হয়, তাহলেও ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১২৭ঃ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রেয়াত নেয়া যায় না?

উত্তরঃ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) উহা উলেখ আছে।

(ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর। যেমনঃ Fire Extinguisher, Power Tiller, Wood Pencil, First Aid Box, হারিকেন বাতি, কেরোসিন চুলা, সকল প্রকার চেরাই কাঠ, রাসায়নিক সার, সকল প্রকার জন্মনিরোধক ও ইন্সুলিন, পুস্তক পুস্তিকা, সংবাদপত্র, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি। এ সকল ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে সরবরাহ প্রদান করলে উৎপাদনকারী উপকরণের ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করেছে তা রেয়াত পাবে না।
(খ) পরিশোধিত টার্নওভার কর। টার্নওভার করদাতা প্রতিষ্ঠান কোন রেয়াত নিতে পারবে না। টার্নওভার কর পরিশোধকৃত উপকরণ ব্যবহার করে মূসকযোগ্য পণ্য উৎপাদন করলেও রেয়াত নেয়া যাবে না [ধারা-৯ (খ)]।

(গ) উপকরণের ওপর পরিশোধিত সম্পূরক কর (Supplementary Duty) রেয়াত নেয়া যাবে না।
(ঘ) একাধিকবার ব্যবহারযোগ্য মোড়কসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রথমবার ব্যবহারের সময় উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। পরে আবার ব্যবহার করলে রেয়াত নেয়া যাবে না। যেমনঃ কোকের বোতল, পানির জার ইত্যাদি।
(ঙ) করযোগ্য পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত দালানকোঠা, অবকাঠামো, নির্মাণ বা মেরামতের সময় পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। করযোগ্য পণ্য বা সেবা উৎপাদনস্থলে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, স্টেশনারী, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোকসরঞ্জাম, জেনারেটর, ভাড়া বা লীজ গৃহীত গাড়ি ইত্যাদির ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না।
(চ) বিধি ১৯ এ বলা আছে যে, কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে। কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রে ৮০% এবং কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রে ৬০%। এর বেশি রেয়াত নেয়া যাবে না।
(ছ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়ের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না।
(ছছ) (অ) মূল্য ঘোষণা অর্থাৎ "মূসক-১" ফরমে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। (আ) ৪% ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদানকারী এবং প্যাকেজ ভ্যাট প্রদানকারী রেয়াত নিতে পারবে না।
(জ) সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবাপ্রদানকারী উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবে না।
(জজ) ব্যবসায়ী কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য সংযোজন বা হারের ভিত্তিতে মূসক পরিশোধ করা হলে উক্ত পণ্যের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না [(ধারা-৯(ছছ)(আ)]। যেমন, বর্তমানে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার ২৬.৬৭%। এবং মূসক প্রদেয় হয় ৪%। এই পদ্ধতিতে ৪% মূসক পরিশোধকারী ব্যবসায়ী রেয়াত নিতে পারবে না। তাছাড়া, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত (৯,০০০/-, ৭,২০০/-, ৫,৪০০/-, ২,৭০০/-) পরিমাণ মূসক আরোপিত আছে। এই পদ্ধতিকে প্যাকেজ ভ্যাট বলা হয়। এ ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারবে না। [ধারা-৯ (১)(জজ)]।
(ঝ) ট্যারিফ মূল্যের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। ট্যারিফ মূল্যের উপকরণ দিয়ে নন-ট্যারিফ পণ্য উৎপাদন করলে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে (নথি নং-১(৩৫)মূসক-বাস্তবায়নঃপণ্য/৯৫/৩০(৬) তারিখঃ ১৩/০১/১৯৯৮)।
(ঞ) পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা সেবাপ্রদানকারীর নিবন্ধন সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো নিবন্ধন সংখ্যা সংবলিত বিল-অব-এন্ট্রি বা চালানপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ একই গ্রুপ-অব-কোম্পানীজ-এর আওতাভুক্ত বা একই মালিকের অধীন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রয়কৃত দলিলাদির বিপরীতে রেয়াত নেয়া যাবে না। যে প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রয় করা হয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানেই রেয়াত নিতে হবে।
(ট) অন্যের অধিকার, দখলে, তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্যের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ উপকরণ ব্যাংকের গুদামে থাকলে বা ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকলে বা অন্য কোন পণ্যাগারে থাকলে রেয়াত নেয়া যাবে না।
(ঠ) ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ উপকরণ ক্রয় করার পর ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। অতঃপর রেয়াত নিতে হবে।
(ড) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। ব্যাংক গ্যারান্টি নিস্পত্তি হওয়ার পর শুল্ক-করাদি জমা দিয়ে তারপর রেয়াত নিতে হবে।
(ঢ) উপকরণ মূল্য ১ (এক) লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে এবং তা নগদে ক্রয় করলে, সে ক্ষেত্রে রেয়াত নেয়া যাবে না। অর্থাৎ পণ্যমূল্য ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে নন-ক্যাশ পেমেন্ট করতে হবে।

বি:দ্রঃ সেলুলার বা মোবাইল ফোনের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আর একটি আদেশে বলা আছে।

প্রশ্ন-১২৮ঃ সংকুচিত মূল্যভিত্তিতে সেবা প্রদান করলে রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তরঃ রেয়াত পাওয়া যাবে না। তবে, সংকুচিত মূল্যভিত্তির সেবাপ্রদানকারী যদি ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রদান করেন, তাহলে তিনি রেয়াত নিতে পারবেন। সংকুচিত মূল্যভিত্তি সংক্রান্ত এস.আর.ও. নং-১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক, তারিখঃ ৭ জুন, ২০১২ এর বিধি-৩ এর উপ-বিধি (২) এ ইহা বিধৃত আছে। মূসক আইনের ধারা-৯(১)(জ) অনুসারে সংকুচিত মূল্যভিত্তির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেয়াত পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-১২৯ঃ কেউ যদি বিদ্যুৎ বিক্রি করে নিজে ভোগের পর, সে রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তরঃ বিদ্যুৎ বিতরণকারী একটি সেবা। এই সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তিতে ৫ শতাংশ হারে মূসক প্রযোজ্য। সংকুচিত মূল্যভিত্তির ক্ষেত্রে রেয়াত প্রযোজ্য নেই। তাই, এক্ষেত্রে রেয়াত পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-১৩০ঃ কোন পণ্যের ওপর ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা আছে। ট্যারিফ মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। সম্প্রতি কমিশনারেট থেকে পত্র জারী করা হয়েছে যে, ট্যারিফ মূল্য কার্যকর করার সময় যে উপকরণ মজুদ ছিল তার ওপর গৃহীত রেয়াত বাতিল করতে হবে। এর কারণ কি?

উত্তরঃ মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৯ এর উপ-ধারা (১)(ঝ) মোতাবেক ট্যারিফ মূল্যে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রযোজ্য নয়। কোন পণ্যের ট্যারিফ মূল্য কার্যকর করার সময় যে উপকরণ মজুদ থাকে তার ওপর রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। এই মজুদ উপকরণ দিয়ে পণ্য প্রস্তুত করে ট্যারিফ মূল্যে সরবরাহ করা হলে একদিকে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা হয়। আবার, অন্যদিকে ট্যারিফ মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। যা ধারা-৯(১)(ঝ) এর পরিপন্থী। তাই, ট্যারিফ মূল্য কার্যকর করার সময় মজুদ উপকরণের ওপর গৃহীত রেয়াত কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৩১ঃ কয়েকটি উপকরণ ব্যবহার করে একটি পণ্য উৎপাদন করা হয়। এর মধ্যে ১/২ টি উপকরণ "মূসক-১১" চালান ছাড়া ক্রয় করা হয়েছে। মূল্য ঘোষণায় উক্ত উপকরণের সমর্থনে ক্যাশমেমো দাখিল করা হয়েছে। রেয়াত গ্রহণ করা যাবে কি-না?

উত্তরঃ মূল্য ঘোষণায় উপকরণের মূল্য উলেখ করতে হবে। কারণ, ইহা উৎপাদকের খরচ। উপকরণের মধ্যে এই খরচ অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে, যেহেতু তার ক্রয়ের সমর্থনে "মূসক-১১" চালান নেই, তাই, তিনি রেয়াত নিতে পারবেন না।

প্রশ্ন-১৩২ঃ চলতি হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৮) কত টাকা ব্যালান্স রাখতে হবে?

উত্তরঃ চলতি হিসাব পুস্তকে সব সময় পজিটিভ ব্যালান্স রাখতে হবে। কত টাকা ব্যালান্স রাখতে হবে তার কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। আপনার বিক্রয়ের গতিধারা অনুসারে আপনার সাধারণতঃ যে পরিমাণ ব্যালান্স প্রয়োজন হয় সে পরিমাণের চেয়ে বেশি ব্যালান্স রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, চলতি হিসাব পুস্তকে কোন সময় নেগেটিভ ব্যালান্স হতে পারবে না।

প্রশ্ন-১৩৩: শিল্প চালু হয় নি। উপকরণ আমদানি হয়েছে। মূল্য ঘোষণা এখনও দেয়া হয়নি। রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তর: রেয়াত পাবে। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেয়াত নেয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। এই সময় অতিক্রম করার আগেই রেয়াত নিতে হবে। মূল্য ঘোষণা পরবর্তীতে প্রদান করলে সমস্যা নেই। মূল্য ঘোষণায় উপকরণ অন্তর্ভূক্ত থাকলেই চলবে।

প্রশ্ন-১৩৪: কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কোনো কারণে মূসক রিফান্ড পাওনা হয়েছে। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানটি এই মূসক রিফান্ড পাওনা তার প্রদেয় মূসকের বিপরীতে চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করতে পারে। প্রশ্ন হলো রিফান্ডের জন্য আবেদন করতে হয়ে ৬ মাসের মধ্যে। তাই, এক্ষেত্রেও কি ৬ মাসের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে?

উত্তর: হ্যাঁ। রিফান্ডেবল অর্থ যে তারিখে জমা হয়েছে সে তারিখের ৬ মাসের মধ্যে প্রদেয় মূসকের বিপরীতে চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। রিফান্ড যেহেতু ৬ মাস পর দাবি করা যায় না, সেহেতু ৬ মাস পর সমন্বয় করা যাবে না। উলেখ্য, এ সংক্রান্ত বিধি ৩৪ক এর উপ-বিধি (৪) এ কোন সময়সীমা উলেখ নেই বিধায় সর্বোচ্চ সময়সীমা ৬ মাস পর্যন্ত সমন্বয় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৩৫: একটি প্রতিষ্ঠান র' সুগার আমদানি করে। র' সুগার মূসকযোগ্য পণ্য। আমদানি স্তরে মূসক পরিশোধ করে। র' সুগার প্রসেস করে ফিনিশড সুগার উৎপাদন করে। ফিনিশড সুগারের ওপর মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত। কিন্তু বাই-প্রডাক্ট হিসাবে মোলাসেস তৈরী হয়। মোলাসেস মূসকযোগ্য পণ্য। মোলাসেস বিক্রি করে মূসক পরিশোধ করে। মোলাসেস এর ওপর রেয়াত পাবে কি?

উত্তর: রেয়াত পাবে। আনুপাতিক হারে। এখানে আনুপাতিক হার নির্ণয় করা কঠিন। তাই, প্রতি টন র' সুগার দিয়ে কতটুকু ফিনিশড সুগার এবং কতটুকু মোলাসেস তৈরী হয় এভাবে আনুপাতিক হার হিসাব করা যায়। এ বিষয়ে আইনে বিধিতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই, এনবিআরে রেফার করা যায়।

প্রশ্ন-১৩৬: একটি কোম্পানী অনেকগুলো মোটর সাইকেল কিনে তার কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করেছে। মোটর সাইকেল বীমা করার সময় বীমা সেবার ওপর মূসক পরিশোধ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো এই বীমা সেবার ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত পাবে কি-না।

উত্তর: এখানে বীমা সেবার ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত পাবে না। কারণ, ধারা ৯ অনুসারে যানবাহন উপকরণ নয়। মোটরসাইকেল যেহেতু যানবাহন তাই, ইহা উপকরণ নয়।

প্রশ্ন-১৩৭: সেবা ক্রয়কারী "মূসক-১১" চালানপত্র পেয়েছে। তাকে দুই করমেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় তার মূল্য পরিশোধ করতে বিলম্ব হয়। এভাবে বিলম্বে মূল্য পরিশোধিত হলে রেয়াত নেয়া যাবে কি?

উত্তর: হ্যা, রেয়াত নেয়া যাবে। কারণ, রেয়াত গ্রহণের জন্য দুই করমেয়াদ সময় নির্ধারণ করে দেয়া আছে। বিলম্বে মূল্য পরিশোধিত হলে কিভাবে রেয়াত নিতে হবে, এবিষয়ে আইন ও বিধিতে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা নেই। তাই, স্বাভাবিক নিয়মে দুই করমেয়াদের মধ্যে রেয়াত নিয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন-১৩৮: পণ্য ডেলিভারি দেয়ার পর সামাণ্য ত্রুটির কারণে ফেরৎ আসলে করণীয় কি?

উত্তরঃ বিধি-১৭ক অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে পণ্য ফেরত আসলে ক্রেডিট নোট ইসু করে পরিশোধিত মূসক সমন্বয় করে নেয়া যাবে। ৯০ দিন পর ফেরৎ আসলে সমন্বয় করা যাবে না। আর, পণ্যে কোনো ত্রুটির কারণে ফেরৎ আসলে কখনই সমন্বয় করা যাবে না। পণ্যের ত্রুটি মেরামত করার পর স্বাভাবিকভাবে "মূসক-১১" চালান ইস্যু করে, প্রযোজ্য মূসক প্রদান করে পণ্য বিক্রি করা যাবে।

প্রশ্ন-১৩৯ঃ কয়েকটি বিল-অব-এন্ট্রি একত্রে গড়ে মূল্য ঘোষণা দেয়া যায় কি?

উত্তরঃ উপকরণের মূল্যের ক্ষেত্রে গড় করার কোন বিধান নেই। মূল্য স্পেসিফিক হতে হবে। তাই, গড় করে মূল্য ঘোষণা দেয়া যাবে না। উপকরণের মূল্য পরিবর্তন হলেই মূল্য ঘোষণা দিতে হবে। তবে, উপকরণের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও দুটি শর্ত পরিপালন করতে পারলে নতুন করে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে না। এই পদ্ধতি পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

প্রশ্ন-১৪০ঃ বিধি-১ঘ, ১ঙ: পণ্যের গায়ে, ধারকে, মোড়কে খুচরা মূল্য মূদ্রিত থাকলে, মুদ্রিত খুচরা মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য ঘোষণা দেয়ার বিধার করা হয়েছে। পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরঃ 'মূসক-১' ফরমের মাধ্যমে পূর্বের মত মূল্য ঘোষণার নিয়ম বহাল আছে। 'মূসক-১' ১৬ কলাম বিশিষ্ট একটি ফরম। উৎপাদনকারীদের জন্য সহজ করার প্রয়োজনে ৮ কলাম বিশিষ্ট 'মূসক-১ঘ' ফরম সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে এই সুবিধা নিতে পারবে যদি তার পণ্যের গায়ে বা মোড়কে বা থলিয়ায় খুচরা মূল্য মুদ্রিত থাকে। তাকে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে 'মূসক-১ঘ' ফরমে। তবে, ঘোষিত মূল্য মুদ্রিত খুচরা মূল্যের দুই-তৃতিয়াংশের কম হতে পারবে না। বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্য অনুমোদন করতে হবে। এই পদ্ধতিতে কোন সংযুক্তি প্রদানের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র পণ্য বা ধারক, বা মোড়কের নমুনা দাখিল করতে হয় - যেখানে সর্ব্বোচ্চ খুচরা মূল্য মুদ্রিত থাকে। অন্যদিকে, 'মূসক-১' ফরমে মূল্য ঘোষণা দিতে হলে সকল সংযুক্তি প্রদান করতে হয়। এভাবে 'মূসক-১ঘ' ফরমের মাধ্যমে মূল্য ঘোষণা প্রদান সহজ করা হয়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হলো 'মূসক-১' ফরমে মূল্য ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ দলিলাদি দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। আর 'মূসক-১ঘ' ফরমের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ খুচরা মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়। কোন দলিলাদি দাখিল করতে হয় না। 'মূসক-১' ফরমে মূল্য ঘোষণা দাখিলের ক্ষেত্রে দলিলাদি দাখিল এবং কাজ বেশি। কিন্তু মূসক প্রদান করতে হয় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে। আর 'মূসক-১ঘ' ফরমের ক্ষেত্রে দলিলাদি দাখিল ও কাজ কম, তবে মূসক পরিশোধ করতে হয় অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে।

প্রশ্ন-১৪১ঃ মূল্য ঘোষণায় ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্য পণের পরিবর্তন না ঘটলে এবং মূল্য সংযোজন পরিবর্তনের হার ৫ শতাংশের কম হলে নতুন করে মূল্য ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন নেই - এর অর্থ কি?

উত্তরঃ বিধি-৩ এ উপ-বিধি ২(খ) ২০১০ অর্থবছরের বাজেটের সময় সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই উপ-বিধিতে একটি পদ্ধতি বিধৃত আছে। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে দুটি শর্ত পালন করতে পারলে উপকরণের মূল্য পরিবর্তন হলেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয় না। মূল্য ঘোষণা সহজ করার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে মূল্য ঘোষণা প্রদানকারীগণ দাবি জানিয়ে আসছেন। কারণ, বার বার মূল্য ঘোষণা প্রদান করা বেশ অসুবিধাজনক। তাই, মূল্য ঘোষণা সহজ করার জন্যে দুটি পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। একটি হলো ফরম "মূসক-১ঘ" - যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর একটি পদ্ধতি হলো বিধি ৩(২খ) এ বিধৃত পদ্ধতি যা এখন আলোচনা করা হবে। এই পদ্ধতি অনুসারে, উপকরণের মূল্য পরিবর্তন হলেও

(সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়) উৎপাদনকারী যদি মূল্য সংযেজন ৫ শতাংশের কম পরিবর্তন (হ্রাস বা বৃদ্ধি) করে মূসক আরোপযোগ্য মূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পারেন তাহলে তার নতুন করে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে না। তিনি পূর্বে ঘোষিত মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিবেন।
একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়।

'মূসক-১' : মূল্য ঘোষণা ফরমঃ

পূর্বের ঘোষণাঃ ধরুন একটি প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত একটি পণ্যের উপকরণের মূল্য ৭৩ টাকা এবং মূল্য সংযোজন ১০০ টাকা। ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য ১৭৩ টাকা।

উপকরণের পরিমাণ	উপকরণের মূল্য	মূল্য সংযোজনের খাত/আইটেমের নাম	মূল্য সংযোজনের পরিমাণ		মূসক আরোপযোগ্য মূল্য	
(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১৩)	(১৪)	(১৬)
	৭৩		১০০		১৭৩	

উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেলেঃ উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ টাকা থেকে ৭৬ টাকা হয়েছে। এখন মূল্য সংযোজন ৩ টাকা কমিয়ে ৯৭ টাকা করা হয়েছে। এখানে ৩ শতাংশ মূল্য সংযোজন কমেছে। ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য পূর্বের ন্যায় ১৭৩ টাকা আছে। দুটি শর্ত পূরণ করা হয়েছে। তাই, নতুন করে মূল্য ঘোষণা দিতে হবে না।

উপকরণের পরিমাণ	উপকরণের মূল্য	মূল্য সংযোজনের খাত/আইটেমের নাম	মূল্য সংযোজনের পরিমাণ		মূসক আরোপযোগ্য মূল্য	
(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১৩)	(১৪)	(১৬)
	৭৬		৯৭		১৭৩	

উপকরণের মূল্য হ্রাস পেলেঃ উপকরণের মূল্য হ্রাস পেয়ে ৭০ টাকা হয়েছে। মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করে ১০৩ টাকা করা হয়েছে। এখানে মূল সংযোজন ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভ্যাট আরোপযোগ্য মূল্য ১৭৩ টাকা আছে। পরিবর্তন হয়নি। নতুন করে মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে না।

উপকরণের পরিমাণ	উপকরণের মূল্য	মূল্য সংযোজনের খাত/আইটেমের নাম	মূল্য সংযোজনের পরিমাণ		মূসক আরোপযোগ্য মূল্য	
(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১৩)	(১৪)	(১৬)
	৭০		১০৩		১৭৩	

প্রশ্ন-১৪২: সিকিউরিটি সার্ভিসের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সেবার মূল্য ১০০ টাকা এবং মূসক ১৫ টাকা। মোট বিল ১১৫ টাকা। উৎসে ১১৫ টাকার ওপর ১৫% কর্তন হবে না-কি ১০০ টাকার ওপর ১৫% কর্তন করতে হবে?

উত্তর: সেবার ক্ষেত্রে মূসক প্রযোজ্য হবে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। এখানে সর্বমোট প্রাপ্তি ১০০ টাকা। মূসক ১৫ টাকা। ইহা মূসক চালানে আলাদাভাবে উলেখ থাকতে হবে। উৎসে কর্তনকারী এই মূসকের অংশটুকু অর্থাৎ ১৫ টাকা উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-১৪৩: শো-রুম থেকে গাড়ী বিক্রি করলে বর্তমানে উৎসে মূসক কর্তনের বিধান কি?

উত্তর: শো-রুম থেকে গাড়ি বিক্রির কাজটি আমারদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ট্রেডিং হিসেবে বিবেচিত। তাই, বিক্রেতাকে ট্রেড ভ্যাট-এর যে কোন একটি পদ্ধতিতে থাকতে হবে। ট্রেড ভ্যাট এর বর্তমানে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। ১. স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি; ২. ৪ শতাংশ ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি; এবং ৩. প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট এর অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গাড়ি বিক্রোত প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতিতে থাকতে পারবে না। কারণ, প্যাকেজ ভ্যাট সুবিধা পায় ছোট ছোট দোকান। তাই, গাড়ি বিক্রেতাকে প্রথম দুটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে থাকতে হবে। গাড়ি বিক্রেতা "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করে গাড়ি সরবরাহ করবে। সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী "মূসক-১১" চালানপত্রসহ সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় না।

প্রশ্ন–১৪৪: একটি প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে। তবে, নিজে মূল্য পরিশোধ করে না। প্রতিষ্ঠানটি বিক্রেতাকে লোকাল এলসি প্রদান করে। বিক্রেতা পণ্য সরবরাহের পর এলসি'র নিয়ম অনুসারে ব্যাংকের মাধ্যমে মুল্য পরিশোধ করা হয়। প্রশ্ন হলো এখানে উৎসে মূসক কর্তন কে করবে?

উত্তর: ব্যাংক মূল্য পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-০৭এর উপানুচ্ছেদ নং-(চ)তে উহা বর্ণীত আছে।

প্রশ্ন-১৪৫: যন্ত্রাংশ (**Spare Parts**) এর ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, রেয়াত নেয়া যাবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-২(গ)(অ) অনুসারে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ (Machinery and Spare Parts) উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। যন্ত্রাংশ যেহেতু উপকরণ হিসেবে বিবেচিত, সেহেতু যন্ত্রাংশের ওপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়া যাবে। তবে, মূল্য ঘোষণায় 'যন্ত্রাংশ' উলেখ থাকতে হবে।

প্রশ্ন-১৪৬: অফিসের জন্য বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছে। উক্ত বাড়ির একটা অংশ অফিস প্রধানের অফিসিয়াল বাসা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাসা অংশের ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি?

উত্তরঃ এখানে বাড়ি ভাড়ার চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। অফিসের জন্যে এবং বাসার জন্যে যদি আলাদা আলাদা চুক্তি করা হয়, তাহলে বাসা অংশের ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। শুধুমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য চুক্তি করলে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১৪৭ঃ অনুষ্ঠান আয়োজন করার সময় খাবারের বিল, মাইকের বিল ইত্যাদির ওপর ১৫% মূসক পরিশোধ করেছে। সর্বমোট মূল্যের ওপর অনুষ্ঠান আয়োজক হিসাবে ১৫% মূসক আরোপ করে বিল দিয়েছে। সঠিক আছে কি?

উত্তরঃ সঠিক আছে। অনুষ্ঠান আয়োজক যাকে সেবা প্রদান করে তাকে বিল দিবে ১৫% ভ্যাটসহ। সেবা গ্রহীতা যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী হয়, তাহলে ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। অবশিষ্ট অর্থ অনুষ্ঠান আয়োজককে প্রদান করবে। অনুষ্ঠান আয়োজক তার সেবা প্রদানের জন্য আরো অনেক পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে পারে। সেখানে ভ্যাট প্রযোজ্য থাকলে পরিশোধ করতে হবে। অনুষ্ঠান আয়োজক যদি রেয়াত নেয়ার জন্য নিয়ম-কানুন পালন করে, তাহলে রেয়াত নিতে পারবে। অনুষ্ঠান আয়োজক যাকে সেবা দেয় তার বিবেচনার বিষয় নয় যে, অনুষ্ঠান আয়োজক কি কি সেবা ক্রয় করেছে এবং কোথায় কোথায় ভ্যাট পরিশোধ করেছে। তবে, যদি অনুষ্ঠান আয়োজকের সাথে সেবা গ্রহীতার চুক্তি থাকে যে, অনুষ্ঠান আয়োজকের প্রকৃত খরচের সাথে একটা নির্দিষ্ট পারসেন্টেজ যোগ করে তাকে বিল দেয়া হবে। তাহলে অনুষ্ঠান আয়োজক সেভাবে বিল দাখিল করবে। তার প্রকৃত খরচের প্রমাণস্বরূপ তার সকল ক্রয়ের চালানপত্র, ক্যাশমেমো ইত্যাদি দাখিল করবে। এর ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ পারসেন্টেজ যোগ করে বিল দাখিল করবে। মোট বিলের ওপর ভ্যাটের পরিমাণ উলেখ করবে। আরো উলেখ্য, যে বিলের ভেতরেও ভ্যাটের পরিমাণ অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সর্বমোট মূল্যকে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-১৪৮ঃ খাবার সরবরাহ নিলে কত পারসেন্ট ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?

উত্তরঃ ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। খাবার সরবরাহ নেয়া অর্থ ক্যাটারিং-এর সেবা নেয়া। অনেকে ভুল করে এই সেবাকে রেস্তোরাঁ সেবা হিসেবে মনে করে। আবার, অনেকে যোগানদার হিসেবে ৪% উৎসে কর্তন করে। ইহা সঠিক নয়। খাবার খেয়ে আসলে বা কিনে আনলে রেস্তোরাঁ হিসেবে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। খাবার কেউ সরবরাহ দিয়ে গেলে ক্যাটারার্স হিসাবে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন-১৪৯ঃ বীমা কোম্পানী রেয়াত নিতে পারবে কি?

উত্তরঃ পারবে। বীমা সেবা একটি মূসকযোগ্য সেবা। বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতাকে এই সেবা প্রদান করে। এই সেবা প্রদান করতে বীমা কোম্পানী যদি কোনো ভ্যাট পরিশোধিত উপকরণ ব্যবহার করে, তাহলে পূর্বে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে। বীমা কোম্পানী তার উৎপাদিত সেবার ওপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করে। তাই, বীমা কোম্পানী উপকরণ কর রেয়াত পাবে। রেয়াত নিতে হলে ভ্যাট সংক্রান্ত যাবতীয় রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। ক্রয় হিসাব রেজিস্টার (মূসক-১৬) এবং বিক্রয় হিসার রেজিস্টার (মূসক-১৭) সংরক্ষণ করতে হবে। বীমা কোম্পানীকে আলাদা কোনো মূসক চালান ইস্যু করতে হবে না। কারণ, বীমা কোম্পানীর রিসিপ্টকে মূসক চালান হিসেবে ঘোষণা করা আছে। বীমা কোম্পানী রেয়াত নিতে চাইলে চলতি হিসাব রেজিস্টার অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, "মূসক-১৯" ফরমে দাখিলপত্র দাখিল করতে হবে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে। এ সকল রেজিস্টারসমূহ ম্যানুয়্যালী সংরক্ষণ করা যায়। আবার, কম্পিউটারের মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়।

কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হলে সফটওয়্যারটি কমিশনারের নিকট থেকে অনুমাদন করিয়ে নিতে হবে। হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত এ সকল জটিলতার কারণে বীমা কোম্পানীসমূহ রেয়াত গ্রহণ করে না। শুধু বীমা কোম্পানী নয়, অধিকাংশ সেবা প্রদানকারী এ সকল জটিলতার কারণে রেয়াত গ্রহণ করে না বা করতে পারে না। এর মধ্যে ব্যাংক অন্যতম। ব্যাংকও একইভাবে রেয়াত গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন-১৫০: কোনো প্রতিষ্ঠান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হলে কোন্ ফরমে আবেদন করতে হবে?

উত্তর: "মূসক-৯" ফরমে আবেদন করতে হবে। এই ফরমটির কিরোনামা হলো: ব্যবসায়ের স্থান বা পরিস্থিতির পরিবর্তনের আবেদনপত্র। এই পরিবর্তনগুলো হতে পারে স্থান পরিবর্তন, বা অঙ্গনের কোনো পরিবর্তন বা প্রতিষ্ঠানের স্ট্যাটাসের কোনো পরিবর্তন; যেমন: পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল, বর্তমানে লিমিটেড কোম্পানী করা হয়েছে অথবা পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তুতকারক এবং আমদানিকারক ছিল, বর্তমানে এর সাথে সেবা প্রদানকারী যোগ করতে হবে ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৫১: ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করলে কি হবে?

উত্তর: ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্রয় করলে রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩৭(২)(ট) অনুযায়ী অপরাধ সংঘটিত হবে। সে মোতাবেক ক্রেতার বিরুদ্ধেও ভ্যাট আইনে মামলা দায়ের করা যাবে। বিশেষ করে টেন্ডার/কার্যাদেশের বিপরীতে ক্রয় করার ক্ষেত্রে ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া ক্রয় করা যাবে না। ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া কেউ টেন্ডারে অংশগ্রণ করতে পারবে না - টেন্ডারের শর্তে এ বিষয়টি উলেখ করে দিতে হবে।

প্রশ্ন-১৫২: অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক চালান ইস্যূ করার প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর: যে প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য/সেবা সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠানের জন্য মূসক চালান ইস্যূ করার প্রয়োজন নেই। তবে, যে প্রতিষ্ঠান ভ্যাটযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য/সেবা সরবরাহ করে, সে প্রতিষ্ঠানের জন্য উভয় পণ্য/সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক চালান ইস্যু করতে হবে। এতে হিসাবে স্বচ্ছতা থাকবে এবং রেয়াত ও প্রদেয় হিসাব সঠিকভাবে নির্ণয় করা সহজ হবে। করযোগ্য এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ফরমে মূল্য ঘোষণার বিধান আছে।

প্রশ্ন-১৫৩: ওয়েবসাইট নির্মাণের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি?

উত্তর: ওয়েবসাইট নির্মাণের ওপর আইনে ভ্যাট অব্যাহতি নেই। অর্থাৎ ওয়েবসাইট নির্মাণের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। কিন্তু এখানে কতিপয় বাস্তবতার কারণে ভ্যাট আদায় হচেছ না। তা হলো যে সকল প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট নির্মাণ করে, তারা সফটওয়্যার নির্মাণ করে এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত আরো কতিপয় কার্যসম্পাদন করে থাকে। সফটওয়্যার এর ওপর আমদানি এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ করা আছে। তাছাড়া, কম্পিউটার এবং এর আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ করা আছে। তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহা সরকারের প্রাধিকার প্রাপ্ত একটি খাত। এসকল কারণে ওয়েবসাইট নির্মাণের ওপর ভ্যাট মওকুফ না থাকলেও এ খাতে আমার জানা মতে ভ্যাট আদায় হচেছ না। অর্থাৎ যারা ওয়েবসাইট নির্মাণ করেন তারা ক্রেতার নিকট থেকে ভ্যাট গ্রহণ করছেন না এবং তারা সরকারকে ভ্যাট পরিশোধ করছেন না। তবে, ওয়েবসাইট নির্মাণ করে যদি

কোনো দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয়, যে দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব রয়েছে, সে দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান যাদের মধ্যে ভ্যাট বিষয়ে সচেতনতা আছে, তারা উৎসে ভ্যাট কর্তন করছে। তবে, আশার কথা হলো, ২০১২ অর্থবছরের বাজেটে 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা'র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং কোড নির্ধারণ করা হয়েছে। সেবার কোড হলো এস০৯৯.১০। এবং সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৪.৫ শতাংশ। তাই, অনেক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ভ্যাট প্রদানে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন-১৫৪: আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে কি?

উত্তর: আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর (এআইটি) পণ্যের মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে না। দু'টি কর মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে না। একটি হলো - উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট); এবং অন্যটি হলো - উপকরণের ওপর পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর। ভ্যাট অর্থ এটিভিও। এর কারণ হলো, উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট উৎপাদক রেয়াত নিয়ে নেন। এই ভ্যাট তার খরচ নয়। তিনি যখন পণ্য বিক্রি করেন তখন উক্ত পণ্যের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট পণ্য ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করে নেন। তাই, এই পণ্যের মূল্যের মধ্যে উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট উলেখ করার প্রয়োজন নেই। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৫ এর উপধারা-২ এ ইহা উলেখ আছে। একই কারণে উপকরণের ওপর পরিশোধিত অগ্রীম আয়কর মূল্য ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে না। কারণ, উক্ত অগ্রীম আয়কর আমদানিকারক/উৎপাদকের খরচ নয়। তিনি তার বার্ষিক আয়কর রিটার্ণ দাখিল করার সময় তার প্রদেয় আয়করের বিপরীতে অগ্রীম প্রদত্ত আয়কর রেয়াত/সমন্বয় করে নেবেন। তাই, উপকরণের ওপর প্রদত্ত অগ্রীম আয়কর তার কোনো উৎপাদন খরচ নয় বিধায় মূল্য ঘোষণায় উহা উলেখ করতে হবে না।

প্রশ্ন-১৫৫: টেক্সটাইল বা ডেনিম কাপড়ের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মডেলের কাপড় তৈরী করতে হয়। তাই, প্রতিটির ইয়ার্ণ এবং কেমিক্যাল কম্পোজিশন আলাদা। পৃথক মূল্য ঘোষণা দেয়া কঠিন। করণীয় কি?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর আইন অনুসারে প্রতিটি পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। পণ্যের উপকরণে কোনো পরিবর্তন হলে, মূল্য সংযোজনে কোনো পরিবর্তন হলে বা পণ্যের বিক্রয়মূল্যে কোনো পরিবর্তন হলে, নতুন করে উক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। কোনো পণ্যের মডেল বা কম্পোজিশন যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নতুন পণ্যটি আর পূর্বের পণ্য থাকে না। নতুন একটি পণ্যে রূপান্তরিত হয়। তাই, নতুন পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। পণ্যের কম্পোজিশন পরিবর্তন না হয়ে যদি শুধু মূল্যে পরিবর্তন হয় তাহলে কিছু শর্ত সাপেক্ষে মূল্য ঘোষণা না দেয়ার বিধান আছে - যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে (প্রশ্ন নং . . . দেখুন)। তবে, পণ্যের কম্পোজিশন যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে। এ ধরনের পণ্য খুব বেশী নেই। তাই, এই অসুবিধা দূর করার জন্যে এখনও কোন বিধি-বিধান প্রণীত হয়নি।

প্রশ্ন-১৫৬: বিধি ১৯ এর উপবিধি (১ক) এর দফা (খ) এ বর্ণিত যে সকল সেবার উপর পরিশোধিত মূসকের ৬০% রেয়াত নেয়া যাবে। উলেখিত সেবাসমূহের উপর উৎসে কর্তিত মুসকের ৬০% এর কথাই কি এখানে বলা হয়েছে ?

উত্তরঃ না। এখানে উৎসে কর্তনের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। উৎসে কর্তন এবং রেয়াত দুটি আলাদা বিষয় তা আলাদাভাবে দেখতে হবে। অনেকেই উৎসে কর্তন এবং রেয়াত দুটি বিষয় এসাথে গুলিয়ে ফেলেন - যা সঠিক নয়। বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (১ক) এর দফা (খ) তে বলা হয়েছে যে, এসকল সেবা যদি কারোর উপকরণ হয়, তাহলে উপকরণের ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তার ৬০% রেয়াত পাবে। ১০০% রেয়াত পাবে না। যেমনঃ টেলিফোন একটি সেবা। ইহা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানে টেলিফোন ব্যবহার করা হয়। টেলিফোনের উপর ভ্যাট প্রদান করা হয়। এই ভ্যাট শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি ৬০% রেয়াত নিতে পারবে। তাকে ১০০% রেয়াত দেয়া হয় না। কারণ হলো, টেলিফোনটি ব্যাক্তিগত প্রয়োজনেও অনেক সময় ব্যবহার হয়ে থাকে। উৎসে কর্তন এবং রেয়াত দুটি আলাদা বিষয় এক করে দেখা সঠিক নয়।

প্রশ্ন-১৫৭ঃ যেসকল সেবার উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত নেয়ার সুযোগ আছে; সে সকল সেবাকে ফরম 'মূসক-১' এর কোনো নির্দিষ্ট পার্শ্বে (উপকরণ খাতে বা সংযোজনের খাতে) প্রদর্শন করার বিধান আছে কি?

উত্তরঃ মূলতঃ ফরম 'মূসক-১' এর মাধ্যমে কোনো পণ্যের মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হয়।'মূসক-১' ফরমে মোট ১৬টি কলাম রয়েছে। এর মধ্যে কলাম ৫, ৬ ও ৭ উপকরণ সংশিষ্ট এবং কলাম ৮ ও ৯ মূল্য সংযোজন সংশিষ্ট। কলাম ৫ এ উপকরণের বিবরণ লিখতে হয়, কলাম ৬ এ উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ লিখতে হয় এবং কলাম ৭ এ ব্যবহার্য উপকরণের ক্রয়মূল্য লিখতে হয়। ভ্যাট ব্যবস্থায় 'উপকরণ' শব্দটির বিশেষ অর্থ এবং তাৎপর্য রয়েছে যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় যে যে উপাদানগুলো 'উপকরণ' হিসেবে বিবেচিত হয়, কেবলমাত্র সেগুলো ৫, ৬ ও ৭ নং কলামে লিখতে হবে। ৮ নং কলামে লিখতে হবে মূল্য সংযোজনের খাত বা আইটেমের নাম এবং ৯ নং কলামে উক্ত আইটেমের পরিমাণ টাকায় লিখতে হবে। যে সকল উপকরণ আংশিক রেয়াত নেয়া যায়, যেমনঃ টেলিফোন সে সকল উপকরণের ৬০% 'মূসক-১' ফরমের ৫, ৬, ৭ নং কলামে লিখতে হবে। অবশিষ্ট ৪০% ৮ ও ৯ নং কলামে লিখতে হবে। উপকরণ ক্রয়ের স্বপক্ষে যদি মূসক চালান বা বিল-অব-এন্ট্রি না থাকে, তাহলে রেয়াত পাওয়া যায় না। রেয়াত পাওয়া না গেলেও এই উপাদানগুলো কলাম ৫, ৬ ও ৭ এ লিখতে হবে। তবে, কিছু কিছু বিষয় এভাবে পার্থক্য করা যাবে না। সেগুলো যেকোন একদিকে লিখতে হবে।

প্রশ্ন-১৫৮ঃ আমরা জানি যে বিনা মূল্যে পণ্য সরাবরাহের ক্ষেত্রে মূসক প্রদান করতে হয়। এরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে কিভাবে মূসক চালান ইস্যু করতে হবে, বিক্রয় বহিতে লিখতে হবে সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে আলোকপাত করুন।

উত্তরঃ বিনা মূল্যে প্রদত্ত পণ্যের জন্য পৃথক 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করতে হবে। চালানে লেখা থাকবে বিনা মূল্যে সরবারহ করা হল। বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৭) 'মূসক-১১' চালানটি এন্ট্রি করার সময় উক্ত রেজিস্টারের মন্তব্য কলামে লিখতে হবে যে, এই চালানে উলিখিত পণ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। চলতি হিসাব (মূসক-১৮) রেজিস্টারে এন্ট্রি করার প্রয়োজন নেই। কর মেয়াদ শেষে যে পরিমাণ পণ্য বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে, তার উপর আনুপাতিক হারে উপকরণের উপর গৃহীত রেয়াত ঋণাত্বক সমন্বয় (নেগেটিভ এ্যাডজাস্টমেন্ট) করতে হবে।

প্রশ্ন-১৫৯: একটি প্রতিষ্ঠান C007.71 কোডের আওতায় প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল তৈরী করে। 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ সরবরাহ প্রদান করে। এখানে উৎসে মূসক কর্তন করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর: C007.71 বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি Activity Code. উলেখ্য, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় মূসকযোগ্য সকল পণ্যকে Activity Code এবং মূসকযোগ্য সকল সেবাকে Service Code প্রদান করা হয়েছে। Activity Code C007.71 এর পণ্যের বিবরণ হলো: Packaging Material/Products. অর্থাৎ কোনো প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল/প্রোডাক্ট তৈরী করলে তা পণ্য হিসেবে গণ্য হবে। যেমন: ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদি। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা তাদের পণ্য প্যাকিং করার জন্যে ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদি নিজেরা প্রস্তুত না করে, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উহা ক্রয় করে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ফয়েল, কার্টন, প্যাকেট ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রি করে, তারা উৎপাদক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু কেউ কেউ ভুল করে এই কাজকে ছাপাখানা বলে মনে করে। উলেখ্য, ছাপাখানা অর্থ হলো পুস্তক, পত্রিকা বা অন্যকিছু ছাপার কাজ করা। এখানে ছাপার কাজটি মুখ্য। ছাপার কাজ বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবা হিসেবে বিবেচিত এবং সংজ্ঞায়িত আছে। আরো উলেখ্য যে, ছাপার পর বাঁধাই করার কাজ ভ্যাটমুক্ত। যাহোক, ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদিতে কিছু ছাপার অংশ থাকতে পারে। যেমন: ফয়েলের ওপর উৎপাদকের নাম, ঠিকানা, ব্র্যান্ড ইত্যাদি ছাপানো থাকে। এখানে ছাপার কাজটি মুখ্য নয়। এখানে ফয়েলটি প্রস্তুত করা মুখ্য বিষয়। তাই, ইহাকে সেবার কোডের আওতায় না রেখে পণ্যের Activity Code এর আওতায় রাখা হয়েছে।

এখন উৎসে মূসক কর্তনের কথায় আসি। আইনের বিধান হলো যে, কোনো উৎপাদনকারী যদি 'মূসক-১১' চালান বা 'মূসক-১১' চালান হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানসহ কোন পণ্য সরবরাহ করে, তাহলে উক্ত সরবারহ যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ উক্ত সরবরাহটি সেবা সরবরাহ নয় বরং পণ্য সরবরাহ। পণ্য যদি কেউ উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে কোথাও সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে তার এই সরবরাহ যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ৪% মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু উৎপাদক সরাসরি 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেছে, সেহেতু এই সরবরাহ যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই, এই সরবরাহের ওপর মূসক উৎসে কর্তনের আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্ন-১৬০: ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী যন্ত্রাংশ আমদানি করেছে। যন্ত্রাংশের ওপর আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ। রেয়াত নিতে পারবে। তবে, রেয়াত নেয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো উপকরণ তার ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারীকে 'মূসক-১৬' রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে যেহেতু মূল্য ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজন নেই তাই, মূল্য ঘোষণায় উপকরণ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে না। তাছাড়া, রেয়াত নিতে হলে অন্যান্য হিসাবপত্র সঠিকভাবে রাখা প্রয়োজন। সাধারণত: অনেক সেবা প্রদানকারী হিসাবপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে না বিধায় রেয়াত নিতে পারে না। সকল হিসাবপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে উপকরণ কর রেয়াত পেতে কোনো আইনগত বাঁধা নেই।

প্রশ্ন-১৬১: একটি ব্যাংক কর্মকর্তা রিক্রুট করবে। ব্যাংক নিজে রিক্রুট না করে এই কাজ অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করেছে। এখানে ভ্যাটের বিধান কি?

উত্তরঃ এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক চুক্তি করে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে রিক্রুট করার দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। রিক্রুটকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এ ধরণের সেবা এসআরও নং-১৭৫-আইন/২০১১/৫৯৮-মূসক, তারিখঃ ০৯ জুন, ২০১১ তে সরাসরি সংজ্ঞায়িত নেই। এই সেবাটি দুটি সংজ্ঞার অধীনে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। একটি হলো এস০৩২: কনসালটেন্সী ফার্ম, আর দ্বিতীয়টি হলো এস০৭২: মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান। এ দুটি সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫%। তাই, কোন সেবার কোডের আওতায় ভ্যাট পরিশোধ করা হলো তা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে, সেবাটি কনসালটেন্সী ফার্মের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমার অভিমত। কারণ, এখানে রিক্রুটকারী প্রতিষ্ঠানটি তার জনবল ব্যাংকে সরবরাহ করছে না। বরং ব্যাংককে একটি সেবা প্রদান করছে। কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্মের সংজ্ঞায় উলেখ আছে যে, পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান বা তদারকি করার কাজ কনসালটেন্সী সেবার আওতাভুক্ত হবে। আলোচ্য কাজটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা তদারকির কাজ। তাই, কনসালটেন্সী সেবা হিসাবে ১৫% হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। উলেখ্য, বর্তমানে কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজরী ফার্ম সেবার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান আছে। তাই, রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানটি তাদের চুক্তি এমনভাবে সম্পাদন করবে যেন, চুক্তিমূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত থাকে। ব্যাংক চুক্তিমূল্য পরিশোধ করার সময় ১৫% ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-১৬২: উৎপাদনস্থল হতে মূসক চালানসহ ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করার নিয়ম কি?

উত্তরঃ আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্ণিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এভাবে বিবেচনা করার জন্য আইনের বিধান আছে। ফার্ণিচার সেবার ওপর উৎপাদনস্তরে ভ্যাটের হার ৬% এবং বিপননস্তরে অর্থাৎ শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪%। তবে, শো-রুমে ৪% ভ্যাট দিতে হলে এই ফার্ণিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬% ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ "মূসক-১১" চালানপত্র প্রদর্শন করতে হবে। প্রয়োজনে অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান উপস্থাপন করা যেতে পারে। শো-রুমে যদি উৎপাদনস্তরে ৬% ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ উপস্থপন করা না হয়, তাহলে শো-রুমে ৬%+৪% সর্বমোট ১০% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

উৎপাদনস্থল হতে যদি সরাসরি ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ৬%। তবে, সকল দলিলাদি উৎপাদনস্থলের ঠিকানায় হতে হবে। যেমনঃ মূল্য সংযোজন করের আওতায় নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ সংখ্যা ইত্যাদি। তাছাড়া, টেন্ডার দাখিলের সময় কোটেশন এবং অন্য সকল দলিলাদিতে উৎপাদনস্থলের ঠিকানা থাকলে এই সরবরাহ উৎপাদনস্থল হতে করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সরবরাহ যখন উৎপাদনস্থল থেকে করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে সকল দলিলাদি আছে তখন এখানে ৬% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৬৩: ইপিজেড এ অবস্থিত ব্যাংক রপ্তানিকারককে সেবা দিয়ে যে কমিশন পায় তার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন।

উত্তরঃ হ্যাঁ। এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। উক্তরূপ কমিশনের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে কতিপয় ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তার একটি হলো - রপ্তানির ওপর কোনো ভ্যাট নেই। এরূপ ধারণা সঠিক নয়। কোন্ কোন্ পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য নেই তা আইনে সুস্পষ্টভাবে উলেখ আছে। মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিল, দ্বিতীয় তফসিল এবং

অব্যাহতি প্রজ্ঞাপনসমূহে যে সকল পণ্য বা সেবার উলেখ আছে, কেবলমাত্র সে সকল পণ্য বা সেবা ভ্যাট হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ইপিজেড এলাকায় যে সকল প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে, তারা বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত। তারা বন্ড লাইসেন্সের আওতায় শুল্কমুক্তভাবে উপকরণ আমদানি করে থাকে। উক্ত উপকরণ ব্যবহার করে, পণ্য উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করে। রপ্তানি পণ্যের ওপর কোনো শুল্ক-করাদি পরিশোধ করতে হয় না। আর তাদের উপকরণ যেহেতু শুল্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানিকৃত, সেহেতু তাদের রপ্তানির বিপরীতে কোনো রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়ার প্রয়োজন হয় না। এভাবে রপ্তানি পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর সরকার শুল্ক-করাদি মুক্ত করেছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান শতভাগ রপ্তানি করে, সে সকল প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা ভোগ করতে পারে। যে সকল প্রতিষ্ঠান বন্ড লাইসেন্স পাইনি, তারা শুল্ক-করাদি পরিশোধ করে উপকরণ আমদানি/ক্রয় করে। উক্ত উপকরণ ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানি করার পর উপকরণের ওপর ব্যবহৃত শুল্ক-করাদি রেয়াত/প্রত্যর্পণ নিতে পারে। তবে, রপ্তানি সংশিষ্ট কিছু কিছু সেবার ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া আছে। যেমন: রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। যে সকল সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়নি, সে সকল সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১৬৪: শো-রুম থেকে মূসক চালানপত্র ব্যতীত উৎসে মূসক কর্তনকারীর নিকট ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়েছে। এখানে কিভাবে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে?

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্ণিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এভাবে সেবা হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আইনে বিধান রয়েছে। ফার্ণিচার সেবার ওপর উৎপাদনস্তরে ভ্যাটের হার ৬% এবং বিপননস্তরে অর্থাৎ শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪%। তবে, শো-রুমে ৪% ভ্যাট দিতে হলে এই ফার্ণিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬% ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ "মূসক-১১" চালানপত্র প্রদর্শন করতে হয়। প্রয়োজনে পরিশোধিত ভ্যাটের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান উপস্থাপন করা যেতে পারে। শো-রুমে যদি উৎপাদন স্তরে ৬% ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ উপস্থপন করা না হয়, তাহলে শো-রুমে ১০% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনস্তরের ৬% ভ্যাট এবং শো-রুমের ৪% একত্রে পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে শো-রুম থেকে ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়েছে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট। কোনো ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করা হয়নি। তার অর্থ হলো, এই ফার্ণিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ের ৬% ভ্যাট এবং শো-রুমের ৪% ভ্যাট অপরিশোধিত রয়েছে। তাই, উৎসে কর্তনকারী বিল পরিশোধের সময় সর্বমোট ১০% ভ্যাট উৎসে কর্তন করবেন।

প্রশ্ন-১৬৫: একটি প্রতিষ্ঠান তার ভবন নির্মণ করার জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে। চুক্তি সম্পাদনের সময় ঠিকাদারের ওপর (নির্মাণ সংস্থা) ভ্যাটের হার ছিল ৪.৫%। ইতোমধ্যে এই হার ৫.৫% এ উন্নীত হয়েছে। এই অতিরিক্ত ১% ভ্যাট কে প্রদান করবে?

উত্তর: ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাট প্রদান করবেন সর্বশেষ ভোক্তা। ভ্যাট হলো একটি ভোক্তা কর (ConsumptionTax)। ভ্যাটের আপতন সব সময় ভোক্তার ওপর বর্তাবে। ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি পণ্য বা সেবা যত হাত বদল হোক না কেনো সকল স্তরে প্রদত্ত ভ্যাট পরবর্তী স্তরে রেয়াত নিয়ে নেবে। অর্থাৎ পণ্য বা সেবাটি ভোগ হওয়ার পূর্বে যত হাত বদল হয় তাদের কেউ এই পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট প্রদান করেন না। তারা পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নিয়ে নেন। এবং তার কর্তৃক মূল্য সংযোজন করার পর প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের ওপর ভ্যাট দেন। অর্থাৎ তিনি ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের যে পার্থক্য তার ওপর

ভ্যাট প্রদান করেন। এভাবে সর্বশেষ ভোক্তার কাছে যখন পণ্য বা সেবাটি পৌঁছায় তখন তিনি মূল্য এবং ভ্যাট পরিশোধ করে পণ্য বা সেবাটি ক্রয় করেন। তিনি আর এই ভ্যাট পরবর্তী কারোর ওপর অর্পণ করতে পারেন না। অর্থাৎ সর্বশেষ ভোক্তা সমুদয় ভ্যাট প্রদান করেন। এখানে ভবনের মালিক সেবা গ্রহণ করেছেন। সেবা প্রদান করেছেন ঠিকাদার। ইতোমধ্যে যদি ভ্যাটের হার বর্ধিত হয়ে থাকে, তাহলে বর্ধিত হারে ভ্যাট সেবা গ্রহীতাকে প্রদান করতে হবে। সেবা গ্রহীতা অর্থাৎ ভবনের মালিক বর্ধিত হারে ভ্যাটসহ হিসাব করে বিল প্রস্তুত করবেন। তিনি ৫.৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করে যথাযথ নিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। ঠিকাদারকে ভ্যাট ব্যতীত বিল পরিশোধ করবেন।

প্রশ্ন-১৬৬: একটি প্রতিষ্ঠান আমানিকারক। বর্তমানে কয়েকমাস আমদানি নেই। এখন শূণ্য হারে দাখিলপত্র দিয়ে যাচ্ছে। কতদিন পর্যন্ত শূণ্য দাখিলপত্র দিতে পারবে? কখন তার নিবন্ধন বাতিল করার প্রয়োজন হবে।

উত্তর: কোনো প্রতিষ্ঠানের যদি ব্যবসায়ীক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানটি শূণ্য দাখিলপত্র পেশ করবে। কতদিন পর্যন্ত শূণ্য দাখিলপত্র পেশ করতে পারবে তা আইন ও বিধিতে সুনির্দিষ্টভাবে উলেখ নেই। প্রতিষ্ঠানটি যদি পরবর্তীতে আবার ব্যবসা করার ইচ্ছা রাখে তাহলে নিয়মিতভাবে শূণ্য দাখিলপত্র পেশ করবে। তা যতদিনই সাময়িক বন্ধ থাকুক না কেনো। প্রতিষ্ঠানটি আবার যখন ব্যবসায়ীক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে শুরু করবে তখন তার নিয়মিত দাখিলপত্র প্রদান করবে। এমত পরিস্থিতিতে নিবন্ধন বাতিল করতে হবে কি-না সে সিদ্ধান্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণ করাই শ্রেয়। নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তার অদূর ভবিষ্যতে আর ব্যবসায় কার্যক্রম চালু করার সম্ভাবনা নেই, তাহলে নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করবে। আর যদি নিবন্ধিত ব্যক্তি মনে করে যে, ভবিষ্যতে তিনি আবারও উক্ত ব্যবসার কার্যক্রম শুরু করবেন, তাহলে তিনি শূণ্য হারে দাখিলপত্র দাখিল করে যাবেন তা যতদিন পরেই তিনি আবার ব্যবসা চালু করুন না কেন। তিনি তার নিজ প্রয়োজনেই নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করবেন। যদি ব্যবসা আর না করেন।

প্রশ্ন-১৬৭: ইপিজেড এলাকার একটি কোম্পানী পাওয়ার সাব-স্টেশন ক্রয়ের জন্য তাদের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অর্ডার দিলেন। ব্যাংকের মাধ্যেমে বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট দিলেন। এই সরবরাহ রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে কি-না।

উত্তর: রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। তবে, উক্ত পাওয়ার সাব-স্টেশন ইপিজেড এলাকায় প্রবেশ করানোর সময় শুল্ক সংক্রান্ত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক ইপিজেড-এ কাস্টমস দপ্তর রয়েছে। উক্ত দপ্তরের মাধ্যমে শুল্ক আনুষ্ঠানিকত সম্পন্ন করতে হবে। বিশেষ করে, বিল-অব-এক্সপোর্ট (শিপিং বিল) এর মাধ্যমে পণ্য প্রেরণ করতে হবে। "মূসক-২০" ফরম এবং "মূসক-১১" ফরম ব্যবহার করে পণ্য সরবরাহ প্রদান করতে হবে। রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক Proceeds Realization Certifiate (PRC) ইস্যু করতে হবে।

প্রশ্ন-১৬৮: একটি সরকারী হাসপাতাল টেন্ডারের বিপরীতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। টেন্ডারের শর্ত অনুসারে যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দিতে হবে এবং যন্ত্রপাতি এক বছর রক্ষণাক্ষেণ করতে হবে। এরজন্য আলাদা কোনো অর্থ প্রদান করা হবে না। টেন্ডার মূল্যে সব অন্তর্ভূক্ত আছে। এখানে কিভাবে উৎসে কর্তন করতে হবে?

উত্তরঃ কোনো পণ্য টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দিলে সাধারণতঃ এ ধরনের সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হয়। যোগানদার সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৪% যা উৎসে কর্তনের বিধান আছে। যোগানদার অর্থ হলো শুধুমাত্র পণ্যটি সরবরাহ দেয়া। সরবরাহ দেয়ার পর যদি স্থাপন করা হয়, তাহলে স্থাপনের কাজটি বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'নির্মাণ সংস্থা' সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫.৫%। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বিবিধ সেবা হিসেবে বিবেচিত। বিবিধ সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫%। টেন্ডার আহ্বানের সময় এভাবে Break-up দিয়ে মূল্য উলেখ করতে হয়। মূল্য পরিশোধের সময় সংশিষ্ট সেবার বিপরীতে উলিখিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। কিন্তু টেন্ডার আহ্বানের সময় এভাবে Break-up না দেয়ায় সাধারণতঃ মূল্য পরিশোধের সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাহোক, মূল্য পরিশোধের সময় Break-up দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ এবং ভ্যাট কর্তন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৬৯ঃ একটি প্রতিষ্ঠান জেনারেটর ভাড়া নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। অর্থাৎ জেনারেটরের মালিক জেনারেটর ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে জেনারেটর নিয়ে আসবে। জেনারেটরের মালিক বিদ্যুতের বিল এবং ভ্যাট ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করবে। প্রশ্ন হলো বিদ্যুৎ গ্রহীতা বিদ্যুৎ বিলের বিপরীতে প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবে কি-না।

উত্তরঃ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকারী বিদ্যুৎ বিলের সাথে ভ্যাট পরিশোধ করবে। এই ভ্যাট তিনি রেয়াত নিতে পারবেন। তবে, ১০০ ভাগ রেয়াত নিতে পারবেন না। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৯ অনুসারে বিদ্যুৎ এর উপর পরিশোধিত ভ্যাট ৮০% রেয়াত নেয়া যায়। তাই, তিনি ৮০% ভ্যাট রেয়াত নিতে পারবেন। বিদ্যুৎ সরবরাহদাতা কোনো রেয়াত নিতে পারবেন না। কারণ, বিদ্যুৎ হলো সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা। এখানে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৯ এর উপ-ধারা-(১) এর দফা-(জ) অনুসারে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা যিনি প্রদান করেন তিনি রেয়াত পান না। সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের সেবা যিনি ক্রয় করবেন তিনি রেয়াত পাবেন।

প্রশ্ন-১৭০ঃ একটি সেবা গ্রহণের বিপরীতে আংশিক মূল্য পাওয়া গেছে। এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান কি?

উত্তরঃ মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৬ এর উপ-ধারা-(৩) অনুসারে আংশিক মূল্য পাওয়া গেলে পূর্ণ মূল্যের উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। আইনে এরূপ বিধান থাকলেও বাস্তবে যেটুকু মূল্য পাওয়া যায়, সেটুকু মূল্যের উপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়। যেমনঃ নির্মাণ কাজের বেলায় বিল আংশিক দাখিল করা হয়। উক্ত আংশিক বিল পরিশোধের সময় উক্ত আংশিক বিলের উপর যে ভ্যাট প্রদেয় হবে, তা উৎসে কর্তন করা হয়।

প্রশ্ন-১৭১ঃ একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট সংক্রান্ত কি কি বিষয় পরিপালন করতে হয়?

উত্তরঃ একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিতে হয়। উপকরণ ক্রয় করার পর ক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৬) এন্ট্রি দিতে হয়। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে হয়। ভ্যাট চালান (মূসক-১১) ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করতে হয়। ভ্যাট চালান বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৭) এন্ট্রি করতে হয়। ভ্যাট চালান চলতি হিসাব পুস্তকে (মূসক-১৮) এন্ট্রি দিয়ে

প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। প্রতি মাসের দাখিলপত্র 'মূসক-১৯' ফরমে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ভ্যাট সার্কেল অফিসে দাখিল করতে হয়।

প্রশ্ন-১৭২: একটি পণ্য উৎপাদন করতে ৩০ টি আইটেম দরকার। পণ্যটি সরবরাহ করার পর ১ বছরের ওয়ারেন্টি দেয়া হয়। এই এক বছরের মধ্যে ৪ টি আইটেম নষ্ট হয়ে গেছে। উক্ত ৪টি আইটেম বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন করা হবে। এই আইটেম গুলোর ওপর ভ্যাট দিতে হবে কি?

উত্তর: আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় ওয়ারেন্টি প্রতিস্থাপন বিষয়ে কোনো বিধান নেই। তাই, এক্ষেত্রে উক্ত ৪টি আইটেমের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। আইটেমগুলোর সরবরাহকারী (বিক্রেতা) যথানিয়মে ভ্যাট পরিশোধ করে আইটেমগুলো সরবরাহ করবে। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় বিনামূল্যে সরবরাহ ভ্যাটযোগ্য, গিফ্‌ট আইটেম ভ্যাটযোগ্য। তাই, ওয়ারেন্টি প্রতিস্থাপনও ভ্যাটযোগ্য। তবে, এক্ষেত্রে উৎসে কর্তন হবে না। কারণ, এর জন্য কোনো আলাদা বিল প্রদান করা হবে না। এই আইটেমগুলো ক্রেতার কোনো হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে না। কিন্তু বিক্রেতার পক্ষ থেকে ইহা একটি সরবরাহ। তাই, এগুলোর ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট যথানিয়মে পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-১৭৩: গাড়ীর বীমা করা হয়েছে। বীমার প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। এই ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন।

উত্তর: গাড়ীর বীমার ওপর যে ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তা রেয়াত পাওয়া যাবে না। কারণ হলো, গাড়ী উপকরণ নয়। মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-২ এর দফা (গ) (অ) অনুসারে যানবাহন উপকরণ নয়। রেয়াত পাওয়া যায় হলো উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট। যেহেতু যানবাহন উপকরণ নয়, সেহেতু যানবাহনের বীমার উপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৯ এর উপ-ধারা (১) দফা (ঙ) তে উলেখ আছে যে, যানবাহনের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। তাই, গাড়ীর বীমা করলে উক্ত বীমার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, উৎপাদনে ব্যবহৃহ কাঁচামাল যদি গাড়ীতে করে পরিবহন করার জন্য বীমা করা হয়, তাহলে এরূপ বীমার ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে। কারণ, কাঁচামাল হলো উপকরণ। উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াতযোগ্য।

প্রশ্ন-১৭৪: "মূসক-১১" চালানে ১০০ টি আইটেম লিখতে হবে। ৪ পাতা প্রয়োজন হয়। চার পাতায় ৪ টি সিরিয়াল নং আছে। এ অবস্থায় কিভাবে ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে?

উত্তর: ভ্যাট ব্যবস্থায় হিসাবপত্র এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন সহজে নিরীক্ষা করা যায়। আইনে বা বিধিতে বা আদেশে অনেক সময় সকল ছোটো-খাটো বিষয় বিস্তারিতভাবে বিধৃত নেই। এরূপক্ষেত্রে ভ্যাট ব্যবস্থার মুল নীতিমালা বহল রেখে কাজ সম্পাদন করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার একটি নীতিমালা হলো, ভ্যাট চালানপত্রের ক্রমিক অনুযায়ী চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। অর্থাৎ সিরিয়াল ব্রেক করা যাবে না। একটি চালান এক পাতার হয়। এক পাতার মধ্যে সাধারণত: ১০/১৫টি আইটেম লেখা যায়। যদি এমন হয় যে, একটি সরবরাহের বেলায় ১০০টি আইটেমের নাম লিখতে হবে, সেক্ষেত্রে একাধিক চালান ইস্যু করা যেতে পারে। এক পাতায় যে কয়টি আইটেম লেখা যায়, সে কয়টি আইটেম লিখে একটি চালান সমাপ্ত করা যেতে পারে। তাহলে একসাথে একাধিক চালান ইস্যু হবে কিন্তু চালানের সিরিয়াল ব্রেক হবে না।

প্রশ্ন-১৭৫: পণ্য যদি আংশিক ফেরৎ আসে তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে কি?

উত্তর: যাবে। ধরা যাক, একটি চালানের মাধ্যমে ৫০টি পণ্য বিক্রি করা হয়েছিল। ২০ দিন পর ক্রেতা ৩০টি পণ্য ফেরৎ পাঠিয়েছে। তিনি উক্ত পণ্যসমূহ ক্রয় করবেন না। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী দুটি কারণে বিক্রিত পণ্য ফেরৎ আসলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যায় না। প্রথমত: যদি ৯০ (নব্বই) দিন পর বিক্রিত পণ্য ফেরত আসে। দ্বিতীয়ত: যদি পণ্যের গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে ক্রেতা পণ্য ফেরৎ পাঠায়। এ দুটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি পণ্য ফেরৎ আসে তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে। পণ্য আংশিক ফেরৎ আসলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে না তা আমাদের ভ্যাট আইন, বিধি, আদেশে কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে উলেখ নেই। তাই, উক্ত দুটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি বিক্রিত পণ্য ফেরৎ আসে তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করা যাবে।

প্রশ্ন-১৭৬: রপ্তানির প্রধান শর্তসমূহ কি কি?

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় রপ্তানির প্রধান শর্ত হলো দুটি। যথা: ১. এলসি'র মাধ্যমে রপ্তানি হতে হবে। ২. রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত হতে হবে। প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে একটি বিষয় আছে যা রপ্তানি বলে বিবেচিত হয়। প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হলো দেশের মধ্যে কোনো প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট রপ্তানি করা। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি বা অভ্যন্তরীণ এলসি থাকতে হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেতে হবে। আন্তর্জাতিক বা লোকাল টেন্ডারের মাধ্যমে কোনো বৈদেশিক ঋণ বা অনুদানপুষ্ট প্রকল্পে কোনো পণ্য সরবরাহ দিলে, এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পেলে, এ ধরনের সরবরাহও আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে বিবেচিত।

প্রশ্ন-১৭৭: সর্বমোট কত টাকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় না?

উত্তর: ভ্যাটের ক্ষেত্রে এরূপ কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব নেই। ভ্যাটের ক্ষেত্রে যারা উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ তারা তাদের সকল ক্রয়ের ওপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। আয়কর উৎসে কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধানে এরূপ সর্বনিম্ন স্ল্যাব আছে। তা থেকে জনগণের মধ্যে ধারণা হয়েছে যে, ভ্যাটের ক্ষেত্রেও মনে হয় উৎসে ভ্যাট কর্তনের কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব আছে।

প্রশ্ন-১৭৮: ভ্যাটের আওতায় রেজিস্ট্রেশন নিতে হলে কি কি দলিলাদির প্রয়োজন হয়?

উত্তর: 'মূসক-৬' ফরমে আবেদন করতে হয়। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হলে 'মূসক-৭' ফরমে ঘোষণা দাখিল করতে হয়। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বত্বাধিকারী/Authorized Signatory এর দুই কপি ছবি দাখিল করতে হয়। ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট এবং জাতীয়তা পরিচয়পত্র দাখিল করতে হয়। ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বরের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হয়। আমদানিকারক হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হলে আইআরসি দাখিল করতে হয়। রপ্তানিকারক হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হলে ইআরসি দাখিল করতে হয়। নিবন্ধনযোগ্য প্রাঙ্গনের বর্ণনাসূচক নীলনকশা (Blue Print) দাখিল করতে হয়। জমির/বাড়ির/ভবনের/প্রাঙ্গনের মালিকানা বা ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হয়। লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে আর্টিকেল এবং মেমোরেন্ডাম দাখিল করতে হয়। পার্টনারশিপ ব্যবসার ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ দলিল দাখিল করতে হয়।

প্রশ্ন-১৭৯: শো-রুম থেকে ফার্ণিচার ক্রয় করে অফিসে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সরবরাহকারী ফার্ণিচারের উৎপাদক নন বা তার নিজস্ব শো-রুম নেই। এক্ষেত্রে কত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্ণিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। ফার্ণিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে অর্থাৎ ফ্যাক্টরীতে ভ্যাটের হার ৬% এবং শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪%। তবে, শো-রুমে ৪% ভ্যাট পরিশোধ করতে হলে, উৎপাদন পর্যায়ে ৬% ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে তার প্রমাণ দেখাতে হবে। প্রমাণ দেখাতে না পারলে, শো-রুমে ৬%+৪%=১০% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। যিনি কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় করে কোনো উৎসে কর্তনকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ দেন তিনি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত। 'যোগানদার' সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৪%। ফার্ণিচার কিনে যিনি সরবরাহ দেন তিনি 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবেন বিধায় তার বিল থেকে ৪% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তবে, তাকে ক্রয়স্থলে অর্থাৎ ফ্যাক্টরীতে বা শো-রুমে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ দেখাতে হবে। প্রমাণ দেখাতে না পারলে উক্ত ভ্যাটও উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৮০: ক্যালেন্ডার, ভিউকার্ড, গ্রিটিং কার্ড, ডায়েরী, নোট বুক, ঈদ কার্ড ইত্যাদি অর্ডার দিয়ে ছাপানো হয়েছে। এই কাজ কি হিসেবে বিবেচিত হবে। উৎপাদন সরবরাহ না-কি ছাপাখানা সেবা?

উত্তর: ক্যালেন্ডার, ভিউকার্ড, গ্রিটিং কার্ড, ডায়েরী, নোট বুক, ঈদ কার্ড ইত্যাদি ছাপানো কাজ ছাপাখানা সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না-কি পণ্য উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে, তা নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে। ছাপাখানার সংজ্ঞা অনুসারে, পুস্তক, পত্রিকা অথবা অন্য যে কোনো নামের বা ধরনের ছাপার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছাপাখানা হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার, এই আইটেমগুলো পণ্য। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তনের নিয়মানুসারে ছাপাখানা সেবার ওপর ১৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে, তা ভ্যাট চালানপত্র থাকুক আর না থাকুক। অন্যদিকে, উৎপাদনকারী 'মুসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তাই, ছাপাখানার ক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে হলে সরবরাহকারীর স্ট্যাটাস সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সরবরাহকারীর ভ্যাট নিবন্ধনপত্র দেখতে হবে যে সেখানে তার স্ট্যাটাস কি? তিনি যদি উৎপাদক হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিয়ে থাকেন তাহলে উৎপাদকের নিয়ম প্রযোজ্য হবে। আর তিনি যদি সেবা প্রদানকারী হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিয়ে থাকেন, তাহলে সেবা প্রদানকারীর নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তিনি যদি যোগানদার হিসেবে ভ্যাট নিবন্ধন নিয়ে থাকেন, তাহলে তার জন্য যোগানদারের নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তবে, তার সকল দলিলাদি ও কার্যক্রম তার স্ট্যাটাসকে সমর্থন করতে হবে। অন্যথায়, তার কার্যক্রম অনুসারে স্ট্যাটাস নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন-১৮১: অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানি করলে প্রত্যর্পণ পাবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন।

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩০(খ)-তে উলেখ আছে যে, যিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানি করেন, তিনি প্রত্যর্পণ পাবেন। তিনি যেহেতু কোনো ভ্যাট পরিশোধ করেন না, তাই তার কোনো চলতি হিসাব রেজিস্টার নেই। তাই, তিনি চলতি হিসাব পুস্তকে রেয়াত নিতে পারবেন না। তাই, তিনি রপ্তানির ছয় মাসের মধ্যে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে প্রত্যর্পণ পাওয়ার জন্য আবেদন করবেন।

প্রশ্ন-১৮২: যিনি ভ্যাট উৎসে কর্তন করেন, তিনি কিভাবে দাখিলপত্রে উহা প্রদর্শন করবেন?

উত্তরঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১, তারিখঃ ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-৪ এ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর করণীয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী যদি দাখিলপত্র জমা দিয়ে থাকেন, তাহলে তার দাখিলপত্রের ৫ এবং ১৬ নং ক্রমিকে উৎসে কর্তিত অর্থের পরিমাণ উলেখ করবেন। এই পুস্তকের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৮৩ঃ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের অঙ্গন থেকে পণ্যের মূল স্বত্তাধিকারী পণ্য তার নিজ ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে পাঠাতে চান। কিভাবে পাঠাতে হবে?

উত্তরঃ বর্তমানে যে বিধি-বিধান আছে, তাতে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের অঙ্গন হ'তে পণ্যের স্বত্বাধিকারী তার পণ্য ডেলিভারী প্রদান করতে পারবেন না। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক পণ্য উৎপাদনের পর "মূসক-১১" চালানের মাধ্যমে পণ্য মূল স্বত্বাধিকারীর নিকট প্রেরণ করবেন। পণ্যের মূল স্বত্বাধিকারী তার পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে, "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করে, উক্ত পণ্য এমনভাবে বিক্রি করবেন যেন তিনি নিজেই উক্ত পণ্যের উৎপাদক। বর্তমানে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের অঙ্গন থেকে পণ্য ডেলিভারী দেয়ার বিধান না থাকায় অনেক সময় পণ্যের মূল স্বত্বাধিকারীর সমস্যা হয়। তাকে পণ্য আবার নিজ অঙ্গনে নিয়ে এসে ডেলিভারী দিতে হয়। আপাততঃ এর কোনো প্রতিকার নেই। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নজরে আনা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৮৪ঃ আপীল করার সময় ১০% অর্থ জমা প্রদান করতে হয়। মামলায় জিতে গেলে কিভাবে উক্ত অর্থ ফেরৎ পেতে হয়? চলতি হিসাবের মাধ্যমে না-কি রিফান্ড নিতে হবে?

উত্তরঃ আপীল করার সময় অর্থ জমা দিলে তা চলতি হিসাবে জমা এবং প্রদেয় কলামে লিখতে হবে। যদি আপীলকারী মামলায় জিতে যান এবং উক্ত অর্থ তার পাওনা হয়, তাহলে তিনি আবার উক্ত অর্থ চলতি হিসাবের ট্রেজারী জমার কলামে লিখে নেবেন। যারা চলতি হিসাব সংরক্ষণ করেন না, তারা দালিখপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করবেন। যে মাসে জমা দিবেন সে মাসের দাখিলপত্রে ৫ নং সারিতে লিখবেন। আর মামলায় জিতে গেলে তারা দাখিলপত্রের ১২ নং ক্রমিকে লিখে সমন্বয় করে নেবেন।

প্রশ্ন-১৮৫ঃ পণ্য এবং সেবা একই স্থান থেকে সরবরাহ করা হলে 'মূসক-১১' চালানপত্র একই সিরিয়ালে ইস্যু করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন।

উত্তরঃ হ্যাঁ, "মূসক-১১" চালানপত্র একই সিরিয়ালে ইস্যু করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠান একাধিক পণ্য সরবরাহ দিতে পারে বা একাধিক সেবা প্রদান করতে পারে। একই সিরিয়ালে "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। তবে, বিক্রয় হিসাব পুস্তক আলাদা হতে পারে। হিসাবে স্বচ্ছতার জন্য আলাদা বিক্রয় হিসাব পুস্তক রাখা সুবিধাজনক। তবে, একটি বিক্রয় হিসাব পুস্তকে দুটি অংশ করে এক অংশে পণ্যের হিসাব এবং এক অংশে সেবার হিসাব রাখা যায়।

প্রশ্ন-১৮৬ঃ বাংলাদেশী একটি কোম্পানী তার প্রাঙ্গনে বৈদ্যুতিক নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য লন্ডনে অবস্থিত একটি কোম্পানীকে নিয়োগ দিলেন। বর্ণিত সকল মালামাল লন্ডনের কোম্পানীটি সরবরাহ করতে না পারায়, বাংলাদেশী একটি কোম্পানীকে কিছু বৈদ্যুতিক নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য লন্ডনের কোম্পানী তাদের নিজেস্ব লেটারহেড প্যাডে অর্ডার দিলেন। বিনিময়ে লন্ডনের কোম্পানীটি বৈদেশিক মূদ্রায় পেমেন্ট করলেন। এই সরবরাহ কি রপ্তানি হিসাবে গণ্য হবে?

উত্তরঃ এখানে বাংলাদেশী কোম্পানী কর্তৃক লন্ডনে অবস্থিত কোম্পানির পক্ষে পণ্য সরবরাহ প্রদান প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। তবে, রপ্তানির সময় সকল আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করতে হবে। যেমনঃ "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করতে হবে। "মূসক-২০" ফরমের মাধ্যমে পণ্য অপসারণ করতে হবে। ইপিজেড এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানে পণ্য সরবরাহ দিলে সরবরাহের সময় শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। বিল-অব-এক্সপোর্ট (শিপিং বিল) এর মাধ্যমে পণ্য প্রেরণ করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা-(ঙঙঙঙ)-তে "প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করলে উক্ত সরবরাহ বা সেবা প্রদান প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে বিবেচিত হবে। 'যোগানদার' সেবা সম্পর্কিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি ব্যাখায় বলা আছে যে, লিখিত বা মৌখিক যেকোনো ধরনের অর্ডার টেন্ডার হিসেবে বিবেচিত। সে অনুসারে সকল ক্রয়কে (এমনকি ক্যাশ পারচেজ) 'যোগাদার' হিসেবে বিবেচনা করে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। সে মোতাবেক বর্তমান ক্ষেত্রে লন্ডনে অবস্থিত কোম্পানী তাদের লেটার হেড প্যাডে যে অর্ডার দিয়েছে তা টেন্ডার হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পাওয়া গেছে (Proceeds Realization Certificate থাকা সাপেক্ষে), সেহেতু এই সরবরাহকে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে গণ্য করা যাবে।

প্রশ্ন-১৮৭ঃ EPZ এলাকায় অবস্থিত একটি কোম্পানী তাদের নিজেস্ব লেটারহেড প্যাডে পণ্য সরবরাহের জন্য অর্ডার দিলেন। বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট করলেন। এই সরবরাহ কি 'প্রচ্ছন্ন রপ্তানি' হিসেবে গণ্য হবে ?

উত্তরঃ উপরে বর্ণিত শর্তাদি পরিপালন করলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-১৮৮ঃ একটি প্রতিষ্ঠান ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানটি যদি টেন্ডারের বিপরীতে কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরে উক্ত পণ্য সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে উক্ত সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন।

উত্তরঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে যে পণ্যটি সরবরাহ দেয়া হয়েছে তা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। যে দপ্তরে সরবরাহ দেয়া হয়েছে, সে দপ্তরের উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট চালান প্রদান করেছে কি-না তা উলেখ করা হয়নি। এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, যদি কোনো উৎপাদনকারী একই অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকারের পণ্য উৎপাদন করে, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকার পণ্যের জন্য ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। ভ্যাট চালান ইস্যু করে কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ দিলে উক্ত সরবরাহ 'যোগানদার' হিসাবে বিবেচিত হবে না তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ঙ) এর শেষাংশে বর্ণিত আছে। আবার, কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনো অঙ্গনে শুধু ভ্যাটমুক্ত পণ্য উৎপাদন করেন, তাহলে তার ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো নিয়ম-কানুন পালন করতে হয় না। অর্থাৎ তার ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করার প্রয়োজন নেই। ভ্যাট চালানপত্র ছাড়া তিনি যদি পণ্য সরবরাহ করেন, তাহলে তিনি উপরোক্ত আদেশের বিধান মোতাবেক ভ্যাট অব্যাহতি পাবেন না। সেক্ষেত্রে 'যোগানদার' হিসাবে ৪% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৮৯: স্থানীয় বাজার থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন?

উত্তর: উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা বিবেচনার জন্য উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বিবেচনায় আনতে হবে। উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে কি-না, স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করা হয়েছে কি-না, তা ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রধান বিবেচনার বিষয় নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ: ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এ বর্ণিত তালিকায় উলিখিত ৩৪টি সেবার ক্ষেত্রে উক্ত তালিকায় বর্ণিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে তা উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ নং-২ এ উলেখ আছে। কোন্ কোন্ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, তা উক্ত আদেশের অনুচেছদ নং-৩(ঙ) এর শেষাংশে বর্ণিত আছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে "মূসক-১১" চালানপত্র বা "মূসক-১১" চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ "যোগানদার" হিসাবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তনের আবশ্যকতা নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলে এবং ক্রয়ের বিপরীতে "মূসক-১১" চালানপত্র থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-১৯০: ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ছাড়া প্রাথমিকভাবে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদান কাজ শুরু করে কিছুদিন পর ভ্যাট রেজিস্টেশন নিলে কোন অসুবিধা হবে কি?

উত্তর: ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়ার পর পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের কাজ শুরু করতে হবে। কাজ শুরু করার পর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়া আইনসম্মত হয়। রেজিস্ট্রেশন নেয়ার পর কাজ শুরু করতে না পারলে বা শুরু করার পর আবার বন্ধ করতে চাইলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে। তবে, কোনক্রমেই রেজিস্ট্রেশন না নিয়ে কাজ শুরু করা যাবে না।

প্রশ্ন-১৯১: একটি ফ্যাক্টরীতে অনেক বর্জ্য জমা হয়ে গেছে। কি পদ্ধতিতে উক্ত বর্জ্য অপসারণ করতে হবে?

উত্তর: ফ্যাক্টরীর বর্জ্য নিস্পত্তির জন্য পরিবেশ আইনে বিধান রয়েছে। ভ্যাট সংক্রান্ত বিধান হলো, বর্জ্য কয়েক ধরনের হতে পারে। মজুদকৃত উপকরণ কোনো কারণে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। যেমন: উপকরণ ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারবে। বা কোনো কারণে রোদে পুড়ে বা বৃষ্টিতে ভিজে যেতে পারে বা ইঁদুর, তেলাপোকায় কেটে নষ্ট করে ফেলতে পারে। আর এক ধরণের বর্জ্য হলো, উৎপাদিত পণ্য কোনো কারণে বিনষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। আর এক ধরণের বর্জ্য হতে পারে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উচ্ছিষ্ট। অর্থাৎ প্রোডাকশান প্রসেসের প্রসেস লস। আলোচ্য বর্জ্য কি ধরনের বর্জ্য তা বলা হয়নি। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় বর্জ্য নিস্পত্তির বিধান মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার বিধি-৪০, ৪১ এবং ৪১ক-তে বিধৃত আছে। প্রথমে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। অত:পর রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত বর্জ্য পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উহা বিক্রয়যোগ্য হলে তিনি মূল্য প্রস্তাব করবেন। বিক্রয়যোগ্য না হলে ধ্বংস করার সুপারিশ করবেন। উক্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগীয় কর্মকর্তা উহা নিস্পত্তির আদেশ দেবেন। ধ্বংস করা হলে পূর্বে গৃহীত রেয়াত কর্তন করতে হবে। বিক্রি করা হলে বিক্রিমূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। যে

পরিমাণ ভ্যাট পরিশোধ করা হলো যদি তার চেয়ে বেশি পরিমাণ রেয়াত নেয়া হয়ে থাকে, তাহলে পার্থক্য পরিমাণ রেয়াত কর্তন করতে হবে। অনুমোদিত উপকরণের কিয়দংশ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বর্জ্য হওয়ার ক্ষেত্রে, এই বর্জ্য নিষ্পত্তির বেলায় পূর্বে গৃহীত উপকরণ কর রেয়াত কর্তন করতে হবে না। কারণ, ইহা ভ্যাট দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত উপকরণ থেকে প্রাপ্ত।

প্রশ্ন-১৯২: যে ব্যবসায়ী ৪% পদ্ধতিতে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করছেন, সে ব্যবসায়ী যদি প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা দিতে চান তাহলে তিনি তা করতে পারবেন কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর: ব্যবসায়ী কর্তৃক ৪ শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করবেন না-কি ১৫ শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করবেন তা ব্যবসায়ীর নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয়। ৪ শতাংশ হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান করলে তিনি রেয়াত পাবেন না। ১৫ শতাংশ হারে ট্রেড প্রদান করলে তিনি রেয়াত পাবেন। এই পুস্তকের ব্যাবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি অধ্যায়ে এই দুটি পদ্ধতিতে ভ্যাট প্রদান করার নিয়ম-কানুন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে দেখুন।

প্রশ্ন-১৯৩: কারোর পণ্য যদি গাড়িসহ ভ্যাট কর্মকর্তাগণ আটক করেন তাহলে তাৎক্ষণিক করণীয় কি?

উত্তর: পণ্য গাড়িসহ ভ্যাট কর্মকর্তাগণ আটক করতে পারেন, যদি গাড়িতে পরিবাহিত পণ্যের সাথে "মূসক-১১" চালানপত্রের মিল না থাকে। যদি পণ্যের মালিক এবং গাড়ির মালিক একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে "মূসক-৫ক" ফরমে ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করে গাড়ি ও পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে মালিক নিজ জিম্মায় নিতে পারবেন। কাগজপত্র ভ্যাট কর্মকর্তাগণ আটক করে মামলা দায়ের করবেন। গাড়ি এবং পণ্য যদি আলাদা মালিকের হয়, তাহলে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ সর্বোচ্চ ৩ কার্যদিবসের মধ্যে মামলা দায়ের করবেন। পণ্যের মূল্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্মকর্তার নিকট মামলাটি দাখিল করা হবে। এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের মাধ্যমে গাড়ি এবং পণ্য ছাড় করানো যেতে পারে। সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের জন্য উক্ত কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে আবেদন করতে হবে যে, আমি অপরাধ করেছি, অপরাধ স্বীকার করছি, আপনার দেয়া যে কোনো রায় মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এমন আবেদন করা হলে বিচারকারী কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করে জরিমানা ইত্যাদি আরোপ করে পণ্য খালাস দিতে পারেন। এ পর্যায়ে বিচার কাজ শেষ হয়ে যাবে। অথবা মামলা স্বাভাবিকভাবে চলমান থাকা অবস্থায় পণ্যের মালিক পণ্য অন্তবর্তীকালীন ছাড় (Interim Release) নেয়ার জন্যে আবেদন করতে পারবেন এবং গাড়ির মালিক তার গাড়ি অন্তবর্তীকালীন ছাড় নেয়ার জন্যে আবেদন করতে পারবেন। বিচারক তাদেরকে অন্ত বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করতে পারেন। তবে, স্বাভাবিক গতিতে মামলা চলতে থাকবে।

প্রশ্ন-১৯৪: খসড়া মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ওপর আলোচনা করা হবে কি?

উত্তর: খসড়া মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ওপর এই মুহূর্তে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এখন বর্তমানে প্রচলিত মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ আলোচনা করাই জরুরী। কারণ হলো, খসড়া মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ বর্তমানে জাতীয় সংসদে পেশকৃত আছে। জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে (নভেম্বর, ২০১২ এর মাঝামাঝি অধিবেশন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে) আইনটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে পারে। অনুমোদিত হওয়ার ২/৩ বছর পর আইনটি বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্ণ অটোমেশন সম্পন্ন করা হবে।

ভ্যাটদাতাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সকল Stakeholders অন-লাইনে থাকবেন। তেমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার পর নতুন আইন কার্যকর করা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বর্তমান আইন ভালোমতো জানলে নতুন আইন খুব সহজে এবং খুব অল্প সময়ে জানা হয়ে যাবে। আর বর্তমান আইন ভালোমতো না জানলে, নতুন আইন জানতে অনেক সময়, অনেক অধ্যাবসায় প্রয়োজন হবে। তাই, নতুন আইন নিয়ে এখন বেশি দুচিন্তা না করাই ভালো। যারা মাঠ পর্যায়ে ভ্যাট ব্যবস্থার সাথে কাজ করছেন, তারা বর্তমান আইনের ওপর স্টাডি করাই ভালো। নতুন আইনটি জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হওয়ার পর আইনটি পাঠ ও পর্যালোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে। তাছাড়া, সরকার জনগণকে নতুন আইনের বিধানাবলী শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

প্রশ্ন-১৯৫: একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক মৃত্যবরণ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট বকেয়া রয়েছে। এখন বকেয়া ভ্যাটের বিষয়ে কি পদক্ষেপ নিতে হবে?

উত্তর: বকেয়া ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির যেহেতু অস্তিত্ব আছে, সেহেতু প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বকেয়া ভ্যাটের অর্থ পরিশোধ করবেন। মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীগণ আছেন, তারা প্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন। তারা বকেয়া ভ্যাটের অর্থ পরিশোধ করবেন। এমনকি প্রতিষ্ঠানের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অন্য কোনো সম্পত্তি থেকে বকেয়া আদায় করা যাবে, যে সম্পত্তি এখন তার উত্তরাধিকারীগণ ভোগ করছেন (ধারা-৬৩)। তাই, উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বকেয়া পরিশোধ করে দেয়াই শ্রেয়।

প্রশ্ন-১৯৬: রিফান্ড গ্রহণের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন করণীয় কি?

উত্তর: রিফান্ড গ্রহণের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আর কিছু করণীয় নেই। কোনো কারণে রিফান্ড পাওনা হলে তা চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে নিজ হিসাবে জমা করে নেয়া যায়। চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে সমন্বয় করার সুযোগ না থাকলে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রিফান্ড প্রদানের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে বা শুল্ক ভবনের কমিশনারের নিকট আবেদন করা যায়। ভুলক্রমে জমা হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে যদি আবেদন করা না হয়, তাহলে উক্ত অর্থ তামাদি (Lapse) হয়ে যাবে। প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। রিফান্ড এবং প্রত্যর্পণ পাওনা হওয়ার পর পরই চলতি হিসাব এবং দাখিলপত্রের মাধ্যমে নিজ হিসাবে জমা করে নেয়া যায়, এ বিষয়টি অনেকেরই জানা নেই। তাই, অনেকেই চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রে সমন্বয় না করার কারণে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন না করার কারণে রিফান্ড বা প্রত্যর্পণের অর্থ থেকে বঞ্চিত হন।

প্রশ্ন-১৯৭: একটি প্রতিষ্ঠান টেন্ডার পাওয়ার পর গাড়ি আমদানি করে একটি সরকারী অফিসে সরবরাহ দিয়েছে। বিল পরিশোধের সময় কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

উত্তর: কোনো প্রতিষ্ঠান যদি টেন্ডারের কার্যাদেশ পাওয়ার পর, উক্ত কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য সরবরাহ দেয়ার জন্য পণ্য আমদানি করে, তবে আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) প্রদান করতে হবে না। আমদানি পর্যায়ে পণ্যের শুল্কায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করলে এটিভি আদায় করা হবে না। উক্ত পণ্য আমদানির পর কোনোরূপ পরিবর্তন বা সংযোজন না করে সরাসরি টেন্ডারদাতা দপ্তরে সরবরাহ প্রদান করতে হবে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান বিল পরিশোধের সময় 'যোগানদার' হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান আমদানির সময় অজ্ঞতার কারণে অথবা দ্রুত শুল্কায়ন সম্পন্ন করার প্রয়োজনে আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল না করে এটিভি

পরিশোধ করে পণ্য খালাস নিয়ে আসে। সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট উৎসে কর্তনের সময় তারা এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, আমদানি পর্যায়ে তারা এটিভি পরিশোধ করেছে। এখানে আইনের বিধান হলো, এটিভি যেহেতু ভুলক্রমে পরিশোধ করা হয়েছে, সেহেতু উহা আইনের বিধান পরিপালন করে ফেরৎ নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে বিল পরিশোধের সময় 'যোগানদার' হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আর স্বাভাবিকভাবে কোন গাড়ির আমদানিকারক যদি তার শো-রুম থেকে গাড়ি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর কাছে সরবরাহ করে, তাহলে তার বিধান কি হবে তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৯৮: একটি ব্যাংক নিউইয়র্কের একটি ব্যাংকের সাথে নস্ট্রো এ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করার জন্য নিউইয়র্কে এজেন্ট নিয়োগ করেছে। উক্ত এজেন্টকে বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন।

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে বিদেশে সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশে অবস্থিত একটি ব্যাংক। যদিও এই সেবাটি দেশের অভ্যান্তরে প্রবেশ করেনি কিন্তু সেবাটি ভোগ করেছে বাংলাদেশের অভ্যান্তরে অবস্থিত একটি ব্যাংক। এই সেবার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, এই কর্মকান্ডটি সেবা আমদানি হিসেবে বিবেচিত হবে। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেবার মূল্য পরিশোধিত হবে ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাটের অর্থ উৎসে কর্তন করে যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। এখানে সেবাটি বিবিধ সেবা হিসেবে ১৫% হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১৯৯: ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন নিতে হলে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট উলেখ করা বাধ্যতামূলক কি?

উত্তর: হ্যাঁ বাধ্যতামূলক। ভ্যাট নিবন্ধনের আবেদনপত্রে (মূসক-৬ ফরম) ব্যাংক এ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হয়। ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করার পর যদি নতুন করে কোনো ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলা হয়, তাহলে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে তা ভ্যাট বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। এরূপে অবহিত না করলে আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

প্রশ্ন-২০০: একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কোনো পণ্য/উপকরণ এর আকৃতি, প্রকৃতি, গুণগতমান বা কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই একই মোড়কে বাজারজাতকরণ করতে চাইলে কিভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে ? (মো: বাবুল মোলা, পুরানা পল্টন, ঢাকা)

উত্তর: এ দু'টি বিষয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাটের আওতাভুক্ত। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটির Supplier (Trader) হিসাবে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। আমদানিকৃত পণ্য প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূল্য ঘোষণা প্রদান করে, ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করলে আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ভ্যাট ও এটিভি রেয়াত পাওয়া যাবে। অথবা ২৬.৬৭% মূল্য সংযোজন করে ৪% ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করলে রেয়াত পাওয়া যাবে না। উপকরণ বিক্রির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-২০১: একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী লিফট সরবরাহ নিয়ে স্থাপন করিয়েছে। সরবরাহ ও স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান "মূসক-১১" চালানপত্র প্রদান করেনি। এখানে মূসক উৎসে কর্তনের বিধান কি? (মো: জিলুর রহমান, গাজীপুর, ঢাকা)।

উত্তরঃ লিফ্ট সরবরাহ নেয়া, এই কাজটুকু "যোগানদার" সেবার আওতায় পড়বে। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে ৪%। আর লিফ্ট স্থাপন করার কাজটুকু "নির্মাণ সংস্থা" সেবার আওতায় পড়বে। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে ৫.৫%। আবার যদি লিফ্টটি কয়েক বছরের জন্য মেইনটেন্যান্স করার চুক্তি করা হয়, তাহলে এই সেবাটি "বিবিধ" সেবার আওতায় পড়বে। এখানে ভ্যাটের হার ১৫%। অনেক সময় চুক্তিতে এরূপ আলাদাভাবে মূল্য উলেখ থাকে না। চুক্তিতে আলাদাভাবে মূল্য উলেখ করা বাঞ্চনীয়।

প্রশ্ন-২০২ঃ একটি কোম্পানী বৈদ্যুতিক তার উৎপাদন করে। ক্যাথড থেকে রড তৈরী করতে হয়। রড থেকে বৈদ্যুতিক তার তৈরী করতে হয়। উক্ত কোম্পানি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের দ্বারা ক্যাথড থেকে রড তৈরী করবে। অত:পর নিজ ফ্যাক্টরীতে রড থেকে বৈদ্যুতিক তার তৈরী করবে। এখানে ভ্যাটের পদ্ধতি কি হবে? (মোঃ আলমগীর, ধানমন্ডী, ঢাকা।)

উত্তরঃ বিষয়টি হলো আংশিক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ পণ্য চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন করার পদ্ধতি বিধৃত আছে। এ পদ্ধতিতে পণ্যের স্বত্বাধিকারী এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয়। পণ্যের স্বত্বাধিকারী নিজে পণ্যটির মূল্য ঘোষণা প্রদান করেন, যেন তিনি নিজেই উৎপাদনকারী। তিনি "মূসক-১১গ" চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণসমূহ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট পাঠিয়ে দেন। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য যে মূল্য গ্রহণ করবেন, সে মূল্য অনুসারে তার ভ্যাট বিভাগে মূল্য ঘোষণা দেবেন। পণ্যটি উৎপাদনের পর উক্ত মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে, "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করে, পণ্যের স্বত্বাধিকারীর নিকট পণ্য পাঠিয়ে দেবেন। পণ্যের স্বত্বাধিকারী পণ্যটি এমনভাবে বিক্রি করবেন, যেন তিনি নিজেই পণ্যটির উৎপাদক। বর্তমানে আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় আংশিক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের কোনো পদ্ধতি বিধৃত নেই। আমার মতে, উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-২০৩ঃ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান কনট্রাক্টর এর মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করিয়েছে। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছ ডিসেম্বর ২০০৯ মাসে। বিভিন্ন কারণে ফান্ড পেতে বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে ফান্ড পাওয়া গেছে। বিল পরিশোধ করতে হবে। ২০০৯ সালে "নির্মাণ সংস্থা" সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ছিল ৪% যা বর্তমানে ৫.৫%। এখন বিল পরিশোধের সময় কোন্ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে? (মোঃ জিয়াউল হাসান, ধানমন্ডি, ঢাকা)।

উত্তরঃ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬(৩) অনুসারে, সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার প্রযোজ্য হবে ৩ (তিন)টি কার্যক্রমের মধ্যে যা প্রথমে ঘটে তখনকার প্রযোজ্য হারে। কার্যক্রম ৩টি হলো (১) যখন সেবা প্রদান করা হয়; (২) যখন সেবা প্রদান সংক্রান্ত চালানপত্র ইস্যু করা হয়; এবং (৩) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। তাই, সঙ্গত কারণেই, বর্তমানে বিল পরিশোধের সময়, তখনকার ভ্যাটের হার ৪% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-২০৪ঃ একটি বাসা ভাড়া নেয়া হয়েছে। বাসার ভাড়া প্রদান করবে একটি অফিস। বাসাটি ব্যবহার হবে রেসিডেন্স হিসেবে। সেখানে অফিসিয়াল গেস্ট, বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সাময়িক অবস্থান করবেন। এক্ষেত্রে বাড়িভাড়ার ওপর ৯% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি? (ভবতোষ চন্দ্র নাগ, নাখালপাড়া, ঢাকা।)

উত্তরঃ এক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার ওপর ৯% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। কারণ, "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী"র সংজ্ঞায় বলা আছে যে, সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সুবিধা এই সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। এখানে যেহেতু বাসাটি সম্পূর্ণ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা হবে, তাই এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। তবে, বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্রে এভাবে উলেখ করতে হবে।

প্রশ্ন-২০৫ঃ সফ্টওয়্যার আমদানি করে একটি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তনের নিয়ম কি? (পল রুয়েল হালদার, উত্তরা, ঢাকা।)

উত্তরঃ টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য কোনো পণ্য যদি আমদানি করা হয়, তাহলে নিয়ম হলো, আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করা হলে, ৪% অগ্রীম ভ্যাট (এটিভি) আদায় করা হবে না। এই পণ্য সরবরাহ প্রদান করা হলে, বিল পরিশোধের সময় "যোগানদার" হিসাবে ৪% ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হবে। অনেকে আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল না করার ফলে ৪% এটিভি আদায় করে। পরবর্তীতে সরবরাহ পর্যায়ে "যোগানদার" হিসাবে ৪% কর্তন করতে গেলে আপত্তি উত্থাপন করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ৪% এটিভি রিফান্ড নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে "যোগানদার" হিসাবে ৪% ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-২০৬ঃ ভ্যাট সংক্রান্ত নথিপত্র যেমনঃ ক্রয় হিসাব পুস্তক, বিক্রয় হিসাব পুস্তক ইত্যাদি ভ্যাট অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত করার বিধান আছে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তরঃ বর্তমানে ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো নথিপত্র ভ্যাট অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত করার বিধান নেই। ভ্যাট ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো Self-clearance System. অর্থাৎ ভ্যাট ব্যবস্থায় নিবন্ধিত ব্যক্তি নিজেই তার পণ্য অপসারণ করেন। তিনি নিজে নিজেই হিসাবপত্র সংরক্ষণ করেন। ভ্যাট অফিসার হিসাবপত্র পরীক্ষা করতে পারবেন। তবে, মাঠ পর্যায়ে অনেকে ভ্যাট কর্মকর্তা দ্বারা নথিপত্র সত্যায়ন করিয়ে রাখেন। ইহা আইনের বাধ্যবাধকতা নয়। তার দলিলাদির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে অনেকে এরূপ করে থাকেন। কারণ, সিএ ফার্মের অডিটের সময় বা আয়কর সংক্রান্ত প্রয়োজনে ভ্যাট অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত দলিলাদি তার প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন-২০৭ঃ ট্রেজারী চালান কিভাবে পূরণ করতে হয়? (আব্দুলাহ্, সালনা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল)।

উত্তরঃ ট্রেজারী চালান ফরম পূরণ করা কঠিন কাজ নয়। তবে, অনেকের এ বিষয়টি জানা না থাকার কারণে, ঝামেলায় পড়তে হয়। www.vatbd.com ওয়েবসাইটের Download VAT Content মেন্যুর ২১ এবং ২২ নং সিরিয়ালে Treasury Code এবং Treasury Challan ডকুমেন্ট আপলোড করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখে নিন।

প্রশ্ন-২০৮ঃ আমাদের দেশে ভ্যাটের হার কেনো ১৫% নির্ধারণ করা হয়েছে?

উত্তরঃ আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে যখন ভ্যাট আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল, তখন রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন দিক বিচার-বিশেষণ করে আমাদের দেশে ভ্যাটের হার ১৫% নির্ধারণ করা হয়েছিল। ভ্যাট ব্যবস্থার একটি Principle হলো Lowest possible single rate and widest possible coverage. ১৯৯১ সালে আমাদের দেশে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পূর্বে অনেকগুলো আবগারী

করহার বিদ্যমান ছিল। এসকল করহার অবলুপ্ত করার পর, প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাজস্ব আহরণের স্বার্থে ভ্যাটের হার ১৫% হওয়া তখন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-২০৯: ভ্যাট কর্তৃপক্ষ গাড়ীসহ পণ্য আটক করলে কিভাবে ছাড় নিতে হয়?

উত্তর: গাড়ী এবং পণ্যের মালিক যদি এক ব্যক্তি হন, তাহলে "মূসক-৫ক" ফরমে ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করে তাৎক্ষণিকভাবে পণ্য এবং গাড়ী ছাড় নেয়া যাবে। আটককারী ভ্যাট কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগত মুচলেকা এবং অন্যান্য কাগজপত্রের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। আর গাড়ী এবং পণ্যের মালিক যদি আলাদা ব্যক্তি হন, তাহলে ভ্যাট কর্মকর্তাগণ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মামলা দায়ের করবেন। গাড়ীর মালিক এবং পণ্যের মালিক আলাদা আলাদাভাবে বিচারকারী কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন করলে বিচারকারী কর্মকর্তা গাড়ী এবং পণ্য অন্তবর্তীকালীন জিম্মায় প্রদান করতে পারেন। বিচার কাজ স্বাভাবিক গতিতে চলবে। তবে, গাড়ী এবং পণ্য সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশের মাধ্যমে দ্রুত ছাড় নেয়ার বিধান আছে [ধারা-২৭(২) এর দ্বিতীয় শর্তাংশ]। সেক্ষেত্রে বিচারকের কাছে এই মর্মে আবেদন করতে হবে যে, আমি অপরাধ স্বীকার করছি। এবং যে কোনো আদেশ মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এরূপ আবেদন পেলে বিচারকারী কর্মকর্তা কারণ দর্শাও নোটিশ জারী না করে তাৎক্ষণিকভাবে বিচার সম্পন্ন করতে পারেন।

প্রশ্ন-২১০: বাড়ি ভাড়ার ওপর ভ্যাট পরিশোধের বিধান কি? (তাইমুর হাসান তারেক, ফার্মগেট, ঢাকা)।

উত্তর: বাড়ি ভাড়ার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ৯%। বাড়ি ভাড়া আমাদের দেশের ভ্যাট আইনে সেবা হিসেবে বিবেচিত। সেবার কিরোনাম হলো "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী"। অর্থাৎ যিনি ভাড়া নেন, তিনি ভ্যাট পরিশোধ করবেন। এখানে বাড়ির মালিকের কোনো দায়িত্ব নেই। ভাড়া গ্রহীতা ভাড়ার চুক্তি মোতাবেক অর্থ বাড়ির মালিককে প্রদান করবেন। এবং চুক্তিমূল্যের ওপর ৯% ভ্যাট ভাড়া গ্রহীতা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন। তিনি ট্রেজারী চালান স্থানীয় ভ্যাট অফিসে দাখিল করবেন। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, এই ভ্যাট উৎসে কর্তন নয়। ইহা ভাড়া গ্রহণকারীর ভ্যাট। ভাড়া গ্রহণকারী তার ভ্যাট তিনি নিজে প্রদান করেন। ভ্যাট উৎসে কর্তনের জন্য ৩৫টি সেবার যে তালিকা আছে তার মধ্যে "স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী" সেবা উলেখ নেই।

প্রশ্ন-২১১: একটি প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার তৈরি করে রপ্তানি করে। বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট আসে। সফটওয়্যার তৈরির কাজে নিযুক্ত বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের টাকায় পেমেন্ট দেয়া হয়। এখানে ভ্যাটের বিধান কি? (মো: নজরুল ইসলাম, সাভার, ঢাকা)।

উত্তর: এরূপ ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে না। সফটওয়্যার আমদানি এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট মওকুফ করা আছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উৎপাদনের পর সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট পাওয়া যায়। আমাদের দেশ থেকে রপ্তানির ওপর কোনো শুল্ক-কর প্রযোজ্য নেই। শুধুমাত্র বার্লী তামাক পাতা রপ্তানির ওপর রপ্তানি শুল্ক আরোপিত আছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পেমেন্ট দেয়া হয়, সফটওয়্যার তৈরী করার জন্য। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলের মাধ্যমে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ভ্যাট থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই, বিশেষজ্ঞদের পেমেন্টের বেলায় ভ্যাটের প্রযোজ্যতা নেই।

প্রশ্ন-২১২: একটি প্রতিষ্ঠান ছাপাখানার সেবা গ্রহণ করেছে। বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করেনি। সমূদয় বিল পরিশোধ করেছে। সেবাদাতার (ছাপাখানা) করণীয় কি?

উত্তর: ভ্যাট উৎসে কর্তন না করার জন্য সেবা গ্রহীতা এবং সেবা দাতা সমানভাবে দায়ী হবেন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৪ঙ) অনুসারে "উৎসে কর্তনকারী এবং পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী, মূল্য সংযোজন করের উৎসে কর্তনযোগ্য পরিমাণের জন্য, যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।" আইনে এরূপ যৌথ দায়িত্ব দেয়ার কারণ হলো, উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ভুল করে উৎসে কর্তন না করে, তাহলে সেবা সরবরাহকারী যেন কর্তন করতে বলেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভ্যাট উৎসে কর্তন না করে সমূদয় বিল সেবা সরবরাহকারীকে প্রদান করে থাকেন, তাহলে সেবা প্রদানকারী ভ্যাটের অর্থ সেবা গ্রহণকারীকে ফেরৎ দেবেন এবং সেবা গ্রহণকারী উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবেন।

প্রশ্ন-২১৩: ভ্যাট কনসালট্যান্ট হওয়ার নিয়ম কি?

উত্তর: ভ্যাট কনসালট্যান্সি বর্তমানে একটি ভালো পেশা। ইহা একটি সম্মানজনক (Honorable) পেশা; অর্থকরী (Money Generating) পেশা এবং সর্বোপরী জ্ঞান-নির্ভর (Knowledge-based) পেশা। তাই, অনেকেই ভ্যাট কনসালট্যান্ট হওয়ার আশা পোষণ করেন। ভ্যাট কনসালট্যান্ট হতে চাইলে প্রথমত: তৃণমূল পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এবং ভ্যাট ব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে ভ্যাট কনসালট্যান্টদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়। লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বেশি দিন নয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৮ (আটান্ন) জনকে ভ্যাট কনসালট্যান্ট লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি বিভাগীয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যারা বিধি মোতাবেক পরীক্ষা ছাড়াই ভ্যাট কনসালট্যান্ট লাইসেন্স পেয়ে থাকেন। তবে, ভ্যাট কনসালট্যান্ট হ'তে হলে লাইসেন্স পাওয়া জরুরী নয় - জরুরী হলো ভ্যাট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজের একটি ক্লায়েন্ট শ্রেণী গড়ে তোলা। ভ্যাট ব্যবস্থায় নিবন্ধিত ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতাপত্র দিয়ে তার ভ্যাট সংক্রান্ত কোন কাজ করতে পাঠাতে পারেন। এখানে কনসালট্যান্ট লাইসেন্স থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই, ভ্যাটের কাজ ভালোমত বুঝাই বেশি জরুরী। ভ্যাটের অনেক কনসালট্যান্ট আছেন, যারা দু-একটি বিষয় নিয়ে কনসালট্যান্সী করে থাকেন। যেমন: দাখিলপত্র প্রদান, মূল্য ঘোষণা দাখিল, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্র ইস্যু, মামলার শুনানীতে উপস্থিত হওয়া, আটককৃত পণ্য ছাড় করিয়ে দেয়া ইত্যাদি। ভ্যাট একটি বিশাল এলাকা। তাই, ভ্যাট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করার পর, ভ্যাট ব্যবস্থার অংশবিশেষ নিয়ে পড়াশুনা করে কনসালট্যান্ট হওয়া সুবিধাজনক।

প্রশ্ন-২১৪: কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির কোনো কাগজপত্র ভ্যাট অফিসে আছে। উক্ত কাগজপত্রের ফটোকপি প্রয়োজন। কিভাবে ফটোকপি সংগ্রহ করতে হবে?

উত্তর: ভ্যাট অফিসে রক্ষিত কোনো কাগজপত্রের ফটোকপি নিতে হলে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩৪ক অনুসারে আবেদন করতে হবে। সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এরূপ কোন ভ্যাট কর্মকর্তা ফটোকপি প্রদানের অনুমতি দিতে পারেন। তবে, সেক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৮/মূসক/২০০৬ তারিখ: ০৬/০৬/২০০৬ অনুসারে কাঙ্ক্ষিত দলিলপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫ (পাঁচ) বা তার কম হলে ৫০ (পঞ্চাশ)

টাকা এবং পরবর্তী প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ৭ (সাত) টাকা হারে ফি পরিশোধ করতে হবে। ফি যথাযথ সরকারী খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে। তবে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কর্মকর্তা যিনি উক্ত কাগজপত্র প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তিনি যদি মনে করেন যে, আবেদনকারী কোনো প্রতারণা করেছেন বা করার ইচ্ছা আছে বা তার বর্ণিত উদ্দেশ্যের সাথে কাঙিক্ষত কাগজপত্র সংশিষ্ট নয়, তাহলে তিনি আবেদন নাকচ করতে পারেন।

প্রশ্ন-২১৫: ভ্যাট চালান ইস্যূ করা হয়েছে। পণ্য অপসারণের প্রকৃত তারিখ ও সময় লেখা হয়েছে। চালানটি বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার এবং চলতি হিসাবে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাড়া গাড়ি কোনো কারণে না যাওয়ায় পণ্য সরবরাহ দেয়া সম্ভব হয়নি। এখন করণীয় কি? (মো: আশরাফুল হক, সাভার, ঢাকা।)

উত্তর: ভ্যাট চালানে পণ্য অপসারণের প্রকৃত তারিখ ও সময় লিখতে হয়, ঠিক গাড়ি স্টার্ট দেয়ার পূর্বে। আগে থেকেই এই অংশ লিখে রাখতে হয় না। কারণ, আপনি জানেন না যে, ঠিক কখন, কতটায় আপনার গাড়ি রওয়ানা হবে। পণ্য অঙ্গন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর যদি কোনো কারণে ফেরৎ আসে, তাহলে ক্রেডিট নোট ইস্যু করার প্রশ্ন আসে। এখানে পণ্যচালানটি অঙ্গন থেকে বের হয়নি। কিন্তু পণ্যচালান সরবরাহের জন্য সকল রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়া সম্পন্ন হয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট চালানটি বাতিল করে সকল এন্ট্রি রিভার্স করতে হবে। ভ্যাট চালানপত্রটিতে লাল কালি দিয়ে "ভাড়া গাড়ি না আসায় চালানটি বাতিল করা হলো" লিখে চালানের দ্বিতীয় অনুলিপি ভ্যাট সার্কেলে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই চালানের রেফারেন্স দিয়ে "মূসক-১৭" (বিক্রয় হিসাব পুস্তক) এবং "মূসক-১৮" (চলতি হিসাব) রেজিস্টারে রিভার্স এন্ট্রি করতে হবে।

প্রশ্ন-২১৬: আমাদের কোম্পানী এমন একটি পণ্য আমদানি করে যার ওপর আমদানিস্তরে ভ্যাট আরোপিত নেই। কিন্তু এলসি খোলার সময় ব্যাংক এলসি কমিশনের ওপর ভ্যাট আরোপ করে এবং বীমা করার সময় বীমা কোম্পানী বীমা প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট আরোপ করে। এই ভ্যাট ফেরৎ নেয়ার বিধান কি? (মো: সিরাজুল ইসলাম, জিএম, মেটাল গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ)।

উত্তর: কোনো পণ্যের ওপর আমদানিস্তরে ভ্যাট আরোপিত না থাকলে সেই পণ্য সংশিষ্ট সকল সেবার ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না, এমনটি নয়। ভ্যাটের কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন: আমদানিস্তর, উৎপাদনস্তর, পাইকারী ও খুচরাস্তর এবং সেবাপ্রদান স্তর। কোনো পণ্যের ওপর আমদানিস্তরে ভ্যাট আরোপিত না থাকলে সে পণ্যের ওপর উৎপাদন বা পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত থাকতে পারে। সেই পণ্যটি আমদানি করার সময় এলসি করতে হয়। এলসি করার সময় ব্যাংককে চার্জ প্রদান করতে হয়। সেই চার্জের ওপর ভ্যাট আরোপিত আছে। এই ভ্যাট উক্ত পণ্যের ওপর ভ্যাট নয়। বরং ব্যাংক আপনাকে যে সেবা প্রদান করলো সেই সেবার ওপর ভ্যাট। এই ভ্যাট আপনার কোম্পানিকে পরিশোধ করতে হবে। একইভাবে বীমা প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। ইহা পণ্যের ওপর ভ্যাট নয়, বরং বীমা সেবা গ্রহণের ওপর ভ্যাট। কোনো পণ্য বা সেবার ওপর যদি ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা না থাকে, তাহলে উক্ত পণ্য বা সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনার কোম্পানি যে সেবা গ্রহণ করছে তা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবা নয়। তাই, এখানে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এখানে পরিশোধিত ভ্যাট ফেরৎ নেয়ার কোনো অবকাশ নেই।

প্রশ্ন-২১৭: একটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য টেস্ট করার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে। টেস্টের পর পণ্যটি আবার ফেরৎ আনা হবে। এ সংক্রান্ত বিধান কি?

উত্তর: এ বিষয়ে কাস্টমস-এর একটি এসআরও আছে। উক্ত এসআরও-তে এ সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে পণ্যটি বিদেশে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণের সময় ইহা রপ্তানি হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই, শূণ্য হারে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করতে হয়। কোন ভ্যাট প্রদান করতে হয় না। পণ্যটি টেস্ট বা মেরামত করে ফেরৎ আনার সময় যে মূল্য বৃদ্ধি পায় তার ওপর প্রযোজ্য হারে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-করাদি পরিশোধ করতে হয়।

প্রশ্ন-২১৮: আমরা যে অগ্রীম আয়কর প্রদান করি তা করপোরেট আয়করের বিপরীতে সমন্বয় করা যায়। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সরবরাহের ওপর এবং কনসালটেন্সী ফি এর ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করি এবং আমদানি পর্যায়ে এটিভি প্রদান করি, এই ভ্যাট সমন্বয় করা যায় না। এর কারণ কি? (এস. এম. আলমগীর ফারুক, কোম্পানি সেক্রেটারী, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার, আইডিবি ভবন, কেরে বাংলা নগর, ঢাকা।)

উত্তর: উপকরণের ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। অর্থাৎ যে ভ্যাট আপনি উপকরণ ক্রয় করার সময় পরিশোধ করেছেন, শুধুমাত্র সেই ভ্যাট রেয়াত নেয়া যাবে। কি কি উপকরণ এবং কি কি উপকরণ নয়, তা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-২ এর দফা (গ) তে বর্ণিত আছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে, সকল প্রকার কাঁচামাল, গ্যাস, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যে কোনো পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং সেবা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন উপকরণ হিসেবে বিবেচিত নয়। কোন্ কোন্ ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত নেয়া যাবে না তা একই আইনের ধারা-৯ এ বর্ণিত আছে। রেয়াত নেয়ার শর্তাদিও সেখানে বর্ণিত আছে। রেয়াত নিতে হলে প্রথম শর্ত হলো, আপনার প্রতিষ্ঠান যে সেবা প্রদান করে তা ভ্যাটযোগ্য হতে হবে। আমার জানামতে, আপনার প্রতিষ্ঠান যে সেবা প্রদান করে তা ভ্যাটযোগ্য সেবা নয়। তাই, আপনার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবার বিপরীতে কোনো ভ্যাট পরিশোধ করে না। তাই, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদানের জন্য যে উপকরণ ক্রয় করা হয়, তার ওপর প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত পাওয়া যাবে না। আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা যদি ভ্যাটযোগ্য হতো, এবং আপনার প্রতিষ্ঠান যদি প্রদত্ত সেবার ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতো, তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত নিতে পারতো (ধারা-৯ এ বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া)।

সাধারণত: আমদানি পর্যায়ে ঐ সকল পণ্যের ওপর Advance Trade VAT (ATV) পরিশোধ করতে হয়, যে সকল পণ্য বিক্রি করার জন্য আমদানি করা হয়। আমার জানা মতে, আপনাদের প্রতিষ্ঠান বিক্রি করার জন্য কোনো পণ্য আমদানি করে না। তাই, এটিভি দেয়ার প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-২৪২-আইন/২০১২/৬৫৯-মূসক তারিখ: ২৮ জুন, ২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং ৭(খ) অনুসারে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার আমদানির ওপর এটিভি প্রযোজ্য হবে না। সে হিসাবে আপনাদের প্রতিষ্ঠান এটিভিমুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন-২১৯: "মূসক-১১" চালান আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে চাই। এ ক্ষেত্রে কোন্ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে? (মহিবুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার, ফাইন্যান্স এন্ড এ্যাকাউন্টস, রহিমাফরোজ সুপারস্টোরস লি:, মহাখালী, ঢাকা)।

উত্তরঃ কম্পিউটারের মাধ্যমে "মূসক-১১" চালান প্রস্তুত করতে হলে কমিশনার (মূল্য সংযোজন কর) এর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। আপনার প্রতিষ্ঠান যে ভ্যাট কমিশনারের এলাকায় নিবন্ধিত সেই কমিশনারের নিকট আপনার সফটওয়্যার সম্বলিত সিডি এবং আবেদন দাখিল করতে হবে। কমিশনার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক আপনার সফটওয়্যারটি পরীক্ষা করাবেন। সফটওয়্যারটির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি, সফটওয়্যারটিতে ডাটা মুছে ফেলা, পুন:লিখন করা, পুন:প্রিন্ট করা ইত্যাদি করা যায় কি-না অর্থাৎ সফটওয়্যারটিতে ডাটার নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য কি কি আছে তা মূলতঃ পরীক্ষা করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতে কমিশনার সন্তুষ্ট হলে তিনি আপনাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূসক চালান ইস্যু করার জন্য সাময়িক অনুমতি প্রদান করবেন। সাময়িক অনুমতিকালীন সময়ে আপনাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে এবং ম্যানুয়ালী কিভাবে ভ্যাট চালান ইস্যু এবং সংরক্ষণ করতে হবে সে বিষয়ে কমিশনার আপনাকে দিক-নির্দেশনা দেবেন। দুটি পদ্ধতি একত্রে কিছুদিন চলার পর আপনার সিস্টেম পুন:পরীক্ষা করা হবে। অত:পর কমিশনার বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে সন্তুষ্ট হলে তিনি আপনাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূসক চালান প্রস্তুত ও সংরক্ষণের চূড়ান্ত অনুমতি প্রদান করবেন। তখন আর আপনাকে ম্যানুয়ালী মূসক চালান ইস্যু ও সংরক্ষণ করতে হবে না - শুধুমাত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে পারবেন। এভাবে আপনি ভ্যাটের অন্যান্য মূল দলিলাদি যেমনঃ "মূসক-১৬" (ক্রয় হিসাব পুস্তক), "মূসক-১৭" (বিক্রয় হিসাব পুস্তক), এবং "মূসক-১৮" (চলতি হিসাব) ইত্যাদির জন্য কম্পিউটারে প্রস্তুত ও সংরক্ষণের অনুমতি নিতে পারেন।

প্রশ্ন-২২০ঃ আমাদের প্রতিষ্ঠান পানির ফিল্টার তৈরি করে। ফিল্টার তৈরির জন্য কিছু কাঁচামাল আমদানি করে এবং কিছু কাঁচামাল স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে। কিন্তু যারা সম্পূর্ণ তৈরি করা ফিল্টার আমদানি করে বিক্রি করে তাদের খরচ কম হয়। তাদের সাথে আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। এখন আমাদের করণীয় কি অনুগ্রহ করে জানাবেন। (মোঃ আসাদুল হক, ভ্যাট এ্যাডভাইজার, জেসিএল হোমস এ্যাপায়েন্সেস ইন্ডাষ্ট্রিজ, ভবানীপুর, গাজীপুর।)

উত্তরঃ দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সাধারণতঃ কোনো পণ্যের আমদানি পর্যায়ে যে পরিমাণ শুল্ক-করাদি আরোপিত থাকে, উক্ত পণ্যের উপকরণের ওপর তার চেয়ে কম হারে শুল্ক-করাদি আরোপিত থাকে। তাহলে, যারা উক্ত পণ্যের উপকরণ আমদানি করে পণ্য প্রস্তুত করে বিক্রি করে তাদের খরচ কম হয়। উক্ত পণ্য আমদানিকারকদের তুলনায় তারা প্রতিযেগিতায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। আপনার পণ্যটির ক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতকৃত পণ্য আমদানি করলে খরচ কম হয়, তাহলে তা শীঘ্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক অনুবিভাগের নজরে আনুন। প্রস্তুতকৃত পণ্যটির বর্ণনা, এইচএস কোড, শুল্ক-করাদির হার; উক্ত পণ্যের উপকরণসমূহের বর্ণনা, এইসএস কোড এবং শুল্ক-করাদির হার উলেখ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক অনুবিভাগে আবেদন করুন। অথবা আগামী ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বাজেটে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আপনাদের পণ্য প্রস্তুতকারী এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বা এফবিসিসিআই-এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রস্তাব দিন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এরূপ প্রস্তাব জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন-২২১ঃ আমাদের প্রতিষ্ঠানটি নতুন। আমরা অন-লাইনে প্রধানতঃ এসএমএস সার্ভিস দিই। আমাদের দেশে এ ধরনের সেবা প্রদান মাত্র শুরু হয়েছে। আমরা এস০১২.১৪ (ইন্টারনেট সংস্থা) কোডের আওতায় নিবন্ধিত হয়েছি। আমরা প্রতি ৭০০ এসএমএস-এর জন্য ৭০০ টাকা চার্জ নিয়ে থাকি। কোন্

মূল্যের ওপর আমাদের ভ্যাট দিতে হবে? (রাহাত হুসাইন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, প্ল্যানেট গ্রুপ, কুড়িল বিশ্বরোড চৌরাস্তা, ঢাকা।)

উত্তরঃ "ইন্টারনেট সংস্থা" সেবার ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫%। ভ্যাটের নিয়ম হলো, পণ্য বা সেবার মূল্যের ওপর ভ্যাটের হার প্রয়োগ করতে হবে। পণ্য বা সেবার মূল্যের মধ্যে সকল উপকরণ মূল্য, চার্জ, ফি ইত্যাদি যাকিছু ক্রেতার নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়, তা অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। আপনার সেবার ক্ষেত্রে আপনি প্রতি ৭০০ এসএমএস-এর জন্য ৭০০ টাকা গ্রহণ করেন। এই মূল্য যদি ভ্যাটসহ মূল্য হয়ে থাকে, তাহলে আপনি ৭০০ টাকাকে ভ্যাট ফ্যাক্টর (৭.৬৬৬৬) দিয়ে ভাগ করবেন। তাহলে ভ্যাটের পরিমাণ পেয়ে যাবেন। এখানে ভ্যাটের পরিমাণ হবে ৯১.৩১ টাকা। আর আপনার সেবার মূল্য হবে ৭০০.০০ – ৯১.৩১ = ৬০৮.৬৯ টাকা। অর্থাৎ আপনার গৃহীত ৭০০ টাকা থেকে ৯১.৩১ টাকা আপনি ভ্যাট হিসাবে সরকারকে দিয়ে দেবেন। ৬০৮.৬৯ টাকা আপনি গ্রহণ করবেন। আর, ৭০০ টাকা যদি আপনার সেবার মূল্য হয়, অর্থাৎ এর মধ্যে যদি ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত না থাকে, তাহলে ৭০০ টাকার ওপর ১৫% হারে ভ্যাট হিসাব করে ১০৫ টাকা ৭০০ টাকার সাথে যোগ করে বিল করবেন। আপনি ক্রেতার নিকট থেকে ৮০৫ টাকা গ্রহণ করবেন। ৭০০ টাকা আপনার সেবার মূল্য। এই টাকা আপনি গ্রহণ করবেন। ১০৫ টাকা ভ্যাট। এই টাকা আপনি সরকারকে দিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন-২২২ঃ র‍্যাংগস লিঃ এর নিকট থেকে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ দুটি গাড়ি ক্রয় করেছে। র‍্যাংগ লিঃ "মূসক-১১" চালান ইস্যু করেছে। এখানে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন। (মোঃ হাবিবুর রহমান, ডেপুটি ম্যানেজার, এ্যাকাউন্টস বিভাগ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোঃ লিঃ, সদর দপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।

উত্তরঃ এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। ভ্যাট উৎসে কর্তন সম্পর্কিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ ১২ অক্টোবর, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ঙ) তে উলেখ আছে "মূসক-১১" চালানপত্র বা "মূসক-১১" চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ "যোগানদার" হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তনের আবশ্যকতা নেই।" এ ক্ষেত্রে র‍্যাংগস লিঃ উৎপাদক বা ব্যবসায়ী এবং "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করেছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-২২৩ঃ কোনো বিল থেকে উৎসে ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করতে হবে। এ দুটি কর কোন্ মূল্যের উপর কর্তন করতে হবে অনুগ্রহ করে জানাবেন। (প্রলয় কুমার সাহা, ডিজিএম, ফাইন্যান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, আরপিসিএল)।

উত্তরঃ এ দুটি কর সর্বমোট মূল্যের ওপর কর্তন করতে হবে। অর্থাৎ একটি কর্তন করার পর, উক্ত পরিমাণ অর্থ বিয়োগ করে অন্য আর একটি কর্তন করা যাবে না। ভ্যাট হিসাব করতে হবে সর্বমোট মূল্যের ওপর। আবার, আয়কর হিসাব করতে হবে সর্বমোট মূল্যের ওপর। এরপর ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন করতে হবে। ভ্যাট এবং আয়কর কর্তনের পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকবে, সে মূল্য সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে। মনে করুন, একটি বিলের সর্বমোট পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। ধরুন, এখানে ১০% ভ্যাট এবং ৫% আয়কর কর্তন করার বিধান রয়েছে। ১০,০০০ টাকার ১০% হলো ১,০০০ টাকা। ভ্যাট হিসাবে ১,০০০ টাকা কর্তন করতে হবে। আবার, ১০,০০০ টাকার ৫% হলো ৫০০ টাকা। এবার

আয়কর হিসাবে ৫০০ টাকা কর্তন করতে হবে। অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা থেকে সর্বমোট ১,৫০০ টাকা কর্তন করতে হবে। অবশিষ্ট ৮,৫০০ টাকা সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-২২৪: মোটরগাড়ীর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ থেকে সেবা ক্রয় করা হয়েছে। পরিশোধিত বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়েছে। দাখিলপত্রের ৭ নং ক্রমিকে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের স্থানে সেবামূল্য উলেখ করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন? (মো: আরিফুজ্জামান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, এনার্জিপ্যাক ইলেক্ট্রনিক্স লি:, ৭৯, শহীদ তাজউদ্দীন সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা।)

উত্তর: দাখিলপত্রের ৭ নং ক্রমিকে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের স্থানে ক্রয়কৃত সেবামূল্য অবশ্যই উলেখ করতে হবে। ৭ নং ক্রমিকে শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত রেয়াতযোগ্য পণ্য বা সেবার মূল্য উলেখ করতে হবে। দাখিলপত্রে ক্রয় এন্ট্রি দেয়া এবং উৎসে কর্তিত ভ্যাট এন্ট্রি দেয়া দুটি আলাদা বিষয়। ক্রয় এন্ট্রি দিতে হবে ৭, ৮ এবং ১০ নং ক্রমিকে। উৎসে কর্তিত ভ্যাট এন্ট্রি দিতে হবে অবস্থাভেদে ১, ৪, ৫, ১২, ১৬ ও ১৯ নং ক্রমিকে। ক্রয় এন্ট্রি এবং উৎসে কর্তিত ভ্যাট এন্ট্রি দুটি বিষয় আলাদাভাবে দেখতে হবে। উৎসে কর্তিত পরিমাণ এন্ট্রির বিষয়ে এই পুস্তকের উৎসে ভ্যাট কর্তন অনুচ্ছেদ দেখুন।

প্রশ্ন-২২৫: সকল ক্রয় "মূসক-১৬" রেজিস্টারে এন্ট্রি দেয়ার প্রয়োজন আছে কি? যেমন: স্টেশনারী, অফিস যন্ত্রপাতি, বাড়ি ভাড়া (সেবা ক্রয়), ইট, বালু, গ্রোসারী আইটেম ইত্যাদি। "মূসক-১৬" ফরমে শুধু উপকরণ উলেখ করা আছে। (মো: শাহরিয়ার সরকার, সহকারী ব্যবস্থাপক, (অর্থ ও হিসাব), রোহতো মেনথোলেটাম বাংলাদেশ লি:, ৫ম তলা, ১৪৪, ক্যাসাব্লাংকা টাওয়ার, গুলশান-২, ঢাকা।)

উত্তর: একটি প্রতিষ্ঠানের সকল ক্রয় "মূসক-১৬" রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে। প্রতিটি আইটেমের জন্য আলাদা করে পৃষ্ঠা সংখ্যা বরাদ্দ করতে হবে। যে সকল ক্রয় মূল্য ঘোষণা ফরমের উপকরণের অংশে এন্ট্রি দিতে হয় ভ্যাটের জন্য সে সকল পণ্য বা সেবার হিসাব বেশি প্রয়োজন হয়। উপকরণের ওপর যেহেতু রেয়াত নেয়া হয়, সেহেতু উপকরণ এন্ট্রি দেয়া অতীব জরুরী। অন্যান্য ক্রয়ও এন্ট্রি দিতে হবে। দাখিলপত্রে সকল ধরনের ক্রয় প্রদর্শনের জন্য সারি রয়েছে। দাখিলপত্রে উহা প্রদর্শন করতে হবে।

প্রশ্ন-২২৬: যে সকল চিকিৎসক অফিসের দায়িত্ব পালনের পর নিজ চেম্বারে রোগী দেখেন, তাদের বিষয়ে ভ্যাটের বিধান কি? (জনাব মো: নুরনবী, ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনী, আইএফআইসি ব্যাংক লি:, ১০/০৭/এ আরামবাগ, ঢাকা)।

উত্তর: বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ওপর বর্তমানে ভ্যাট আরোপিত নেই। তাই, অফিসের পর চেম্বারে রোগী দেখলে ভ্যাটের কোন সংশিষ্টতা নেই।

প্রশ্ন-২২৭: ভ্যাট এবং আয়কর কর্তনের জন্য ক্যালকুলেশনের ভিত্তি কি? (পংকজ, এনটিসি ম্যানেজার, বাজেট)।

উত্তর: দুটিই সর্বমোট মূল্যের ওপর হিসাব করতে হবে। ইতোপূর্বে ইহা আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন-২২৮: সিএন্ডএফ এজেন্টের বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়টি অনুগ্রহ করে জানাবেন। (আব্দুল হক, শিপিং ইন্সপেক্টর, বিটিসিএল, ঢাকা)।

উত্তরঃ না। এখানে উৎসে কর্তন নেই। পণ্য খালাসের সময় অন্যান্য শুল্ক-করের সাথে সিএন্ডএফ কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করা হয়। উৎসে কর্তনের আদেশে এই সেবাটি অন্তর্ভূক্ত নেই।

প্রশ্ন-২২৯ঃ আমাদের প্রতিষ্ঠান পটেটো চিপস প্রস্তুত করে। আমরা কৃষকদের নিকট থেকে গোলআলু ক্রয় করি। গোলআলু ক্রয় করার বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মতামত দিন। [মোঃ কামাল হোসেন, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (ভ্যাট), কাসেম ফুড প্রোডাক্টস লিঃ]।

উত্তরঃ হ্যাঁ, ৪% ভ্যাট যোগানদার হিসাবে উৎসে কর্তন করতে হবে। যোগানদার সেবার সংজ্ঞায় বলা আছে যে, যেকোন পণ্য বা সেবার ক্রয় যোগানদার সেবার আওতাভুক্ত হবে। তাই, ক্রয়কৃত পণ্যটি ভ্যাটযুক্ত না-কি ভ্যাটমুক্ত তা বিবেচনার বিষয় নয়। সরবরাহ কাজটি যোগানদার সেবার আওতায় পড়ে।

প্রশ্ন-২৩০ঃ কোচিং সেন্টারের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি-না। পরিশোধ করতে হলে কত পারসেন্ট? (কিশোর কুমার ভৌমিক, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি, কুমিলা)।

উত্তরঃ কোচিং সেন্টারের ওপর বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। কোচিং সেন্টারকে "মূসক-১ঘ" ফরমে চালানপত্র ইস্যু করতে হবে, অন্যান্য দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে এবং যথাযথভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৩১ঃ আমরা একটি কেন্দ্রীয় ওয়্যারহাউস করতে যাচ্ছি যেখান থেকে আমাদের সকল আগোরা বিক্রয়কেন্দ্রে পণ্য সরবরাহ করা হবে। কেন্দ্রীয় ওয়্যারহাউসে ভ্যাট নিবন্ধন প্রয়োজন হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন। আমাদের সকল বিক্রয়কেন্দ্র ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত এবং প্রতি মাসে ভ্যাট এবং দাখিলপত্র প্রদান করা হয়। [মহিবুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার (ফাইনান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস), রহিমাফরোজ সুপারস্টোর্স লিঃ, মহাখালী, ঢাকা]

উত্তরঃ কেন্দ্রীয় ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে আলাদা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হবে এবং ট্রেড ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে এই পুস্তকের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অনুচ্ছেদ দেখুন।

প্রশ্ন-২৩২ঃ কনস্ট্রাকশান কেমিক্যাল আমদানি করা হয়েছে। আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট এবং এটিভি পরিশোধ করা হয়েছে। এখন বিক্রি করার সময় ভ্যাট পরিশোধের বিধান কি? (মোঃ নুরুন্নবী, ম্যানেজিং পার্টনার, জেকে কর্পোরেশন, হাউস -১, রোড-২, সেক্টর-১, উত্তরা, ঢাকা।)

উত্তরঃ ট্রেড ভ্যাট দিয়ে বিক্রি করতে হবে। এই পুস্তকের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি অনুচ্ছেদ দেখুন।

প্রশ্ন-২৩৩ঃ ট্যারিফ মূল্যের পণ্য টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে। টেন্ডারমূল্যে না-কি ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট প্রদান করতে হবে? (এ্যাডভোকেট লাজিমা হাসানাৎ চৌধুরী, সেগুনবাগিচা, ঢাকা)।

উত্তরঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-২(২)মূসক-বাস্তঃসেবা ও আবঃ/২০০৩/০৬ তারিখঃ ২৭/০১/২০০৭ এ বর্ণিত আছে যে, ট্যারিফ মূল্যের ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য ট্যারিফ মূল্যে মূসক প্রদান করতে হবে। ইটের আদেশে বলা আছে যে, টেন্ডার মূল্য বেশি হলে টেন্ডার মূল্যে মূসক আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। আমার অভিমত হলো ট্যারিফ মূল্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক

নির্ধারিত মূল্য। ট্যারিফ মূল্যের পণ্য ট্যারিফ মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করতে হয় - বিক্রয়মূল্য যাই হোক না কেন। এই হলো স্বাভাবিক বিধান। এখানে টেন্ডারের বিপরীতে বিক্রি করা হচ্ছে না-কি টেন্ডার ছাড়া বিক্রি করা হচ্ছে তা মূখ্য বিষয় নয়। তারপরও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা চাওয়া যায়।

প্রশ্ন-২৩৪: ব্যাংক বিদেশে নস্ট্রো এ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করে সেখানে ফি প্রদান করে। বিজিনেস ডাইরেক্টরীতে ব্যাংকের তথ্যাদি ছাপায়, ফি প্রদান করে। ভ্যাট হবে কিনা।

উত্তর: ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। বিষয়টি সেবা আমদানি। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২৩৫: প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন। পূর্বের ঠিকানায় এলসি ছিল। সেই নিবন্ধন নম্বরের বিপরীতে বর্তমান ঠিকানায় রেয়াত পাবে কি-না (মো: মাইনুদ্দিন, নিউ গ্রামীণ মটর্স, গাজীপুর।)

উত্তর: প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন যদি যথাযথ নিয়মে করা হয়ে থাকে অর্থাৎ "মূসক-৯" ফরমে আবেদন করে করা হয়ে থাকে তাহলে রেয়াত পাবে।

প্রশ্ন-২৩৬: বিজ্ঞাপনী সংস্থা কর্তৃক ১,৮০,০০০ টাকা বিলের ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট প্রদান করেছে। ১,৮০,০০০ টাকার ওপর মূসক প্রযোজ্য হবে না-কি ১,৫০,০০০ টাকার ওপর মূসক প্রযোজ্য হবে? (ফজলে রাব্বি, একাউন্টস অফিসার, রূপসী বাংলা হোটেল।)

উত্তর: সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট আরোপিত হয় সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর। সর্বমোট প্রাপ্তি হলো ক্রেতার নিকট থেকে যে মূল্য গ্রহণ করা হয়। এখানে ১,৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাই, ১,৫০,০০০ টাকার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন-২৩৭: সদর দপ্তরের খরচাদি কি উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে?

উত্তর: হ্যাঁ। মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন-২৩৮: একটি পণ্য আমদানি স্তরে শুধু কাষ্টামস্ ডিউটি ৩% আরোপিত আছে। আর কোন ডিউটি/ভ্যাট নেই। এ ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের কোন আকৃতি, গুণগতমান বা কোন রূপ পরিবর্তন ছাড়াই একই মোড়কে বাজারজাতকরণ করতে চাইলে কিভাবে ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে ? (মো: বাবুল মোল্লা, ঢাকা)

উত্তর: ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট পরিশোধ করে বিক্রি করতে হবে। এই পুস্তকের ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধের পদ্ধতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ অনুগ্রহ করে দেখুন।

প্রশ্ন-২৩৯: যদি কোন রপ্তানিকারক এলসি খোলার সময় এলসি কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে তাহলে করণীয় কি?

উত্তর: আমাদের দেশে রপ্তানির ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্যে সরকার রপ্তানির ওপর সকল প্রকার শুল্ক ও কর মওকূফ করে দিয়েছে। কারণ হলো, রপ্তানি করলে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। আর আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন; কারণ, আমাদের দেশের অর্থনীতি হলো আমানি নির্ভর অর্থনীতি। আমাদের অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আমদানি করা ছাড়া আমরা টিকে থাকতে পারবো না। আসলে, বর্তমানের পারস্পরিক নির্ভরতার এই যুগে, সকল দেশের

অর্থনীতিতেই আমদানি করা হয়ে থাকে। আমদানির ব্যয় মিটানোর জন্য প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মুদ্রা যা প্রধানতঃ রপ্তানির মাধ্যমে অর্জন করা যায়। কোনো পণ্য রপ্তানি করলে এর ওপর কোনো শুল্ক-কর, তথা ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না। এমনকি এই পণ্য উৎপাদন করতে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে; সে সকল উপকরণের মধ্যে যদি কোনো শুল্ক-করাদি, ভ্যাট ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত থাকে তাও সরকার রপ্তানিকারককে ফেরৎ দিয়ে দেয়। সরকারের উদ্দেশ্য হলো, রপ্তানি পণ্যের মধ্যে যেন কোন অবস্থাতেই কোনো শুল্ক ও কর অন্তর্ভূক্ত না থাকে তা নিশ্চিত করা। এই বিষয়টি নিশ্চিত করার নানাবিধ পদ্ধতি রয়েছে। যেমনঃ বন্ড লাইসেন্স, প্রত্যর্পণ ইত্যাদি। বন্ড লাইসেন্সের মাধ্যমে কোনো পণ্য আমদানি করলে উক্ত পণ্যের ওপর সরকার কোনো শুল্ক-করাদি আদায় করে না। এর কারণ হলো উক্ত পণ্যাদি দ্বারা কোনো পণ্য প্রস্তুত করে তা রপ্তানি করে দেয়া হবে। কোনো পণ্যের উপকরণের ওপর যদি পূর্বে শুল্ক-করাদি পরিশোধ করা হয়ে থাকে এবং পণ্যটি যদি রপ্তানি করা হয়; তাহলে উক্ত পণ্যের উপকরণসমুহের ওপর পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকার রপ্তানিকারককে ফেরৎ প্রদান করে। এ ধরনের ফেরৎ প্রদানকে 'প্রত্যর্পণ' (Drawback) বলে। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি কোনো রপ্তানিকারক এলসি খোলার সময় এলসি কমিশনের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে থাকে, তাহলে পণ্য রপ্তানির পর শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) হ'তে তিনি প্রত্যর্পণ নিতে পারেন। রপ্তানিপণ্যের ওপর পরিশোধিত সকল প্রকার শুল্ক-কর সরকার কোনো না কোনো পদ্ধতিতে মাফ করে দিতে আগ্রহী। কিন্তু সমস্যা হলো, পণ্যটি প্রকৃত অর্থে রপ্তানি হয়েছে তা নিশ্চিত করা। এভাবে নিশ্চিত হওয়া সহজ হয় না বিধায় ভ্যাট পরিশোধ করতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে রপ্তানির প্রমাণাদি দাখিলের পর ডেডো দপ্তর থেকে প্রত্যর্পণ নিতে বলা হয়েছে।

*** সমাপ্ত ***